সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
|| Weekly Bangladesh || New York, Vol. 29 ● Issue 01 ● Thursday, 11 June 2026 ● ২৮ জৈষ্ঠ ১৪৩৩, ২৫ জিলহজ ১৪৪৭

ট্রাম্পের ওপর অসন্তুষ্ট ৫৭% আমেরিকান

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের রাজনৈতিক প্রভাবও যুক্তরাষ্ট্রে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা

কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ধনকুবের রবিন খুদা?

ঢাকা : ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

রাজনৈতিক অস্থিরতার আগুনে ঘি ঢালছে আওয়ামী লীগ

ঢাকা : দেশে কার্যত রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। খুন হত্যা ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সেখানে যখন তখন লাশ পড়ছে, খুন *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

বিদেশে কর্মী প্রেরণ হ্রাসে বিরূপ প্রভাব রেমিট্যান্সে

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অশান্ত পরিস্থিতিতে কর্মী যাওয়া বন্ধ হয়নি। কিন্তু যাচ্ছে কম গতিতে। *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

৪৮ দলের বিশ্বকাপ মহোৎসব শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে ১৭ হাজার কিলোমিটার সাইকেলে চেপে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে পৌঁছে গেছেন লিওনেল মেসিদের তিন *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

বিদেশে প্রতারণার শিকার প্রবাসীরা ফিরছেন শূন্য হাতে

ঢাকা : সোনার হরিণ ধরার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, পরিবারের মুখে একটুখানি হাসি ফোটানোর স্বপ্ন আর উন্নত জীবনের আশায় প্রতি বছর হাজার হাজার বাংলাদেশি পাড়ি জমান দূর পরবাসে। জমিজমা বিক্রি, চড়া সুদে ঋণ কিংবা শেষ সম্বল বন্ধক রেখে দালালদের হাতে তুলে দেন লাখ লাখ টাকা। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই এই স্বপ্নযাত্রার পরিণতি হয় অত্যন্ত করুণ ও নির্মম। অবৈধ দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে, ভুয়া ভিসা কিংবা চুক্তির চেয়ে কম বেতনের ফাঁদে পড়ে বিদেশের মাটিতে তারা শিকার হন চরম প্রতারণা ও নির্যাতনের। শেষ পর্যন্ত তীব্র মানসিক ও *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর এপিএসদের বেতন বাড়লো

ঢাকা : মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের সহকারী একান্ত সচিবদের (এপিএস) বেতন বাড়িয়েছে সরকার। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার নিয়োগকৃতদের *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

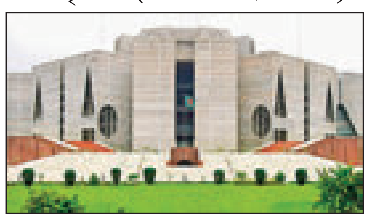

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ১০০ দিন

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : বাংলাদেশের সাড়ে তিন মাস বয়সি সরকারের কার্যকাল দেখে সামনে পড়ে থাকা অবশিষ্ট চার বছর সাড়ে আট মাস মেয়াদে তারা কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, তা সম্পূর্ণ মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত অল্প সময়। শেখ হাসিনার অধীনে কার্যত ব্যক্তিনির্ভর বাংলাদেশে নতুন একটি সরকার যত বিপুল ভোটেই নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করুক না কেন, *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

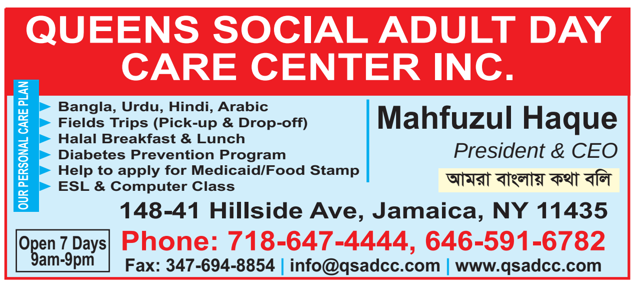

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

YOUR TRUST. OUR PRIORITY. YOUR FUTURE. OUR COMMITMENT.
SHAH Z.ISLAM
NMLS ID: 2807063
Mortgage Loan Originator Partner
TAX SPECIALIST | REAL ESTATE | FINANCIAL CONSULTANCY
Mortgages, Real Estate & Financial Solutions – All Under One Roof
Shah Zakarul Islam (Hamza)
TOP PRIORITY SERVICES
MORTGAGE
PURCHASE
REFINANCE
CREDIT REPAIR & CREDIT BUILDING
Faheem Hossain
Mortgage Broker
(NMLS: 1024024)
1024024
718-864-4417
faheem@gorascal.com
WHY WORK WITH ME?
I provide one-on-one guidance from application to closing, ensuring you get the best loan options with personalized financial solutions.
PROGRAMS & SERVICES
First-Time Home Buyer Specialist
1099 Program
Special Programs for Uber • Lyft • Taxi Drivers
Low Down Payment Options
Refinance (Lower Payment / Cash-Out Options)
Bank Statement Programs
No-Income Check Loans
Investment & Mixed-Use Properties
Foreign Nationals Program
Hard Money Loans
Credit Repair (Fast Improvement Strategy)
Credit Building Guidance
Tax Preparation & Financial Consultancy
LOW DOWN PAYMENT OPTIONS AVAILABLE
FAST PRE-APPROVALS
24-48 HOUR APPROVALS
CALL / TEXT: (718) 908-2545
MAIN BRANCH
197-01 Hillside Ave
Hollis, NY 11423
Parking Available for free in roof top for our loyal customers
WE ARE HERE TO GET YOU APPROVED!
2ND BRANCH
2153 Westchester Ave
Bronx, NY 10462
Easy Access | Ample Parking
Your Dream Home Starts Here — Let's Get You Approved.
REMEMBER COOL WIRELESS
Shah Hamza is back in the Mortgage Industry!

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
Naresh Gehi, Esq.
আমরা বাংলায় কথা বলি
Asif Mortuza
ফ্রি কনসালটেশন
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
শারীরিক চেক আপ
শিশু রোগ চিকিৎসা
সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা
উচ্চ রক্ত চাপ
ডায়াবেটিস
হাই কোলেস্টেরল
অ্যাজমা
ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।
388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা

গত কিছুদিন ধরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে বেশ-কিছু নারী-পুরুষ ও শিশুকে জড়ো করে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাতে অন্ধকারে অনেককে পুশইন করাতে পারলেও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ও সীমান্তবর্তী এলাকায় বসকারী সাধারণ বাংলাদেশিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিএসএফ এর অপচেষ্টা প্রতিহত করেছে। কিন্তু এ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে এবং নো ম্যান'স ল্যান্ডে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুশইনের চেষ্টা বেড়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আসামে বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় বিগত বছরগুলোতে একই ঘটনা ঘটে চলেছে।

ভারতের এমন আচরণের প্রতিবাদে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এক ডজনেরও বেশি চিঠি দিয়েছে ঢাকা। কিন্তু বাংলাদেশ কোনো সদুত্তর পায়নি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবৈধ নাগরিক বিনিময়ের আইনানুগ প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও বিএসএফ যেভাবে পুশইন করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'সব হত্যাকে সীমান্ত হত্যা বলা যাবে না' মর্মে বক্তব্যের দেওয়ায় তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, কোনো দেশের অভ্যন্তরে ওই দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে কেউ নিহত হলে সেটিকে 'বর্ডার কিলিং' বলা ঠিক হবে না। প্রশ্ন উঠেছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপরাধ ও অনুপ্রবেশের অজুহাতে 'সীমান্ত হত্যার' সংজ্ঞা সংকুচিত করে একটি গভীর সংকটকে হালকা করার চেষ্টা করেছেন। অথচ জাতিসংঘের মানবাধিকার নীতি এবং জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী, নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকের ওপর যেকোনো ধরনের নির্যাতন বা নির্বিচার গুলি চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য বিএসএফের সীমান্ত হত্যাকে আরও উসকে দেবে। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারি নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের হত্যাযোগ্য করে তুলতে উৎ-সাহিত করবে। বিএসএফ যে প্রায় নিয়মিত নিরীহ বাংলাদেশীদের নির্যাতন ও গুলি করে হত্যা করছে, তার বক্তব্য তা বৈধতা উৎপাদন করছে। এ ধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশে ভারতের পুশইন এবং তার অভ্যন্তরে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যাসহ মুসলিম সভ্যতার ঐতিহাসিক স্থাপনা, মসজিদ ইত্যাদি গুঁড়িয়ে দেয়া কিংবা বিভিন্ন স্থান, এলাকা ও স্থাপনার মুসিলিম নাম পরিবর্তন করে হিন্দুয়ানি নাম রাখা নিয়ে দেশটিতে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৪ সালে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ ও মুসলিম সভ্যতার নামনিশানা মুছে ফেলার প্রক্রিয়া চালছে। ভারত সরকার তার জনগণকে নিয়ে কী করবে, সেটা তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে যখন প্রতিবেশি বিশেষ করে বাংলাদেশকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যে পরিণত করা হয়, তখন তা বাড়াবাড়ি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর আঘাত। বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন কারণে হিন্দুদের উপর সামান্য আঁচড় পড়লে ভারত যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর শামিল। অথচ ভারতে যে উগ্র হিন্দু ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও হত্যা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ঘটনায় বাংলাদেশ কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সেসব ঘটনাকে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখে। পুশইন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টির পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে, ভারত সীমান্তে পুশইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং দেশের অভ্যন্তরেও সক্রিয় হয়ে বাংলাদেশে একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে চাচ্ছে। সরকারকে তা অনুধাবন করে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

নামাজের সময়সূচি

৪-১০ জুন ২০২৬ — ১৮-২৪ জিলহজ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৪ জুন	৩.৪৮	৫.২৬	১২.৫৪	৫.৫৪	৮.২৩	১০.০১
০৫ জুন	৩.৪৮	৫.২৫	১২.৫৪	৫.৫৪	৮.২৪	১০.০২
০৬ জুন	৩.৪৭	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৪	৮.২৪	১০.৩
০৭ জুন	৩.৪৬	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৪	১০.০৪
০৮ জুন	৩.৪৬	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৫	১০.০৫
০৯ জুন	৩.৪৬	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৬	১০.০৬
১০ জুন	৩.৪৫	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৭	১০.০৭

উপসম্পাদকীয়

পুশইন আর পুশব্যাকের রাজনীতি

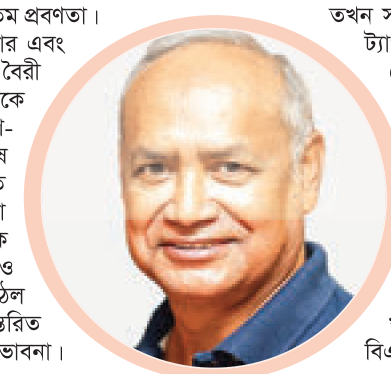

মহিউদ্দিন আহমদ

অভিবাসন হচ্ছে মানবজাতির আদিমতম প্রবণতা। টিকে থাকার জন্য মানুষের চাই খাবার এবং আশ্রয়। মানুষ খাবারের খোঁজে এবং বৈরী প্রকৃতি থেকে বাঁচতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত। তখন দেশ-বিদেশ বলে কিছু ছিল না। ক্রমে মানুষ বাড়ল। সে কৃষিকাজ শিখল। বসতি গড়ে উঠল। নগরায়ণ হলো। সে হলো কর্তৃত্বপরায়ণ। শুরু হলো ব্যক্তি থেকে গোত্রের আধিপত্য। ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীভবন হলো। গড়ে উঠল রাষ্ট্রব্যবস্থা। মানুষ নাগরিকে রূপান্তরিত হলো। তার মধ্যে তৈরি হলো দেশভাবনা। এক দেশের মানুষের আরেক দেশে চলাচলের ওপর চেপে বসল নানা নিয়ন্ত্রণ, বিধিনিষেধ। চালু হলো পাসপোর্ট-ভিসা। দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কে পরিবর্তন এলো। কেউ হলো মিত্র, কেউ বা শত্রু। একসময় অভিবাসন ছিল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, জীবনেরই একটি অংশ। এখন এটি নানা আইনকানুনের জালে বাঁধা। চাইলেই কেউ এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে গিয়ে থিতু হতে পারে না। মানুষ কাঁচি দিয়ে কেটে সীমান্ত তৈরি করে দিয়েছে। সব সীমান্ত স্বাভাবিক নয়, নয় প্রতিবেশ-অনুকূল। বেশির ভাগই রাজনৈতিক সীমান্ত। কাল রাতে যে এক দেশের প্রতিবেশী হয়ে ঘুমুতে গেছে, আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই সে হয়ে গেছে ভিনদেশি, অচেনা।

একসময় এ অঞ্চলে ছিল অনেক ছোট ছোট রাজ্য। একেকটা একেক রকম। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসে সব রাজ্য একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তৈরি করল আধুনিক ভারত রাষ্ট্র। কালের বিবর্তনে সেটি কয়েক টুকরো হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে আলাদা হয়েছে বার্মা। ১৯৪৭ সালে কয়েকটি অঞ্চল মিলে তৈরি হয়েছে পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে হয়েছে বাংলাদেশ। এক দেশের মানুষ এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক। তাদের আন্তঃসম্পর্ক বদলে গেছে। এ অঞ্চল এখন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে।

যখন সীমান্ত বলে কিছু ছিল না, তখন মানুষ কাজের খোঁজে অবাধে যাতায়াত করত। যে জায়গাটা সুবিধাজনক মনে হতো, সেখানেই থিতু হওয়ার চেষ্টা করত। এখন সে পড়েছে নাজুক অবস্থায়। অনেকের কাছে সে হয়ে পড়েছে বিদেশি। রাষ্ট্র তাকে চোখ রাঙায়।

মানুষের সহজাত প্রবণতা হচ্ছে ভালো থাকা। সে চায় স্থিতি। চায় ভালো পরিবেশ, উন্নত জীবন। সেজন্য সে ক্রমাগত স্থান বদলায়। গ্রাম ছেড়ে সে যায় শহরে। ছোট শহর ছেড়ে বড় শহরে যায়। তারপর আরও উন্নত জীবনের আশায় ছোটে দেশের বাইরে। একসময় সম্পদের সন্ধানে ইউরোপের লোকরা ছুটত আমেরিকার দিকে। তারপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হলো। এখন সেখানে ধেয়ে চাচ্ছে লাতিন আমেরিকার মানুষ। আফ্রিকা আর এশিয়ার অনেক মানুষ উন্নত জীবনের আশায় প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটছে ইউরোপের দিকে। ইউরোপ তাদের কাছে জান্নাত। যেখানে যাওয়ার পথে অনেকেই ডুবে মরছে ভূমধ্যসাগরের জলে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। আকারে অনেক বড়। সেখানে অনেক লোকের বাস। বাংলাদেশ ছোট দেশ। মানুষ অনেক। দারিদ্র্য প্রকট। আছে নিরাপত্তার অভাব। তাই অনেকেই ছোটে ভারতের দিকে। অনেক বছর ধরে এটা হয়ে আসছে।

ভারতে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন হয়েছে অনেক আগে থেকে। সেসব জায়গায় কাজের সুযোগ বেশি। তাই সেখানে মানুষ যাচ্ছে। আবার অনেকেই বাংলাদেশে নানা কারণে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না। একটু স্বস্তি, শান্তি আর নিরাপত্তার আশায় তারা যায় ভারতে। সেখানে গিয়েও যে তারা খুব ভালো আছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা কম। সেটা তাদের স্বস্তি দেয়।

বাংলাদেশের আর ভারতের মধ্যকার রাজনৈতিক সমীকরণ বারবার বদলায়। কখনো কখনো মনে হয়, এই বুঝি যুদ্ধ লেগে গেল। গোলাবারুদের যুদ্ধ না হলেও বাগযুদ্ধ চলে অবিরাম। তখন সম্পর্কে চিড় ধরে। কিছু লোককে 'বিদেশি' ট্যাগ দিয়ে ঘাড় ধরে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়। এর একটি নাম আছে-পুশইন। এর পালটা পদক্ষেপ হলো, পুশব্যাক। অর্থাৎ তোমরা বিদেশি বলে যাদের আমাদের দেশে জোর করে পাঠাচ্ছ, আদতে তারা আমাদের নাগরিক নয়। তোমরা নানা ছুতায় তোমাদের লোকদের জবরদস্তি করে পাঠাচ্ছ। আমরা তাদের ঢুকতে দেব না। তোমরা 'পুশইন' করাচ্ছ, আমরা 'পুশব্যাক' করব। এ নিয়ে সীমান্ত রক্ষীরা খুব তৎপর। একদিকে বিজিবি আর ওদিকে বিএসএফ। দুই দেশের দুই বাহিনীর মাঝখানে পড়ে অসহায় আদমসন্তানরা চিড়েচ্যাপটা হচ্ছে। তারা সবাই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জিম্মি।

আমাদের দেশগুলোতে অনেকেই আছেন টাকার কুমির। তারা মিলিয়ন ডলার খরচ করে যে কোনো দেশের নাগরিকত্ব কিনে নিতে পারেন। তাদের জন্য 'অভিবাসন' হচ্ছে ডালভাত। সমস্যায় পড়েছে সাধারণ গরিব মানুষ। তার কোনো রাষ্ট্র নেই। তার দরকার কাজ। সে কাজের সন্ধানে যতই ছোটাছুটি করুক, একবার তার কপালে 'বিদেশি' তিলক সেঁটে গেলে তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ভারতে এ নিয়ে বেশ হইচই হচ্ছে। নাগরিকত্ব আইনের বিধান নতুন করে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেখানে বসবাসকারী অনেকেই নাকি আর সে দেশের আইনানুগ নাগরিক নন। তাদের ভারত ছাড়তে হবে। আবার যারা নাগরিকত্ব পেয়েছেন, তাদের অনেকের নাগরিত্ব নাকি ভুয়া। নতুন করে হিসাব-নিকাশ হচ্ছে। একদা নাগরিক কলমের খোঁচায় হয়ে যাচ্ছেন বিদেশি। এ নিয়ে সীমান্ত বরাবর উত্তেজনার পারদ ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। এটা নিয়ে এন্তার রাজনীতি হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে জাতিবাদী 'জিঙ্গোইজম'।

১৯৪৭ সালে যে ভিত্তিতে ভারত ও বাংলা ভাগ হয়েছিল, মনে হয়েছিল, বুঝি সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। আসলে হয়নি। মনে হয়, সমস্যা আরও বেড়েছে। 'আইডেন্টিটি পলিটিকস' চলছে সব জায়গায়। তুমি ভারতীয় না বাংলাদেশি, তুমি হিন্দু না মুসলমান, এ পরিচয়টাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কারণে হাজার হাজার মানুষ কপাল দোষে কিংবা জনশুমারির ফাঁদে পড়ে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। সবার ওপরে জাতিবাদী রাজনীতি চড়াও হচ্ছে। মানুষের সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ চলে গেছে নির্বাসনে। এর শিকার হচ্ছে নিরীহ গরিব মানুষ।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সবসময় সরলরেখায় চলে না। এটি ওঠানামা করে। কখনো ভালো, কখনো মন্দ। কখনো দুই দেশের মধ্যে গলাগলি, আবার কখনো সাংঘাতিক আড়াআড়ি। দুই দেশের মধ্যে এখন যে সম্পর্ক, এটি সম্ভবত তলানিতে। এর সঙ্গে ভারতের পুরোনো নাগরিকত্ব আইনের বাস্তবায়ন হঠাৎ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিপত্তি বেধেছে। সীমান্তের ওপারে অনেক লোককে জড়ো করা হয়েছে, যাদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ তাদের স্বাগত জানাচ্ছে না। আসলে তারা কোন দেশের নাগরিক, সেটি পূর্বাপর খতিয়ে দেখার অবকাশ নেই রাষ্ট্রের। তাদের তো মানুষ নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। রাজনীতিতে মানুষ হচ্ছে কামানের খোরাক।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ভালো রাখাটা দুই দেশের জন্যই জরুরি। এ দুই দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল বেশি। কারণ উভয়ের আছে শত শত বছরের অভিন্ন ইতিহাস। রাজনীতি সেটাকে নাজুক করে দিচ্ছে। সম্পর্কের বুননটা ছিঁড়ে দিচ্ছে। এ রকম একটা অবস্থা পৃথবীর আর কোনো অঞ্চলে আছে কিনা, জানি না। জাতিবাদী রাজনীতির সঙ্গে এসে জুটেছে আরেক উপদ্রব-ধর্ম। মানুষকে ভাগ করা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে। ধর্মবিশ্বাস যখন রাষ্ট্রীয় জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। যুক্তি কাজ করে না। আমরা এখন ওই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ঐক্যের প্রতিশ্রুতি ও বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের সমাজজুড়ে বিদ্যমান বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে হচ্ছে ঐক্য। তা ঐক্যের উপায়টা কী? পন্থা কোনদিকে? ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুটি শক্তির বিশেষ এবং পরীক্ষিত উপযোগিতা রয়েছে। একটি হচ্ছে ধর্ম, অপরটি ভাষা। এরা উভয়েই ব্যক্তিকে সমষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারে; এবং নিয়ে যায়ও। বিচ্ছিন্নতা অপনোদনে ধর্মের কার্যকারিতা বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। ধর্মাচারীরা ধর্মাচারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদের জন্য বিচ্ছিন্নতা লাঘব হওয়ার আরেকটি উপাদান হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সেই সংযোগ ব্যক্তিকে বোধ এনে দেয় ক্ষমতার, প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে ন্যায়বিচারের, অনুভূতি সরবরাহ করে স্থান ও কালকে অতিক্রম করে যাওয়ার। ভাষাও মানুষকে যুক্ত করে দেয় মানুষের সঙ্গে। বর্তমানের মানুষকে সে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে, সঙ্গে রাখে অতীতকে। স্থান ও কালকে ডিঙানো সম্ভব করে দেয়। বিচ্ছিন্নতা দূর করার ব্যাপারে ভাষা কিন্তু অনেক বেশি কার্যকর ধর্মের তুলনায়। সেটা একাধিক কারণে। প্রথমত, ভাষা সর্বদাই সৃষ্টিশীল, স্থির নয়। ভাষায় আছে স্থিতিস্থাপকতা ও গ্রহণক্ষমতা, যে দুটি গুণ না থাকলে ভাষা জীবিত থাকে না, মরে যায়। ধর্মে কোনো সংশয় নেই, সেখানে সর্বদাই বিশ্বাস এবং কিছুটা ব্যাখ্যার ব্যাপার। অন্যদিকে ভাষা সংশয়, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল- এসবকে সোৎসাহে লালন-পালন করে; তার দরজা-জানালা সব সময়ে খোলা, যে জন্য সে কেবলই এগোয়, কেবলই সমৃদ্ধ হয়; ধর্মের ক্ষেত্রে যেটা নিষিদ্ধ। অন্যকে গ্রহণ করতে গেলে ধর্ম স্বধর্মচ্যুত হয়। ভাষার জন্য তেমন কোনো ভয় নেই; সে ভীষণ দুঃ-সাহসী। নিজের মধ্যে সে ধারণ করে অনিঃশেষ বিকাশ সম্ভাবনাকে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম বৈষম্য তৈরি করে, কে ধার্মিক, কে বিধর্মী- এ নিরিখটাকে টেনে আনে। ভাষা এ ক্ষেত্রে খুবই উদার। সে কার কী ধর্ম তার খবর রাখে না, সবার কাছে যেতে চায়, সবার জন্যই মাধ্যম হতে চায়, যোগাযোগের ধর্ম প্রচারে সে কাজে লাগে। অন্য প্রচারেও। আসলে ভাষা খুবই গণতান্ত্রিক, ব্যবহারকারীদের ভেতর সে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যে জন্য ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি কোনো বন্ধনই সে মানতে চায় না। সবাইকে দেখতে চায় সমান চোখে।

তদুপরি ভাষা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইহজাগতিক। নিত্যব্যবহার্য। অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, কল্পনা, জ্ঞানবিজ্ঞান- সবকিছুই ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়; প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ভাষা গ্রহণ করে, এবং তা মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেকে বিকশিত করতে থাকে। ভাষা ধরে রাখে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে, সমষ্টিগত অর্জনকে নিয়ে আসে ব্যক্তির কাছে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্য সুযোগ করে দেয় নিজের সঙ্গে কথোপকথনের, যাতে করে তার একাকিত্ব কেটে যাবে বলে ভরসা করা যায়। সবকিছু মিলিয়ে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, বিচ্ছিন্নতা দূর করার ব্যাপারে ভাষার উপযোগিতা অসামান্য বটে।

কিন্তু কে তৈরি করছে এই বিচ্ছিন্নতা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই দূরত্ব? প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার দেয়ালটাই প্রথম ও প্রধান দেয়াল। সমবেত সম্মতিতে সমাজ গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়নি; রাষ্ট্র এসেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পাহারা দিতে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এসেছে পুঁজিবাদ। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা দরকার।

আমরা বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছি, সে আন্দোলন সাম্য আনতে পারেনি, যে জন্য ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে ঠিকই, সমাজের একটি অংশ, ক্ষুদ্র অংশই আসলে, স্বাধীনতা পেয়েছে বৃদ্ধির; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তার স্বাদ থেকে। স্বাধীনতার জন্য এই আন্দোলনের ইতিহাসটা গুরুত্ববহ বৈকি। আজ থেকে একশ একুশ বছর আগে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যে চেষ্টা হয়েছিল তাকে কেউ কেউ স্বাধীনতার জন্য দ্বিতীয় যুদ্ধ বলেছেন। সেটা মিথ্যা দাবি নয়। স্বাধীনতার কথাটা অবশ্য তখন ওঠেনি; কিন্তু একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যা ছিল উপনিবেশবাদবিরোধী এবং যার ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার লক্ষ্যটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ অবশ্য আরও আগের ঘটনা, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে। তখন সি-পাহিদের অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে সরাসরি ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যটাই সামনে ছিল। সর্বভারতীয় সেই অভ্যুত্থানে বাঙালি সিপাহিরাও ছিল, যারা আসলে কৃষকের সন্তান। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত তাতে অংশ নেয়নি, উল্টো তার বিরোধিতাই করেছে; তাদের লেখায় সিপাহিদের উদ্দেশে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং সাহেবদের প্রতি আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রে বেশ প্রকাশ্যেই শোভা পেয়েছে। ১৯০৫-এর যুদ্ধটা সর্বভারতীয় ছিল না, ছিল বাঙালিরই; মনে হয়েছিল সব বাঙালি এবার এক হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা এখানেও রয়ে গেল, কেননা এতে কৃষক এলো না, আন্দোলন-সংগ্রাম যা করার মধ্যবিত্তই করল। সে মধ্যবিত্ত আবার একাধারে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী; তাই মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু উভয়েই রয়ে গেল আন্দোলনের বাইরে। কেবল বাইরে নয়, উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল; আন্দোলনে ধর্মের ব্যবহার ওই দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিল, জাতীয়তাবাদী লড়াইটা শেষ পর্যন্ত রূপ নিল সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষে; যার পরিণামে সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগটা অনিবার্য হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, স্বাধীনতার জন্য তৃতীয় যুদ্ধটির সূত্রপাত ঘটে ১৯৫২ সালে, যা চূড়ান্তরূপ নেয় ১৯৭১-এ। এবার ধর্ম নয়, ঐক্যের ভিত্তি দাঁড়াল ভাষা। প্রতিপক্ষই বরং ধর্মকে ব্যবহার করছিল, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালানোর অস্ত্র ও অজুহাত হিসেবে। ১৯৪৩ সালে বাংলায় একটি গণহত্যা ঘটেছিল, যাকে সাধারণত পঞ্চাশের মন্বন্তর বলা হয়; সেই সময়ে ত্রিশ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, একাত্তরের যুদ্ধেও সমানসংখ্যক মানুষকে আমরা হারিয়েছি। তবে দুটি ঘটনার মধ্যে খুব বড় তফাত এটা যে, মন্বন্তর মানুষকে এক করে না, বিচ্ছিন্ন করে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তেমনটিই ঘটেছিল; কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধে মানুষ বিচ্ছিন্ন নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি, মুক্তি হলে বিচ্ছিন্নতা ঘুচবে। বিচ্ছিন্নতা যে ঘোচেনি তাতেই প্রমাণ হয় যে মুক্তি আসেনি; অন্য প্রমাণ খোঁজার দরকার পড়ে না। বিচ্ছিন্নতা কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ঘটনা আমাদের এই খবরই জানিয়ে দেয় যে, সমাজে বৈষম্য কমবে কী, বরং বেড়েছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূ-রাজনীতির নতুন অস্ত্র

এম এ হোসাইন

সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে একটি চিরন্তন সত্য আছে: যে পথ নিয়ন্ত্রণ করে, সে-ই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। রোমান সাম্রাজ্য তার সড়কপথের মাধ্যমে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমুদ্রপথ ও সংকীর্ণ জলপথের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। জিব্রাল্টার, সুয়েজ কিংবা সিঙ্গাপুর কেবল মানচিত্রের কিছু বিন্দু ছিল না; এগুলো ছিল বৈশ্বিক শক্তির নিয়ন্ত্রক।

একবিংশ শতাব্দীতে সেই বাস্তবতা বদলেছে, কিন্তু মূল নীতিটি বদলায়নি। যুদ্ধজাহাজের জায়গা নিয়েছে সাবমেরিন কেবল, সামরিক ঘাঁটির জায়গা নিয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর, আর সাম্রাজ্যের নতুন সীমানা তৈরি হচ্ছে ডেটা করিডোর ও স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আজকের পৃথিবীতে যোগাযোগ ও সংযোগ অবকাঠামো কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবকাঠামো নয়; এটি ক্রমশ এক শক্তিশালী ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হচ্ছে। বিশেষত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এই বাস্তবতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্য, জ্বালানি পরিবহন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির প্রবাহ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই চলাচল করে। ফলে এখানে প্রতিযোগিতা আর কেবল ভূখণ্ড নিয়ে নয়; বরং অবকাঠামো, তথ্যপ্রবাহ এবং সংযোগ ব্যবস্থার *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

আমাদের মিডিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

মাহমুদুর রহমান

বাংলাদেশের মিডিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে আমি তার খানিকটা মজ্জাগত ইসলামোফোবিয়া এবং আওয়ামী তোষণের অভিযোগ উত্থাপন করেছি। তবে আজ যে শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এর আঙ্গিক ভিন্ন। মিডিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগের শুরু আশির দশকের মাঝামাঝি। সে সময় আমি প্রকৌশল ও ব্যবসা প্রশাসনে পড়াশোনার সুবাদে দেশের প্রথম বিখ্যাত সিরামিক কোম্পানির উৎপাদন এবং দেশ-বিদেশে বিক্রিবাটার চাকরিতে নিয়োজিত ছিলাম। মনে আছে, সাংবাদিকদের এক বিরাট দল ঢাকার কাছে নতুন প্রযুক্তির চমৎকার কারখানাটি পরিদর্শনে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এরপর থেকে তারা ব্যবসায়িক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রায়ই আমার মতামত নিতেন। করপোরেট জগতের দুই যুগের কর্মজীবনের আকস্মিক সমাপ্তি টেনে ২০০১ সালের নভেম্বরে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের পর মিডিয়ার সঙ্গে চেনাজানা আরো বেড়েছিল। ২০০৬ পর্যন্ত আমার স্বল্প লেখালেখি ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০৭ সালে এক-এগারো সরকারের সময় অতি বৈরী পরিবেশে রাষ্ট্র এবং রাজনীতি নিয়ে পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখা শুরু করলাম। নয়া দিগন্তে লেখা সেসব সাপ্তাহিক কলাম পাঠক পছন্দ করলেও মইন-ফখরুদ্দীন প্রশাসন বেজায় বেজার হয়েছিল। বিপদ মাথায় নিয়েই সে সময় নিয়মিতভাবে লিখে গেছি। তার এক বছরের মধ্যে বিশেষ পরিস্থিতিতে আমার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়েছিল।

বলতে গেলে যেচে বিপদ বাড়ালাম। আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়া জগতে প্রবেশের প্রায় দুই দশক পর এসে দেখছি যে, পুরোনো সব পরিচয় মুছে গিয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমার মাতামহ প্রদত্ত নামটা পত্রিকার নামের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে গেছে। করপোরেট জগৎ এবং সরকারে আমার কাজ করার কথা অধিকাংশ মানুষই ভুলে গেছেন। সুতরাং, বিচিত্র কর্মজীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের মিডিয়াকে মোটামুটি চেনা হয়েছে, এই দাবি বোধহয় জীবনসায়াহ্নে এবার করতেই পারি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আজকের লেখায় আমার দেখা মিডিয়ার চেহারা পাঠককে চেনানোর চেষ্টা করব। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ সেই মূল্যায়নের সঙ্গে তারা সবাই যে একমত হবেন, এমন অবাস্তব প্রত্যাশা করার মতো মূর্খ আমি নই।

আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়া মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে বৃহত্তম অংশটিকে আমরা 'করপোরেট মিডিয়া' নামে ডাকতে পারি। বিভিন্ন করপোরেট হাউস থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার মধ্যে যুগান্তর, সমকাল, কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, আগামীর সময় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার মিডিয়ার সংখ্যা এতটাই বেশি যে, অনেক নাম হয়তো বাদ পড়ে গেল। কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং মালিক পক্ষের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বাইরে গিয়ে করপোরেট মিডিয়া পরিচালিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফ্যাসিস্ট শাসনের পনেরো বছরে এদের তাঁবেদার চরিত্র জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। সাধারণত, সরকার পরিবর্তন হলে এই জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিতেও রাতারাতি পরিবর্তন ঘটে যায়।

আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিপন্থি হতে মোটেও সময় লাগে না। করপোরেট মিডিয়ার অংশ হয়েও দীর্ঘদিন ধরে যে বিশেষ পত্রিকা দুটি বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎকে

রীতিমতো নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, তারা 'সুশীল' নামেই অধিকতর পরিচিত। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার আদতে করপোরেট মিডিয়ার অংশ হলেও তারা সমাজে এক ধরনের 'এলিটের' মর্যাদা উপভোগ করে এসেছে। সব সরকারের আমলেই এই দুই পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

তবে পত্রিকা দুটির সম্পাদকীয় নীতির 'ইসলামোফোবিয়া' নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এই প্রভাবশালী দুই পত্রিকা বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। পত্রিকা শিল্পে অর্থ উপার্জনের মূল উৎস, বিজ্ঞাপনের বাজারকেও তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। জুলাই বিপ্লবের পর সুশীল পত্রিকার রাজনৈতিক প্রভাবে খানিকটা ভাটা পড়লেও, অর্থনৈতিকভাবে তাদের অবস্থানে তেমন কোনো হেরফের হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব পুনরুদ্ধার করতেও তাদের খুব একটা যে দেরি হবে না, তার আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি।

মিডিয়ার তৃতীয় শ্রেণিতে সরাসরি দলীয় পত্রিকাগুলোকে রাখা যেতে পারে। এই ভাগে প্রধানত রয়েছে বিএনপির দিনকাল এবং জামায়াতের সংগ্রাম। দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের বাইরে এসব পত্রিকার তেমন একটা চাহিদা থাকে না। দল ক্ষমতায় থাকলে সরকারি আনুকূল্যে বিজ্ঞাপন থেকে রোজগার ভালোই হয়। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হলে বিরূপ পরিস্থিতিতে কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। তখন ডোনারদেরও খুঁজে পাওয়া যায় না। আওয়ামী লীগের মতো একটি প্রাচীন, অর্থশালী এবং ফ্যাসিস্ট দলও এর মুখপত্র, বাংলার বাণী টিকিয়ে রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর অসন্তুষ্টির ঝুঁকি নিয়েই সত্যের খাতিরে আমাকে দলীয় পত্রিকার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে হলো। এরপর চতুর্থ ভাগে রয়েছে মফস্বলের পত্রিকা, যাদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন আলোচনাই হয় না।

এদের টিকে থাকা এক নিরন্তর সংগ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে নোয়াব এবং সম্পাদক পরিষদ নামের দুটি সংগঠন একচেটিয়াভাবে পুরো মিডিয়া জগতের একচ্ছত্র প্রতিনিধির ভূমিকা দখল করে আছে। নোয়াব এবং সম্পাদক পরিষদ নামে ভিন্ন হলেও, কার্যক্ষেত্রে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন ধনবান এলিট মালিক-সম্পাদক উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দেখতে পাবেন একই ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে সব আমলে তাবৎ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান উপদেষ্টাদের সঙ্গে মিডিয়ার প্রতিনিধি সেজে সাক্ষাৎ করছেন। সেই ভাগ্যবান ও এলিট প্রতিনিধিদের মধ্যে কখনো রাজধানীর বাইরের পত্রিকার সম্পাদকরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন না।

সুতরাং, ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের মিডিয়াসংক্রান্ত আলোচনায় এক বিপুলসংখ্যক মিডিয়া কর্মী সর্বদাই উপেক্ষিত, অবহেলিত থেকে গেছেন। বর্ষীয়ান সংগ্রামী সম্পাদক শফিক রেহমানের নেতৃত্বে সারা দেশের উপেক্ষিত, ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্পাদকদের ঐক্যবদ্ধ করার একটি উদ্যোগ সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা যাক, এই উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হয়। পাঠক হয়তো এতক্ষণে ভাবতে বসেছেন, মিডিয়ার শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনায় আমার দেশ কোথায় গেল? নিজের পত্রিকার কথা অবশ্যই ভুলে যাইনি। প্রিন্ট মিডিয়ায় আমার দেশ-এর অবস্থান ব্যাখ্যা করেই আজকের লেখা শেষ করব।

আলোচনার শুরুতেই বলেছি, বাংলাদেশের মিডিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত। চার ভাগের বর্ণনা এর মধ্যেই দিয়ে ফেলেছি। শেষেরটি এখনো বাকি আছে। আমার দেশ সেই সর্বশেষ পাঁচ নম্বর শ্রেণি। ২০০৪ সালে আমার দেশ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সময় পত্রিকাটির প্রধান মালিক বিএনপি দল ও সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবতই জনমনে পত্রিকাটির একটি দলীয় চরিত্র তৈরি হয়েছিল। ২০০৮ সালে আমি যখন আমার দেশ-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আসি তখন ১/১১ সরকার ক্ষমতায়। আমার পরিচালনায় আমার দেশ দিল্লি সমর্থিত সেই প্রচ্ছন্ন সামরিক সরকারের কট্টর বিরোধী পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

এরপর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে ডিজিএফআই এবং ভারতের ডিপ স্টেটের আনুকূল্যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে আমার দেশ শুরু থেকেই পুতুল সরকারের যাবতীয় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের কঠোর বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিল। বিএনপি চেয়ারপারসন এবং তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনসভায় প্রায়ই আমাদের পত্রিকা উঁচিয়ে ধরে সেখানকার খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের সমালোচনা করতেন। ফলে আমার দেশ-এর গায়ে আগেকার বিএনপন্থি ছাপ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

হাদি হত্যাকাণ্ড : মমতার জালে অমিত শাহ

আলফাজ আনাম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেড় দশক দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতে সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই পুলিশ প্রশাসন পরিচালিত হয়। বেশির ভাগ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন, তবে রাজ্যের পুরো পুলিশ বাহিনী সরাসরি তার নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। অর্থাৎ রাজ্যের পুলিশের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। গোয়েন্দা সংস্থার অনেক প্রতিবেদনও তিনি পর্যালোচনা করতে পারেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো ঘটনা সম্পর্কে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনো তথ্য উপস্থাপন করেন, তখন তা নিয়ে সংশয় প্রকাশের তেমন কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত বিস্ফোরক ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল মন্তব্য করেছেন। কলকাতার ধর্মতলায় এক রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তিনি দাবি করেন, হাদি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কারা জড়িত ছিল এবং কার নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এর সবকিছু তিনি জানেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে পলাতক এক বড় হত্যাকাণ্ডের আসামিকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স (এসটিএফ) গ্রেপ্তার করেছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক আন্দোলন হয়। অন্য দেশের কথা আমি কিছু বলছি না। আমার অধিকারও নেই বলার। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই তা হলো—ওই হত্যাকারীরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। বাংলায় আসার *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE
available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রবাসীদের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও শিকড়ের উপাখ্যান

একটি পাসপোর্ট, একটি ভিসা আর উড়োজাহাজের একটি টিকিট ব্যস, বদলে গেল জীবনের পুরো মানচিত্র। বাইরে থেকে দেখলে প্রবাস জীবনকে মনে হতে পারে এক ঝলমলে, আকর্ষণীয় আর সচ্ছলতার গল্প। কিন্তু এই বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা, কঠোর পরিশ্রম আর মানসিক পরিবর্তনের এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক যাত্রা। জন্মভূমির চেনা ধূলিকণা, শৈশবের খেলার মাঠ, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুদের চেনা পরিম-ল ছেড়ে যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণ অচেনা এক ভৌগোলিক পরিবেশে পাড়ি জমায়, তখন তার জীবনের প্রতিটি দিনই হয়ে ওঠে এক নতুন পরীক্ষা। প্রবাস জীবন মানে কেবলই অর্থ উপার্জন নয়; প্রবাস জীবন মানে প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ এবং এক টুকরো বাংলাদেশের জন্য বুকের ভেতর অবিরত হাহাকার।

আশরাফুল ইসলাম হাসিব

হারিয়ে যাওয়া সকাল ও যান্ত্রিকতার চাকা

দেশ ছাড়ার পর প্রবাসীদের জীবনে যে পরিবর্তনটি সবচেয়ে প্রথমে এবং নির্মমভাবে আঘাত করে, তা হলো– সকালের চিরচেনা আবহ হারিয়ে যাওয়া। দেশে থাকতে যে সকালটা শুরু হতো মায়ের হাতের গরম নাস্তা কিংবা পরিবারের সবার সঙ্গে বসে এক কাপ চায়ের স্নিগ্ধ আড্ডায়, প্রবাসে এসে সেই সকালটা হয়ে যায় যান্ত্রিক। এখানে ঘুম থেকে উঠতে হয় অ্যালার্মের কর্কশ শব্দে। বিছানা ছাড়ার পর থেকেই শুরু হয় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ। নিজের জন্য নাস্তা তৈরি করা, দুপুরের খাবার প্যাক করা এবং ঠিক সময়ে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া– সবকিছুই চলে এক কঠোর মিলিটারি শৃঙ্খলায়। বিদেশের অফিস জীবন ভীষণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। সেখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই; নিজেকে প্রতিনিয়ত দক্ষ, সময়নিষ্ঠ ও আপ-টু-ডেট রাখতে হয়। সহকর্মীদের সঙ্গে পেশাদারি খাতিরে ছোটখাটো আলাপ বা 'হাই-হ্যালো' হলেও, দেশের চায়ের দোকানের সেই প্রাণখোলা হাসি বা বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অর্থহীন কিন্তু আনন্দময় আড্ডার শূন্যতা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

স্বাবলম্বী হওয়ার আড়ালে লুকানো ক্লান্তি

ব্যক্তিগত জীবনে প্রবাস এক পরম শিক্ষক, যা মানুষকে শতভাগ আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। দেশে থাকতে যারা হয়তো এক গ্লাস পানিও নিজে ঢেলে খাননি, প্রবাসে এসে তাদেরই রান্নাঘর সামলাতে হয়, ঘর পরিষ্কার করতে হয়, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে সপ্তাহের বাজার– সব এক হাতে করতে হয়।

যারা একা থাকেন তাদের কষ্ট একরকম, আর যারা পরিবার নিয়ে থাকেন তাদের চ্যালেঞ্জটা আরও ভিন্ন ও বহুমাত্রিক। কর্মক্ষেত্রের চাপ সামলে সন্তানদের রুটিন বজায় রাখা এক বিশাল যুদ্ধ। সন্তানদের সময়মতো স্কুলে পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসা। পড়াশোনার তদারকি করা। তাদের সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য সাঁতার, নাচ, সংগীত বা ফুটবল ক্লাসে নিয়ে যাওয়া।

ছুটির দিনগুলোও কাটে ডাক্তার দেখানো, সন্তানের স্কুলের 'প্যারেন্টস মিটিং' বা সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর জন্য বাজার-সদাই করে রাখার ব্যস্ততায়। ফলে 'নিজের জন্য একটু সময়'– এই ধারণাটি প্রবাসীদের অভিধানে এক ধরনের বিলাসিতা মাত্র।

রেমিট্যান্সের পেছনের কঠোর অর্থনীতি : বিদেশের মাটিতে জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশচুম্বী। বাড়ি ভাড়া, ইউ-টিলিটি বিল, যাতায়াত খরচ আর ট্যাক্স দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে চলতে হয় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। প্রতিটি পাউন্ড, ডলার বা রিয়াল খরচের পেছনে থাকে অনেক হিসাব-নিকাশ।

সবচেয়ে বড় ত্যাগটি স্বীকার করেন তারা, যারা দেশে থাকা পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে চান। নিজের একটি ভালো পোশাক, রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছা বা নিজের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

জিরো টলারেন্স নীতি ও বাস্তবতা

সালাহউদ্দিন বাবর

মনীষীদের অভিজ্ঞানজনিত অভিমত প্রধানত পাঁচ কারণে। কোনো জাতি একসময় গভীর খাদের মুখোমুখি হতে পারে- ১. যখন সে তার বিকাশ ও বিনাশের ইতিহাস অবলীলাক্রমে ভুলে যায়। ২. স্বার্থান্বেষী নেতৃত্ব যখন কোনো দেশে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ৩. সমাজ যখন নৈতিকতার দেউলিয়াত্বে পৌঁছে যায়। ৪. যখন সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পায়। ৫. সমাজে যখন নেশাগ্রস্তদের সংখ্যা অপ্রতিহত গতিতে বাড়ে। এখন বিচার করা যেতে পারে, আসলে কেউ কি এখন পলাশী প্রান্তরে সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কারণটা মনে রেখেছে? স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের প্রতিভূ ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি কি জননন্দিত ছিলেন? তার ভূমিকা কি জনবান্ধব ছিল? তার জমানায় চোরতন্ত্রের এক ক্রান্তিকাল ছিল। তিনি কি বৈধভাবে ক্ষমতা পেয়েছিলেন? ইদানীং যে হারে শিশুকন্যা, তরুণী, বিবাহিতা নারী ও বৃদ্ধারা গণহারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে; তাহলে নীতি-নৈতিকতার বলাইটা কোথায়। বিচারের বাণী এখন কাঁদে কেন। এখন খুঁজলে ঘরে ঘরে মাদকের হাট দেখা যাবে। ইতোমধ্যে প্রথম চার কলা ঘট পূর্ণতা পেয়েছে। মাদকও একাদশীতে পৌঁছে গেছে। তার পরও কিছু অবকাশ হয়তো আছে। তাই আসুন অন্তত মাদক নিয়ে কিছু মিথষ্ক্রিয়া (ইন্টার অ্যাকশন) করা যাক।

এ অধ্যায়ের সূচনাটা হয়তো হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হতে পারে। তবে অবোধগম্য হবে না।

'পার্কে বসে মাদকের হাট, মাঠে সারি সারি দোকানপাট।' এই দুই বাক্য, নয় কোনো কাব্যের ছন্দ। সহযোগী এক দৈনিকের সম্প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় শীর্ষ সংবাদের শিরোনাম। সেখানে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনের মাদকের ব্যাপক প্রসার নিয়ে প্রকাশিত এক ইনডেপথ স্টোরি। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'রাজধানীর পার্ক ও খেলার মাঠগুলো একসময় ছিল শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ আর বয়স্কদের বিকেলে অবকাশের জায়গা। এখন সেখানে মাদকের কারবার, হকারের উৎপাত আর বখাটের আড্ডাখানা। এটি শুধু রাজধানীর এক খবর, তবে এটি নিছক কোনো খবর নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক বার্তা। মাদকের নীল দংশনে সারা দেশের শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের নৈতিকতার সর্বনাশা এক দলিল। বোদ্ধাদের ধারণা- নিকট ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল, দক্ষ, ধীমান, যুবশক্তি খুঁজে পেতে দূরবিন যন্ত্রের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন অনিবার্য। ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। দেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব প্রান্ত থেকে এখন মাদক ঢুকছে অবাধে, বাঁধভাঙা স্রোতের মতো। মাদকের এমন অবাধ প্রবাহ, আগে যা ছিল প্রায় অসম্ভব,

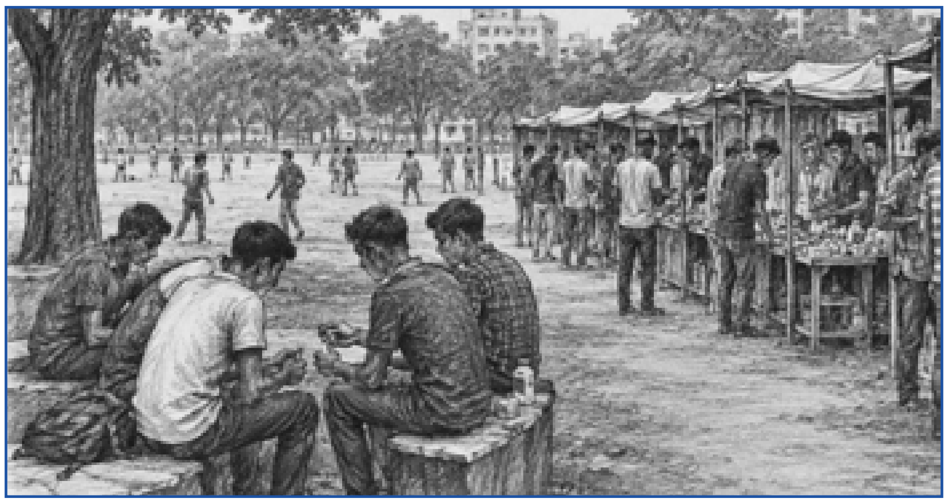

অকল্পনীয়। অথচ এখন তা সমাজের গা সওয়া হয়ে উঠেছে।

অনলাইনে-অফলাইনে অর্ডার করলে মুহূর্তে চাহিদামতো মাদক ঘরের দুয়ারে কড়া নাড়ে। মোদ্দা কথা, জাতি এখন ভয়াবহ এক ভবিষ্যতের দিকে ছুটছে। প্রবল এ স্রোত রুখে দিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে কে? প্রথমে জেনে নিতে পারি রাজধানীর কোথায় কোথায় এখন মাদকের হটস্পট; সেগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ও গণমাধ্যম সূত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকার প্রধান মাদক বিক্রির কেন্দ্রগুলো- ওপেন মার্কেট স্পট, মোহাম্মদপুর : জেনেভা ক্যাম্প (বিশেষ করে বিহারি ক্যাম্পের ভেতরের এবং পেছনের গেটের গলি), বাবর রোডের মসজিদ গলি ও হুমায়ুন রোড এলাকা। কাওরানবাজার : কাওরানবাজার রেললাইনসংলগ্ন বস্তি এলাকা (চলন্ত ট্রেনের শব্দ ও ভিড়কে কাজে লাগিয়ে এখানে হেরোইন ও ফেনসিডিল বেশি বিক্রি হয়। মহাখালী ও বনানী : কড়াইল বস্তির বনানী লেক প্রবেশপথ এবং বস্তির 'বউ বাজার' এলাকা (এখান থেকে গুলশান ও বনানীতে মাদক সরবরাহ করা হয়)।

ঢাকা উত্তর ও মিরপুর অঞ্চল : মিরপুর-১০ ও ১১ নম্বরের মুসলিম ক্যাম্প, থার্টিন হার্টস ক্যাম্প ও ওয়াপদা বিল্ডিং এলাকা। উত্তর ও তুরাগ : উত্তরা বিভাগের ছয়টি থানায় দুই শতাধিক ছোট-বড় স্পট রয়েছে। যার মধ্যে আবদুল্লাহপুর, হাউজ বিল্ডিং এবং এয়ারপোর্টসংলগ্ন রেলস্টেশন এলাকা উল্লেখযোগ্য। বাড্ডা ও রামপুরা : পূর্ব মেরুল বাড্ডার ফুলকলির কাছের সরু গলি (যা গুটি গুলি নামে পরিচিত)। আফতাবনগর আয়রন ব্রিজ এবং রামপুরা টিভি রোড এলাকা। ঢাকা দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চল : মালিবাগ ও মগবাজার- মালিবাগ আবুল হোটেলের পাশের ফ্লাইওভারের নিচের অংশ। মধুবাগ ও হাতিরঝিলসংলগ্ন বস্তি এলাকা। সন্ধ্যা নামলে এসব স্থানে আইস ও ক্রিস্টাল মেথের মতো মাদকের বেচাকেনা বাড়ে। যাত্রাবাড়ী ও সায়েদাবাদ : সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, ধলপুর সিটি পল্লী। কুতুবখালী ও ডেমরা-শ্যামপুরসংলগ্ন বিভিন্ন পকেট রোড। এ অঞ্চলে ঢাকা দক্ষিণের সবচেয়ে বেশি মাদক স্পট আছে। পুরান ঢাকা : বাবুবাজার ব্রিজের আশপাশ, লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর এলাকা। অনলাইন ও হোম ডেলিভারি ট্রেন্ড : বর্তমান সময়ে সরাসরি স্পটে কেনাবেচার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক, সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন অ্যাপসভিত্তিক গোপন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, ইয়াবা ও আইস ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার প্রবণতা ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

গত ১৭ বছরে খুলে দেয়া হয়েছিল মাদকের বন্ধ যত দুয়ার। দেশের সীমান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে অসংখ্য ফেনসিডিল আর ইয়াবার কারখানা। বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারে সৃষ্টি হয়েছে শত শত ইয়াবার হাটবাজার। সেখান থেকে প্রতিদিন হাজার কোটি টাকার ইয়াবা বাংলাদেশে স্রোতের মতো ঢুকছে। পশ্চিম দিক থেকে ফেনসিডিল নিয়ত আসছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হয় ফেন্সিডিল। এসব অঞ্চল থেকে প্রতিদিন বাংলাদেশের বাজারে আসছে এই মাদক। যার অর্থমূল্য শতকোটি টাকার উপর। অবাধ ও মোহময় জাতি বিনাশী এই এক বাণিজ্য। মাদকের এমন অনুপ্রবেশের, কোনো লক্ষ্য নেই বলে যারা ভাবছেন, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এ দেশের আগামী প্রজন্মকে যদি নেশায় 'বুঁদ' করে রাখা যায়- তা হলে সীমান্ত থাক, না থাক; ওপারের কথায় সীমান্তের এপারে নতুন প্রজন্ম তাদের হয়ে হাঁটবে-নাচবে-গাইবে। লাভের ষোলোআনা গুড় ওপারে জমবে। উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় ভর করে সমুদ্রপথে আসছে নাম জানা-অজানা মাদক।

সরকারি তথ্য মতে, দেশের ২৯টি সীমান্তবর্তী জেলার ১৬২টি রুট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাদক ঢুকানো হয়। মিয়ানমার সীমান্তে (সবচেয়ে সক্রিয় রুট) দিয়ে ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথ (আইস) অনুপ্রবেশের প্রধান পথ কক্সবাজার ও টেকনাফ সীমান্তে। নাফ নদ ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। ভারত সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে ফেনসিডিল, হেরোইন ও গাঁজা আসে। পশ্চিমের প্রধান পয়েন্টগুলোর মধ্যে আছে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, এ পথে হেরোইন ও গাঁজা আসে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৮৩ লাখ মানুষ কোনো না কোনো মাদক সেবনে অভ্যস্ত; যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সাম্প্রতিক জাতীয় জরিপের তথ্যে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মোট মাদকাসক্তের ৮০ শতাংশ কিশোর- *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি এই অবিচার কেন?

মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভরসা প্রবাসী কর্মীরা। আমরা তাদের গর্ব করে 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' বলি। কিন্তু একটু বুকের ওপর হাত রেখে ভাবলে প্রশ্ন জাগে- আমরা কি সত্যিই তাদের জন্য একটি ন্যায্য, নিরাপদ ও মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি?

২০২৪ সালে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ২৬.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে প্রায় ১০ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০২৫ সালেও বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি বিদেশে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। এই সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়; এগুলো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, লাখো পরিবারের বেঁচে থাকা এবং গ্রামের অর্থনীতির চলমান শক্তির প্রতীক।

অথচ বাস্তবতা হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি এখনো দালালচক্র, অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, ঋণের বোঝা, দক্ষতার ঘাটতি এবং বিদেশে সুরক্ষাহীনতার নির্মম ফাঁদে আটকে আছে। যারা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখেন, তাদের বিদেশযাত্রার পথই যদি প্রতারণা ও অনিশ্চয়তায় ভরা থাকে, তাহলে শুধু 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' বলে প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশের অভিবাসন খাতের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো দালালচক্র। সরকার একটি খরচ নির্ধারণ করে, আর দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীরা সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার কয়েক গুণ বেশি টাকা আদায় করে। বিদেশে যাওয়ার আশায় অনেক পরিবার ভিটেমাটি বিক্রি করে, চড়া সুদে ঋণ নেয়, আত্মীয়স্বজনের দ্বারে দ্বারে হাত পাতে। ফলে একজন কর্মী বিদেশের মাটিতে পা রাখার আগেই ঋণ, ভয় ও অনিশ্চয়তার বন্দী হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা হলো দক্ষতার অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমছে, আর কারিগরি জ্ঞান, ভাষা-দক্ষতা ও পেশাগত প্রশিক্ষণসম্পন্ন কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু আমাদের অনেক কর্মী যথাযথ প্রশিক্ষণ, ভাষা শিক্ষা বা গন্তব্য দেশের শ্রম আইন না জেনেই বিদেশে যান। এর ফলে তারা কম মজুরি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, চুক্তিভঙ্গ এবং নানা ধরনের শোষণের শিকার হন। এতে শুধু কর্মীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না; দেশের রেমিট্যান্স সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে যায়।

বিদেশে গিয়ে অনেক কর্মী আরও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। চুক্তি অনুযায়ী বেতন না পাওয়া, পাসপোর্ট আটকে রাখা, অমানবিক থাকার পরিবেশ, কর্মস্থলে নির্যাতন-এসব অভিযোগ নতুন নয়। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে শ্রমিক কল্যাণ শাখা থাকলেও বিপদের দিনে দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অথচ অচেনা দেশে একজন অসহায় কর্মীর পাশে দাঁড়ানোই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

নারী কর্মীদের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। গৃহকর্মী

হিসেবে যারা বিদেশে যান, তাদের অনেকেই মজুরি না পাওয়া, বন্দী জীবন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন নিপীড়নের শিকার হন। ভাষা না জানা, অভিযোগ জানানোর নিরাপদ পথ না থাকা এবং নিয়োগকর্তার বাড়িকেই কর্মস্থল ও আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাদের আরও অসহায় করে তোলে। শুধু কতজন নারী কর্মী বিদেশে গেলেন, সেই সংখ্যা গণনা মানবিকতা নয়; তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই আসল দায়িত্ব।

এই সংকট থেকে বের হওয়ার পথ আছে। প্রথমত, বোয়েলস, জিটুজি ও জিটুজি প্লাসএর মতো সরকারি ও আধা-সরকারি মডেলের পরিধি বাড়াতে হবে। কর্মীরা যেন সরাসরি সরকারি ডেটাবেইসের মাধ্যমে চাকরির বিবরণ, বেতন, খরচ, চুক্তির শর্ত ও ভিসার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। দালালের কথার ওপর নির্ভরতা কমাতে হলে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, ডিজিটাল ও সহজ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকার নির্ধারিত ফি এর বাইরে কোনো এজেন্সি বা দালাল অতিরিক্ত টাকা নিলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শুধু জরিমানা নয়, লাইসেন্স বাতিল, ক্ষতিপূরণ আদায় এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি মামলার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। প্রতিটি লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে হলে জালিয়াতির প্রমাণ লোপাট করা কঠিন হবে।

তৃতীয়ত, জেলা পর্যায়ের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে বাস্তব অর্থে আধুনিক করতে হবে। নার্সিং, কেয়ারগিভিং, ড্রাইভিং, আইটি, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং, নির্মাণ প্রযুক্তি ও হসপিটালিটির মতো খাতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। শুধু শ্রমিক পাঠানোর চিন্তা বাদ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর নীতি নিতে হবে।

চতুর্থত, দূতাবাসগুলোকে প্রবাসী কর্মীদের প্রকৃত আশ্রয়স্থলে পরিণত করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার হটলাইন, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র, আইনি সহায়তা, অনুবাদ সহায়তা এবং নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানকে দূতাবাসের কর্মকর্তারা যেন অতিরিক্ত কাজ মনে না করেন। এই কর্মীদের ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই দেশের অর্থনীতিকে শক্তি দেয়।

পঞ্চমত, নারী কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাধ্যতামূলক করতে হবে। যে দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, সেখানে কর্মী পাঠানোর আগে কঠোর দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রয়োজন। ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে নারী কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখার সাহসও রাষ্ট্রকে দেখাতে হবে। বিদেশে থাকা নারী কর্মীদের নিয়মিত খোঁজ নেওয়া, জরুরি হেল্পলাইন এবং নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

ষষ্ঠত, দালালের ঋণের বদলে সহজ শর্তে সরকারি অভিবাসন ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ঋণ অনুমোদিত খরচের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকলে দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সুযোগ কমবে। একজন কর্মী বিদেশ যাওয়ার দিন থেকেই ঋণের আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকবেন না।

শেষ কথা হলো, প্রবাসী কর্মীরা আমাদের করুণার পাত্র নন; তারা দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি। তাদের পাঠানো টাকায় পরিবার বাঁচে, গ্রামের বাজার সচল থাকে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তি পায়। তাই তাদের শুধু উপাধি দিলে হবে না-বাস্তব সুরক্ষা দিতে হবে। উপাধি নয়, ব্যবস্থা দিন। মুখের প্রশংসা নয়, আইনি সুরক্ষা দিন। সেমিনার নয়, অনিয়মের প্রতিকার দিন। যারা দেশের অর্থনীতির ভরসা, তাদের দিনের পর দিন অবহেলা ও অবিচারের শিকার হতে দেওয়া কোনো সভ্য রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া দয়া নয়-এটি তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার।

মহিউদ্দিন আহমেদ : কানাডাপ্রবাসী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষক।

গণতন্ত্রের তিন কাহিনি

বর্তমানে আমাদের দেশ যে তন্ত্রে বা ব্যবস্থাপনায় চলিতেছে, তাহাকে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি বলা হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন ইহা কোন ধরনের 'গণতন্ত্র', অনুমান করি জওয়াব পাইতেন লিবারেল বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র। আমার প্রশ্ন গণতন্ত্র ও উদারনীতি-এ দুই পদের গোড়ায় যে দুইটি পদার্থ সেই দুটি কি বস্তু? অন্য কথায় ইহাদের মধ্যকার সম্পর্ক কি? একটি যদি সোনা হয় অন্যটি তো পাথর। কথাটি একটু খোলাসা করার জন্যই এই ছোট্ট নিবন্ধের অবতারণা।'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' (বা মৈত্রী) ফরাসি বিপ্লবের এই তিন কাহিনির কথা সবাই জানেন। কিছু কম দুইশ বছর পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেও একই কাহিনির পু-

সলিমুল্লাহ খান

নরাবর্তন ঘটিয়াছিল। আমাদের নতুন তিন কাহিনি ছিল 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার'। এ কাহিনির ব্যর্থতা কী কারণে ঘটিয়াছিল আজ তাহা নির্ধারণের জন্য আমাদের নতুন যুগের দায় পড়িয়াছে। নচেত আমরা নতুন তিমিরে পড়িব।

আঠারো শতকের ফরাসি সাহিত্যিকরা যে পদার্থের স্থান এক নম্বরে নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'স্বাধীনতা'। কেন করিয়াছিলেন তাহাও এতদিনে আর পরিষ্কার নয়। সেদিনের এক রাজা দাবি করিয়াছিলেন : 'রাষ্ট্র, রাষ্ট্র আবার কি! আমিই রাষ্ট্র।' পরম বা অপ্রতিহত রাষ্ট্রে স্বয়ং রাজাই রাষ্ট্র বা সার্বভৌম। এখনকার গণতন্ত্র বা নতুন কাহিনি অনুসারে সকলেই বলিতে পারেন 'আমিও রাষ্ট্র'। আজিকালি রাষ্ট্রের অপর নাম 'সার্বভৌম'। কিন্তু এই যুগে সার্বভৌম কে তাহা লইয়া বিবাদ আছে। গণতন্ত্রের পুরাতন ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র সার্বভৌম আর নতুন ধারণা মোতাবেক সম্পত্তি অর্থাৎ তাহার মালিক সার্বভৌম। সার্বভৌমের ক্ষমতা অসীম। এ অসীমকে সসীম করিবার জন্য সার্বভৌম জনসাধারণের নতুন নাম রাখা হইয়াছিল কোমল গান্ধার : 'জাতি'। এই জাতি যেহেতু ব্যাকরণে পুরুষ, তাই জাতীয় একতার নাম 'ভ্রাতৃত্ব' দাঁড়াইয়াছিল। ফরাসি বিপ্লবের ধুয়াকর, বিশেষ জঁ-জাক রুসো (১৭১২-১৭৭৮) সাহেব, ভাবিয়াছিলেন স্বাধীনতাই একমাত্র সম্পত্তি আর এই সম্পত্তি এজমালি (অর্থাৎ সম্পত্তিতে সকলের সমান মালিকানা) বটে। তিনি জোর দিয়াছিলেন এই কয়টি কথার ওপর : স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব সমার্থক কথা। এ সম্পত্তি তো বেচাকেনা করা যায় না, ইহার ভাগবাঁটোয়ারা করাও চলে না।

বেশিদিন না যাইতেই কালো বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইল। বঁজামাঁ কঁস্তঁ (১৭৬৭-১৮৩০) নামীয় এক সাহিত্যিক মিউ মিউ করিয়া উঠিলেন : স্বাধীনতাই সম্পত্তি একথা সঠিক নয়, বরং সম্পত্তির অপর নাম 'স্বাধীনতা' বলাই ঠিক। সহজ কথায় সম্পত্তির মালিকানা নিশ্চিত করিবার স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা পদবাচ্য পদার্থ; সম্পত্তি যাহার স্বাধীনতাও তাহারই। অর্থের এ রূপান্তরকেই বলে প্রতিবিপ্লব। কালের কল্লোলে এই প্রতিবিপ্লব এতই সার্থক হইয়াছিল যে, ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন (গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট) প্রজাসাধারণের একটি মাত্র অধিকারই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল : বলাবাহুল্য সে অধিকার সম্পত্তির অধিকার।

ফরাসি দেশে রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ঘটে ১৮১৫ সালে। ১৮১৮ সালে পারির রাজকীয় একাডেমি বা পণ্ডিত সভার এক বক্তৃতায় কঁস্তঁ সাহেব জানাইয়াছিলেন, রুসো সাহেবের কহা কাহিনিটা একান্ত অমূলক, অন্তত কাহিনিটি একালে আর শুনিবার মতো নহে। কঁস্তঁ সাহেব কহিতেছিলেন : পুরাকালে লোকের চাহিদা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার সমান ভাগ, ক্ষমতার এ শরিকানার নামই তাহারা রাখিয়াছিলেন স্বাধীনতা। তাহারা চাহিতেন সম্পত্তির ভোগ নয়, ক্ষমতার ভাগ।

কঁস্তঁ সাহেবের বয়ান অনুসারে আধুনিক যুগে লোকের চোখ পড়িয়াছে অন্য জায়গায়। তাহারা চাহেন স্ব স্ব সম্পত্তি ভোগের নিরাপত্তা, নিরাপদ দেশলাই জ্বালাইবার সুবিধা। স্বাধীনতার অর্থই আমূল বদলাইয়া গেল। সহায়-সম্পত্তি উপার্জন আর অর্জিত সম্পত্তি উপভোগের নামই স্বাধীনতা আর ভোগ-উপভোগের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য যে ভোগান্তি, তাহার নাম রাষ্ট্র।

কঁস্তঁ সাহেব যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ইংরেজি অভিধা লিবারেলিজম বা একালের বাজে বাংলায় 'উদারনীতি'। লিবারেলিজমের মূল কাহিনি লির্ববা স্বাধীনতাই। এ স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রের হাতে যথাসম্ভব কম ক্ষমতা দিয়া সম্পত্তি-মালিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পুরাকালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত রাষ্ট্রক্ষমতায় সদস্য-সমাজের সমান ভাগ। এজমালি ক্ষমতার এ ভাগাভাগি ছিল সচলায়তন আর সকর্মক। রুসো স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। প্রাচীনকালে, বিশেষ গ্রিস দেশে, এ বু-ঝটারই নাম দাঁড়াইয়াছিল 'গণতন্ত্র'।

আর এখন যে পদার্থের নাম আমরা গণতন্ত্র রাখিয়াছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে লিবারেলিজম। বাংলাদেশে লিবারেলিজমের তর্জমা চলিতেছে 'উদারনীতি'। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার নাম হওয়ার কথা 'স্বাধীনতাবাদ'। আমি অনেক দিন আগে একটি অন্য অনুবাদ প্রস্তাব করিয়াছিলাম 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়'। লোকে কানে তোলে নাই!

স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীরা গণতন্ত্রের শতভাগ শত্রু। কে না জানে একশ বছর আগেও তাহারা সকলকে ভোটদানের অধিকার দিতে চাহেন নাই? নারী জাতির ভোটাধিকার মঞ্জুর করার নিয়ম মাত্র ১৯১৮/২০ সালের পর আর সম্পত্তিহীন সকল মানুষের ভোটাধিকার তো মাত্র ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মাত্র স্বীকার করা হইল। আজিকালি তাহারা গণতন্ত্রের ভেক ধরিয়াছেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারকে এখন গণতন্ত্রের একমাত্র মাপকাঠি বা দাঁড়িপাল্লা মনে করা হয়। এখন গণতন্ত্রের দাবি মানে সম্পত্তিতে সকলের সমানাধিকারের দাবি। এই দাবির অপর নাম সাম্য। এখন সাম্য ঠেকাইবার কাহিনিকেই ফলাও করিয়া স্বাধীনতা বলা হইতেছে। আর যাহারা সাম্যের দাবি তোলেন অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবের আগে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝাই, তাহা চাহেন তাহাদিগকে বলা হয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারী বা সমাজতন্ত্রবাদী। জঁ-জাক রুসোকেও আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীরা বলেন টৌটালিটারিয়ান বা স্বাধীনতার শত্রু।

আসলেই কি তাই! রুসো দেখিয়াছিলেন রাষ্ট্র অপরিহার্য। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে রাষ্ট্র যখন অসীম ক্ষমতা সদস্য-সমাজ বা সিভিল সোসাইটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তখন সে আর রাষ্ট্রই থাকে না, তখন রাষ্ট্রের আত্মভাব বিনষ্ট হয়, রাষ্ট্র আত্মহত্যা করে। রুসো যদি বলিয়া থাকেন রাষ্ট্র কখনো আত্মভাব ছাড়িতে পারে না, তো তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ আত্মঘাতী রাষ্ট্রের জায়গায় নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কারণ রাষ্ট্র কখনো শূন্য থাকে না। বহু আগেই আরস্তু বলিয়াছিলেন মানুষ মানুষের হইয়াছে রাষ্ট্রের কারণে। রাষ্ট্রবিহীন মানুষ মানুষই নহে।

(লেখকের ভাষা ও বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)
সলিমুল্লাহ খান : অধ্যাপক ও চিন্তাবিদ।

গাছ আমাদের প্রিয় বন্ধু

মাসুদ রানা

গাছ আমাদের প্রিয় বন্ধু। মানুষের জীবনের সঙ্গে গাছের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পৃথিবীতে মানুষ, পশুপাখি ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গাছের ভূমিকা অপরিসীম। গাছ ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না। আমরা প্রতিদিন যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তার প্রধান উৎস হলো গাছ। তাই গাছকে বলা হয় মানুষের সবচেয়ে আপন বন্ধু। প্রকৃতি আমাদের নানা রকম উপহার দিয়েছে। নদী, পাহাড়, সাগর, বনভূমি, আকাশ, বাতাস সবকিছু মিলে তৈরি হয়েছে আমাদের সুন্দর পরিবেশ। আর এই পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো গাছপালা। গাছ শুধু পরিবেশকে সুন্দর করে না, বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, বায়ু দূষণ কমায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে। বর্তমান সময়ে পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাবের মুখোমুখি। দিন দিন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো খরা, কখনো ঘূর্ণিঝড় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এর অন্যতম কারণ হলো নির্বিচারে গাছ কাটা। বনভূমি ধ্বংস হওয়ার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের বেশি

বেশি গাছ লাগাতে হবে। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। মানুষ ও প্রাণীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। গাছ সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য বজায় থাকে। যদি পৃথিবীতে গাছ না থাকত, তাহলে অক্সিজেনের অভাবে জীবজগতের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ত। গাছ আমাদের খাদ্যেরও প্রধান উৎস। আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, জাম, নারিকেল, কলা, পেঁপে এবং নানা ধরনের ফল গাছ থেকে পাওয়া যায়। এসব ফল আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ করে। শুধু ফল নয়, অনেক গাছের *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

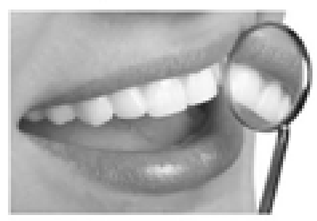

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম ছাড়া আর কি?

জাফর আহমাদ

ইহসানের প্রতিফল ইহসান ছাড়া আর কি হতে পারে? (সুরা আর রহমান:৬০) ইহসানের সঠিক বঙ্গানুবাদ ‘সদাচার’ অর্থাৎ সদাচারের প্রতিফল সদাচার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যে সব মানুষ আল্লাহ তা’আলার জন্য সারা জীবন পৃথিবীতে নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রেখেছিল, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করে হালালের ওপর সন্তুষ্ট থেকেছে, ফরযকে ফরয মনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে, ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য মনে করে হকদারদের হক সমূহ আদায় করেছে এবং সর্বপ্রকার দু:খ-কষ্ট বরদাশত করে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও কল্যাণকে সমর্থন করেছে। আল্লাহ তাদের এসব ত্যাগ ও কুরবানীরকে ধ্বংস ও ব্যর্থ করে দেবেন এবং কখনো এর কোন প্রতিদান তাদের দেবেন না তা কি করে সম্ভব। ইহসান আরবী শব্দ। ‘হুসন’ শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘সুন্দর ব্যবহার। ভালভাবে কোন কাজ সম্পাদন করা, কারো কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় ‘ইহসান হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদাত করা, এবং তার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তা’আলার প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহসান।

ইহসানের একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে, দু’জন কর্মচারীকে এক গ্লাস পানির জন্য আদেশ করা হলো। তাদের একজন একটি গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলো। আর অন্যজন একই আদেশ পাওয়ার পর একটি গ্লাস ভালো করে ধুয়ে স্বচ্ছ গ্লাসে পানি ভর্তি করে, গ্লাসের নীচে একটি পাত্র ও গ্লাসটির ওপরে একটি ঢাকনা দিয়ে পরিবেশন করে। প্রথম জনের আদেশটি্ পালন হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় জনের আদেশটিও পালন হয়েছে। কিন্তু প্রথম জনের কর্তব্য পালিত হয়েছে আর দ্বিতীয় জনেরকর্তব্যের সাথে ইহসান যোগ হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় জনের কাজটি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালিত হয়েছে। এই প্রথমজন মুসলিম বা অনুগত। আর দ্বিতীয়জন মুসলিম সাথে সাথে তিনি মুহসীন। ইহসান শব্দটি আরবী হুসনুন শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ হলো, সুন্দর। যারা কোন কাজ সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে করে তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুহসিন বলা হয়। এর একটি সামাজিক উদাহরণ হলো, বাপের দুই সন্তান। একজন লেখাপড়া করেনি। গ্রামের বাড়িতে কৃষি কাজ করে জীবন নির্বাহ কওে থাকে। দ্বিতীয়জন লেখাপড়া করে বড় চাকুরী করে এবং শহরে বাড়ী ও গাড়ি রয়েছে। কিন্তু বাবার সম্পত্তিতে অধিকারের দিক থেকে উভয়েই সমান। ছোট ভাই মনে করলো যে, আমি লেখাপড়া করে বড় চাকুরী করছি। শহরে আমার বাড়ী ও গাড়ি রয়েছে। বড় ভাই গ্রামে কঠিন জীবন যাপন করেন। সুতরাং বাবার সম্পত্তিতে তার অধিকারটুকু বড় ভাইয়ের জন্য ছেড়ে দেন। এটিকে সামাজিক ইহসান বলা হয়। ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদাত করা যাতে মনে হয় আমরা আল্লাহকে দেখছি, যদি আল্লাহ দেখতে না পাই তাহলে মনে করতে হবে

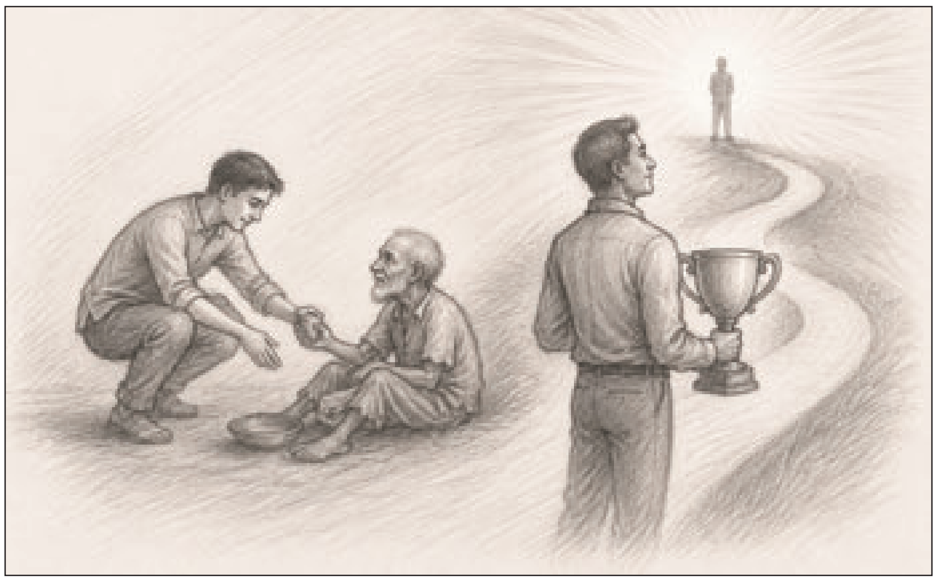

মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহসানের ছোঁয়া রয়েছে। কিন্তু আমরা যেনতেনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করায় ইহসানের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সৎকর্মশীল, সৎ ব্যবহারও অন্যের উপকার ও মাফ বা ক্ষমা করাকেও ইহসান বলা হয়। এগুলো ইহসানকারীর বৈশিষ্ট।

আল্লাহ আমাদের দেখছেন। রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন,“তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।(মুসলিম) পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি, দুস্থ ইয়াতীমের প্রতি ইহসান তথা সদাচরন করার জন্য কুরআন মজিদে আল্লাহ তা’আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,“ এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন .-(সুরা নিসাঃ ৩৬)

একজন ইসলামী বিশেষজ্ঞ বলেছেন,‘ ইহসান মানে হচ্ছে, কাজ ভালোভাবে ও সুচারূপে সম্পন্ন করা। কাজ করার বিভিন্ন ধরণ আছে। তার একটা ধরণ হচ্ছে যে কাজটা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেটি কেবল নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করা। দ্ধিতীয় ধরণ হচ্ছে, তাকে সূচারূপে সম্পন্ন করা এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ তার পিছনে নিয়োজিত করে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাকে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা। প্রথম ধরণটি নিছক আনুগত্যের পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য তাকওয়া ও ভীতি যতেষ্ট। আর দ্ধিতীয় ধরণটি হচ্ছে ইহসান। এ জন্য ভালবাসা প্রেম ও গভীর মনসংযোগ প্রয়োজন হয়। ইহসানকারী সাধারণত উন্নত চরিত্র, চরিত্র মাধুর্য, মহ-ানুভবতা, সহনশীলতা, পরশ্রীমূখর, ব্যক্তি স্বার্থ বা আত্মত্যাগের মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকেন। ফলে তার চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কথা-বার্তায় চিন্তার ছাপ, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠে। মোট কথা তাঁর সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন সুচিত হয়। যে জীবনধারার কোথাও কোন অন্ধকার ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না।

মুহসিনের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি কাজ ও কথায় বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। একজন পূর্ণাঙ্গ মু’মিন বা মুসলিম এবং একজন মুহসিনের পার্থক্য হলো এই যে, একজন মু’মিন ও মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পালন করেন, কোথাও দূর্বলতা নেই এবং খুলুছিয়াত বা আন্তরিকতারও অভাব নেই। কিন্তু প্রতিটি কাজের সৌন্দর্য ও সুচারূত্া বলতে একটি কথা আছে। মুহসিন ব্যক্তি মু’মিন ও মুসলিমের ন্যায় জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পালন তো করবেনই সেই সাথে তাঁর প্রতিটি কাজের সৌন্দর্য ও সুচারুতা থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি মহুসিন মু’মিন কিন্তু প্রতিটি মু’মিন মুহসিন নয়। মুহসিন তিরস্কার, ব্যঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, দাম্ভিকতা, গর্ব-অহংকার, কটুক্তি, দম্ভোক্তি, কুৎসা রটনা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। সে কখনো দুরাচার, দুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ, কদাচার, দুর্বচন, দুর্বাক, দুরুক্তি, দুর্মূখ, দুরভিসন্ধি, দৃরবৃত্তায়ন, দুর্বিনীত, দুর্বুদ্ধি, দুর্ব্যবহার, দুশ্চরিত্র. দুষ্কর্ম ও দুষ্কর্ম ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে না।

মানব জীবনে ইহসানের গুরুত্ব এতবেশী যে, মহান আল্লাহ ইহসানকারী বা মুহসিনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, “যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তার পূর্বে যা কিছু পনাহার করেছিল সে জন্য তাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে তাদেরকে অবশ্যি ভবিষ্যতে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে তারপর যে যে জিনিস থেকে বিরত রাখা হয় তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর যেসব হুকুম নাযিল হয় সেগুলো মেনে চলতে হবে। অতপর আল্লাহভীতি সহকারে ইহসান করতে হবে। ইহসানকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন।” (সুরা মায়েদা:৯৩)

মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহসানের ছোঁয়া রয়েছে। কিন্তু আমরা যেনতেনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করায় ইহসানের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সৎকর্মশীল, সৎ ব্যবহারও অন্যের উপকার ও মাফ বা ক্ষমা করাকেও ইহসান বলা হয়। এগুলো ইহসানকারীর বৈশিষ্ট। এই দৃষ্টিতে সুরা মায়েদার ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,“আল্লাহ ইহসানকারীকে ভালোবাসেন। অনুগ্রহ করা মুহসিনদের বৈশিষ্ট্য। অল্লাহ তা’আলা বলেন,“আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। অনুগহের পথ অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকে(অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেকে) ভালোবাসেন।”(সুরা বাকারা:১৯৫) “শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো অখেরাতের পুরস্কারও দান করেছেন। এ ধরনের মুহসিনদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।”(সুরা আলে ইমরান:১৪৮) “যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে অন্যের দোষ-ক্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের মুহ-সীনদেরকে আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।”(সুরা আলে ইমরান:১৩৪) এ ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিদের পুরস্কার ইহসান ছাড়া আর কি হতে পারে। দুনিয়ার জীবনে তারা ছিল মুহসীন আর আখিরাতে তাদের পুরস্কারের জন্য মহান আল্লাহ হবেন মুহসীন। অর্থাৎ ইহসানের বদলা ইহসান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দুনিয়ার জীবনে এরা মানুষের ভালোবাসার পাত্র। মানুষ তাদেরকে ভালোবাসে, সম্মান ও সমীহ করে। আর আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র বলে আখিরাতেও তাদের প্রতি ইহসান করা হবে।

শব্দের কারিগর বনাম জীবনের পাঠক : সাহিত্যের দায়বদ্ধতা

আব্দুল কাদের

আমরা সবাই যেন এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছি, যার নাম সুখ। ব্যাংক ব্যালেন্স কিংবা ক্যারিয়ারের বড় কোনো সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেও শান্তি যেন অধরাই থেকে যায়। প্রতিদিন সকালে অ্যালার্মের কর্কশ শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনটা কেবল অবিরাম দৌড়ানোর নাম। এই প্রতিযোগিতায় তাল মেলাতে গিয়ে আমরা সুখকে কোনো গন্তব্যে খুঁজে পাচ্ছি না, বরং যান্ত্রিকতার ভিড়ে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আসলে সুখ কোনো কেনা জিনিস নয়, এটি জীবনকে সহজ চোখে দেখার এক দারুণ শিল্প। এখন প্রশ্ন জাগে, এমন অস্থির সময়ে আমাদের সাহিত্যের ভূমিকা কী? দুঃখজ-নকভাবে, সাহিত্যের এক বিশাল অংশ এখন কেবল কিছু ‘শব্দের কারিগরের’ দখলে। তাদের লেখায় এমন ভারী ও কঠিন শব্দের মারপ্যাঁচ থাকে যে, সাধারণ পাঠক দু-এক লাইন পড়েই হাঁপিয়ে ওঠেন। দেখে মনে হয়, লেখক পাঠককে কিছু বোঝাতে নয়, বরং নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতেই বেশি ব্যস্ত। অথচ সাহিত্যের জন্ম হয়েছে মানুষের কথা বলার জন্য এবং মানুষের মনের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য। সেখানে যদি জটিলতার দেয়াল তৈরি হয়, তবে পাঠক কেন সেই বইয়ের পাতায় ডুব দেবেন?

এই জায়গাটিতেই শব্দের কারিগর আর জীবনের পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় এক বিশাল দূরত্ব। স্মার্টফোন আর বিজ্ঞানের এই যুগে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি একা। সোশ্যাল মিডিয়ার বিশাল ভিড়ে আমরা যোগাযোগ করছি ঠিকই, কিন্তু প্রাণের টানটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। অনেক আধুনিক গল্পে দেখি, লেখক আধুনিকতা বোঝাতে কেবল প্রযুক্তির অনুষঙ্গ ব্যবহার করছেন, কিন্তু মানুষের ভেতরের হাহাকার বা

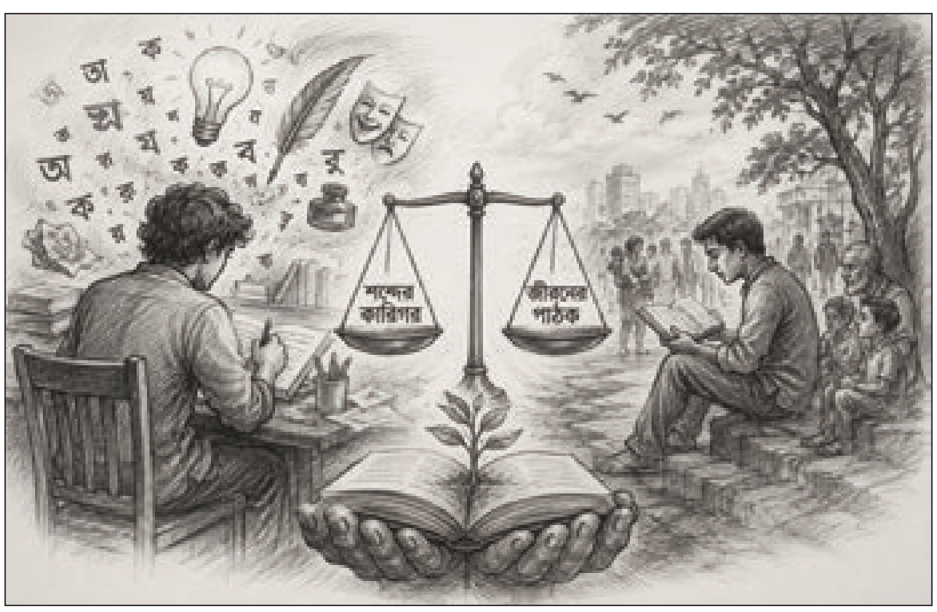

নিঃসঙ্গতার গভীরে পৌঁছাতে পারছেন না। লেখক যখন কেবল শব্দের কারসাজিতে মজে থাকেন, পাঠক তখন সেই গল্প থেকে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যান। সাহিত্য যেহেতু মানুষের জন্য, তাই এর রূপ হওয়া চাই সহজ ও স্বচ্ছ। সাহিত্য কোনো জটিল গোলকধাঁধা নয়, বরং এটি হওয়া উচিত স্বচ্ছ জলের স্রোতের মতো, যা পাঠককে পথ দেখাবে। লেখকের দায়িত্ব কেবল শব্দ সাজানো নয়, বরং মানুষের মনের জট খুলে দেওয়া। প্রকৃত সাহিত্য সেই গল্পই বলবে, যা পাঠকের মনের কোনো এক কোণে জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করে দেবে। লেখক যখন নিজের লেখাটা পড়েন, তখন তাকে নিজেকেই প্রশ্ন করা উচিত, আমি কি পাঠককে তৃ প্তি দিতে পারছি, নাকি কেবল শব্দের ভার বাড়াচ্ছি? একজন লেখক এবং পাঠক যখন একই অনুভূতির সুতোয় বাঁধা পড়েন, তখনই সাহিত্যের সার্থকতা ফুটে ওঠে।

জীবন মানে তো অংকের খাতা নয় যে কেবল হিসেব মেলালেই সব শেষ। আবার জীবন মানে কেবল রূপকথার গল্পও নয়। এই দুইয়ের মাঝখানের যে ধূসর জগৎ, সেখানেই আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা। আমরা একদিকে সুখ খুঁজি গতির মোড়কে, আর সাহিত্যকে ঠেলে দিই ধুলোমাখা তাকে। অথচ সাহিত্য কেবল শব্দ নয়, সাহিত্য হলো জীবনের দর্পণ। সেই দর্পণে নিজের মুখটি চিনে নিতে পারা এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় শিল্প। সবশেষে এটুকুই বলি, আমি আজও সেই সহজ রাস্তাটি খুঁজছি, যেখানে সুখ আর সাহিত্য একে অপরের হাত ধরে হাঁটবে। সেই রাস্তাটি কোনো অলীক গন্তব্যে নয়, বরং আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির আড়ালে লুকিয়ে আছে। মনে রাখবেন, সাহিত্য তখনই প্রাণ পায় যখন তা পাঠককে প্রশ্ন করতে শেখায়, সাহস জোগায় এবং তার একাকীত্বের সঙ্গী হয়। আজ সেই ভাবনার কিছুটা অংশ গুছিয়ে লিখতে পারলাম, আর এই ছোট্ট প্রচেষ্টাটুকুই আমার আজকের জীবনের এক টুকরো আনন্দ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মান অভিমান

মুস্তফা হাবীব

পরিচ্ছন্ন জীবনবোধের বিস্তার চেয়ে
কবিতার মতো শিল্পের আবাদ করেছি হৃদয়ভূমিতে
চারপাশের অন্ধকার তাড়াতে প্রদীপ জ্বেলেছি মনে
শব্দের পর শব্দে গড়েছি বিপুল স্বপ্নের সৌধ।
স্বর্ণ সুষমায় কাটিয়েছি কৈশোর
পথের ধারে মার্বেল খেলায়,
জৈষ্ঠ্যের আম্রবনে দুপুরবেলা বাঁশিতে সুর তুলে
জলনূপুর পরা কিশোরীর হাত ধরে মেঠোপথ মাড়িয়ে।
ভালোবাসা ছিল নিসর্গ ও মানুষের প্রতি
ভাইবোন, প্রতিবেশী, নদী সমুদ্রের প্রতি
মান অভিমান ছিল শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির প্রতি,
মিথ মিথ্যার সঙ্গে লড়তে গিয়ে উজানে বেয়েছি নৌকো।
এখন দেহমন ভাটিতে দেখি শুনি বুঝি,
তবু অবুঝের খাতায় লিখিয়েছি নাম
গুরুত্বহীন অচল পয়সা ,
পথের পাঁচালিরাও এড়িয়ে যায়,
বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠার মতো দিন কাটছে আমার ,
ভুলতে বসেছি মান অভিমান,
যৌবনদীপ্ত দিনগুলি।

অনুপুঙ্খ ছাড়পত্র

তুহীন বিশ্বাস

নিঃশব্দে নিষ্কলঙ্ক নির্ণয়কের নিঃস্ব নিবন্ধন ;
অনাকাঙ্ক্ষিত অদৃশ্য বিচারে অবিমৃষ্যকারী,
কালান্তর কালসিটে দাগগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন
আর বিপ্রতীপ বিশ্ব দ্যাখে পুবাকাশে সূর্যগ্রহণ।
কলঙ্কিত রক্তাক্ত মানবতায় সমাজপতি কুম্ভকর্ণ
দিচ্ছে পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের অনুপুঙ্খ ছাড়পত্র,
দারিদ্রসীমার নিম্নাংশে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার
সুইসাইড কিংবা খুনেও বুদ্ধিজীবিরা নির্বিকার।

কবিতা

মনপোড়া বাউল

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

মনের মানুষ আজও খুঁজি,
তাহার লাগি নিত্য যুঝি,
কোথায় তারে পাই রে?
সুখের আশে পাগল বেশে,
ঘুরে বেড়াই উদাস বেশে,
মনে শান্তি নাই রে!
ভালোবাসা দিলাম যারে,
সে তো আমায় বুঝে নারে,
হেলায় রাখে দূরে,
মনের মাঝে দহন জ্বালা,
বৃথাই গেল রঙিন বেলা,
মরছি জ্বলে-পুড়ে!
আশায় আছি তবু আমি,
খুঁজি তারে দিবস-যামী,
করব জীবনসাথী,
হাসির রঙে কাটবে জীবন,
একটুখানি পেলে দর্শন,
জ্বলবে প্রেমের বাতি!

বিরহের নীল দহন

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

শুভ্র মেঘের মতোই যাযাবর হিয়া
উড়ে যায় ভেসে দূরে আশার ছলনে,
বুকের গহিনে প্রেম রহে যে বিঁধিয়া
যেমনি কণ্টক রাজে কুসুমের সনে।
নদীটি হারায় পথ সাগরের টানে
ঢেউয়ের ক্রন্দনে মেশে ব্যথার সুবাস,
ক্লান্ত বিরহী চাতক পিপাসার গানে
খুঁজে ফেরে মেঘমালে করুণ আশ্বাস।
অগ্নিজ্বালা সয়ে হয় সোনা খাঁটি অতি
বিরহের অনলেতে প্রেম পায় প্রাণ,
অন্ধকার আসিলেই চেনা যায় জ্যোতি
বিচ্ছেদেই বাড়ে শুধু মিলনের মান।
অশ্রুর নোনা জলে সিক্ত যে হৃদয়,
জানিবে তথায় জাগে প্রেমের অক্ষয়।

ধান-শালিকের দেশ

শাকেরা বেগম শিমু

পাখির গানে, সবুজ ধানে সোনারোদের হাসি,
আমার সোনার দেশের এ রূপ বড়োই ভালোবাসি।
ভোরে যখন পূর্বাকাশে হাসে সোনার রবি,
নানান পাখির গানে গানে মুখরিত সবই।
পদ্মপুকুর পাড়ে বসে মাছরাঙা লেজ নাড়ে,
সবুজ মাঠের সোনার ফসল নয়ন ও মন কাড়ে।
ধানের ক্ষেতে উড়ে বেড়ায় শালিক পাখির ছানা,
ফড়িং নাচে হাওয়ার তালে, কেউ করেনা মানা।
ভোরবেলাতে ধানের শীষে হাসে শিঁশিরবিন্দু,
রোদের আলোয় মুক্তা হাসে, নাইবা থাকুক সিন্দু।
দোয়েল, শালিক, ময়না, শ্যামা ডাকছে গাছের ডালে,
সোনালী ধান ঢেউ খেলে যায় দখিন হাওয়ার তালে।
ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যায় বরফ গলা নদী,
আঁকাবাঁকা মেটোপথে বয় সে নিরবধী।
পেরিয়ে নদী ঢেউরা তীরে আছড়ে পড়ে এসে,
দেখবে তুমি আসলে ওগো ধান-শালিকের দেশে।

ব্যথার বাহার

মোঃ রহমত আলী

দুঃখগুলো জমতে জমতে
আহা সুখ হয়ে যায়
সুখ ছুঁয়ে ধরতে ধরতে
দুঃখ আরো- নতুন হয়ে যায়।
কষ্টগুলো হৃদয়ে দাফন
মুখে হাসি আপনা-আপন
ব্যথার বাহার কম কাহার
অন্তরে হায় কথার পাহাড়।
সুখ তাও থাক হাসি-মুখে
দুঃখ যত- সব মনে মনে
কষ্টের ভাগ নিজেতেই থাক
ব্যথা সবার- এক সমান খাক।

তুষার ঝড়ে পাখি

ইকবাল খান

তুষার ঝরে–চুপচাপ, যেন আকাশের ছাই।
শূন্য ডালগুলো দাঁড়িয়ে থাকে হাড়ের মতো।
একা একটি পাখি বসে আছে বরফে ভেজা ডালে,
তার ডানায় জমে ওঠে নীল ঠান্ডার স্তর।
চোখে তার জমাট আলো–দূরের দুপুর,
যেখানে রোদ ছিল নরম রুটির মতো উষ্ণ।
শ্বাস ফেললে কুয়াশা উঠে আসে ঠোঁট থেকে,
মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় সাদা অন্ধকারে।
বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকে ডাকের শব্দ,
ঠোঁট বন্ধ–তবু বুকের ভেতর কাঁপে গান।
চারদিক নিথর, সময় জমে গেছে বরফে,
ঘড়ির কাঁটা কুয়াশায় হারিয়ে ফেলে দিক।
তুষার ধীরে ধীরে তাকে ঢেকে দেয় চাদরের মতো,
পালক ভারী হয়–তবু সে পড়ে না।
নিস্তব্ধ ডালে বসে থাকা এই পাখি
শীতের ভেতরও বেঁচে থাকার ছবি।

ফিলিস্তিন

ওমর ফারুক খান

বোমার আঘাতে উড়ছে পুড়ছে নরনারী রাফা গাজা!
হয়ত ঘুমায় নয়ত কোমায় আরবের সব রাজা!
ফিলিস্তিনে কাঁদছে আদম আহাজারি করে 'হাওয়া'ইভ,
এখন আমাকে প্রেমের কবিতা লিখতে বলনা হাবিব,
পারলে আমার দেহ কে বানাও পারমাণবিক বোম,
আমি হতে চাই মহাবিস্ফোরণ কাঁপিয়ে জমিন ভৌম,
ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিব ই*স*রা*য়েল, তে*লা*বিব!
আমার দেহকে ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়ে দাও ইয়া হাবিব!
মেরুদণ্ড ভাঙ্গা আরবরা চড়তে পারেনা ঘোড়ায়!
দামি গাড়ি চড়ে দৌড়ায় তারা,হাঁটতে পারেনা খোঁড়ায়!
ভোগের পিয়ালা দু'হাতে তাদের,চালাতে পারেনা তলোয়ার!
মুসলিম নামের এ সব ভেড়া পশ্চিমাদের ফলোয়ার,
গানবাজনায় নীল সিনেমায় ডুবেছে কানা বধির,
তাই তো জানেনা, রুধিরে লোহিত পানি জর্ডান নদীর!
এমন সময় জমাতে পারিনা আমি কবিতার দরবার,
পারলে বানাও মোর দেহ দিয়ে আইয়ুবীর এক তরবার!
আমাকে বানাও এমন এক বোমা ধ্বংসে অপরিসীমা,
ই*স*রা*য়েল হবে আমার আঘাতে নাগাসাকি, হিরোশিমা!

বইয়ের স্তব্ধতা ও আমাদের হারিয়ে যাওয়া বিকেল

কাজী শামসুল হক

পেছনে সাজানো তাকভর্তি বই। আলমারির তাকে তারা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই বইগুলোই একসময় ছিল আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের কল্পনার আকাশ। আজ দেয়ালে ঝুলানো ক্যালিগ্রাফির শান্ত আলোর নিচে দাঁড়িয়ে যখন নিজের দিকে তাকাই, এক অদ্ভুত শূন্যতা গ্রাস করে।আমরা এক এমন প্রজন্মে বাস করছি, যেখানে সকালের আলো ফোটে স্ক্রিনের নীল আলোয়, আর রাত কাটে রিলস কিংবা শর্টসের অন্তহীন স্ক্রোলিংয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই কৃত্রিম নিমগ্নতা আমাদের চারপাশ থেকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ঘিরে ফেলেছে। অও-এর নিত্যনতুন চমকপ্রদ টুলস আমাদের

জীবনকে সহজ করছে ঠিকই, কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে আমাদের একান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা।কোথায় হারিয়ে গেল বইয়ের পাতা ওল্টানোর সেই চিরচেনা সুবাস? টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় বইয়ের গল্পে বুঁদ হয়ে থাকার সেই জাদুকরী রাতগুলো আজ কোথায়?আজ প্রযুক্তির চাকচিক্যে আমাদের পড়ার টেবিলগুলো ধুলোয় ঢাকছে। আমরা লাইক, কমেন্ট আর ভার্চুয়াল রিঅ্যাকশনের ভিড়ে এতটাই মগ্ন যে, বইয়ের পাতায় লুকিয়ে থাকা জীবনের গভীর দর্শনগুলো ছোঁয়ার সময় আমাদের নেই। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো আমাদের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর এক সেকেন্ডে এনে দিতে পারে, কিন্তু একটি ভালো বই পড়ার পর মনের ভেতর যে গভীর অনুভূতির জন্ম হয়, তা কোনো অ্যালগরিদম দিতে পারে না।আসুন, প্রযুক্তির দাস না হয়ে তার সঠিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখি। দিনে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও ডিভাইসগুলো দূরে সরিয়ে রাখি। একটি বই খুলি, পাতাগুলোর সুবাস নিই। হারিয়ে যাওয়া পাঠাভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনি। কারণ, স্ক্রিনের আলো সাময়িক উত্তেজনা দেয়, কিন্তু বইয়ের আলো আমাদের আত্মাকে আলোকিত করে।

শব্দের কারিগর বনাম জীবনের পাঠক : সাহিত্যের দায়বদ্ধতা

আব্দুল কাদের

আমরা সবাই যেন এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছি, যার নাম সুখ। ব্যাংক ব্যালেন্স কিংবা ক্যারিয়ারের বড় কোনো সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেও শান্তি যেন অধরাই থেকে যায়। প্রতিদিন সকালে অ্যালার্মের কর্কশ শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনটা কেবল অবিরাম দৌড়ানোর নাম। এই প্রতিযোগিতায় তাল মেলাতে গিয়ে আমরা সুখকে কোনো গন্তব্যে খুঁজে পাচ্ছি না, বরং যান্ত্রিকতার ভিড়ে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আসলে সুখ কোনো কেনা জিনিস নয়, এটি জীবনকে সহজ চোখে দেখার এক দারুণ শিল্প। এখন প্রশ্ন জাগে, এমন অস্থির সময়ে আমাদের সাহিত্যের ভূমিকা কী? দুঃখজনকভাবে, সাহিত্যের এক বিশাল অংশ এখন কেবল কিছু 'শব্দের কারিগরের' দখলে। তাদের লেখায় এমন ভারী ও কঠিন শব্দের মারপ্যাঁচ থাকে যে, সাধারণ পাঠক দু-এক লাইন পড়েই হাঁপিয়ে ওঠেন। দেখে মনে হয়, লেখক পাঠককে কিছু বোঝাতে নয়, বরং নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতেই বেশি ব্যস্ত। অথচ সাহিত্যের জন্ম হয়েছে মানুষের কথা বলার জন্য এবং মানুষের মনের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য। সেখানে যদি জটিলতার দেয়াল তৈরি হয়, তবে পাঠক কেন সেই বইয়ের পাতায় ডুব দেবেন?

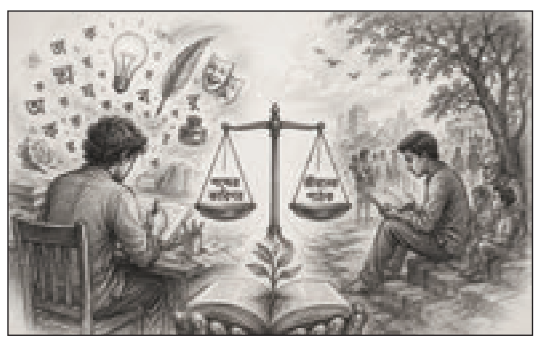

এই জায়গাটিতেই শব্দের কারিগর আর জীবনের পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় এক বিশাল দূরত্ব। স্মার্টফোন আর বিজ্ঞানের এই যুগে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি একা। সোশ্যাল মি-ডিয়ার বিশাল ভিড়ে আমরা যোগাযোগ করছি ঠিকই, কিন্তু প্রাণের টানটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। অনেক আধুনিক গল্পে দেখি, লেখক আধুনিকতা বোঝাতে কেবল প্রযুক্তির অনুষঙ্গ ব্যবহার করছেন, কিন্তু মানুষের ভেতরের হাহা-কার বা নিঃসঙ্গতার গভীরে পৌঁছাতে পারছেন না। লেখক যখন কেবল শব্দের কারসাজিতে মজে থাকেন, পাঠক তখন সেই গল্প থেকে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যান।

সাহিত্য যেহেতু মানুষের জন্য, তাই এর রূপ হওয়া চাই সহজ ও স্বচ্ছ। সাহিত্য কোনো জটিল গোলকধাঁধা নয়, বরং এটি হওয়া উচিত স্বচ্ছ জলের স্রোতের মতো, যা পাঠককে পথ দেখাবে। লেখকের দায়িত্ব কেবল শব্দ সাজানো নয়, বরং মানুষের মনের জট খুলে দেওয়া। প্রকৃত সাহিত্য সেই গল্পই বলবে, যা পাঠকের মনের কোনো এক কোণে জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করে দেবে। লেখক যখন নিজের লেখাটা পড়েন, তখন তাকে নিজেকেই প্রশ্ন করা উচিত, আমি কি পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারছি, নাকি কেবল শব্দের ভার বাড়াচ্ছি? একজন লেখক এবং পাঠক যখন একই অনুভূতির সুতোয় বাঁধা পড়েন, তখনই সাহিত্যের সার্থকতা ফুটে ওঠে। জীবন মানে তো অংকের খাতা নয় যে কেবল হিসেব মেলালেই সব শেষ। আবার জীবন মানে কেবল রূপকথার গল্পও নয়। এই দুইয়ের মাঝখানের যে ধূসর জগৎ, সেখানেই আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা। আমরা একদিকে সুখ খুঁজি গতির মোড়কে, আর সাহিত্যকে ঠেলে দিই ধুলোমাখা তাকে। অথচ সাহিত্য কেবল শব্দ নয়, সাহিত্য হলো জীবনের দর্পণ। সেই দর্পণে নিজের মুখটি চিনে নিতে পারা এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় শিল্প। সবশেষে এটুকুই বলি, আমি আজও সেই সহজ রাস্তাটি খুঁজছি, যেখানে সুখ আর সাহিত্য একে অপরের হাত ধরে হাঁটবে। সেই রাস্তাটি কোনো অলীক গন্তব্যে নয়, বরং আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির আড়ালে লুকিয়ে আছে। মনে রাখবেন, সাহিত্য তখনই প্রাণ পায় যখন তা পাঠককে প্রশ্ন করতে শেখায়, সাহস জোগায় এবং তার একাকীত্বের সঙ্গী হয়। আজ সেই ভাবনার কিছুটা অংশ গুছিয়ে লিখতে পারলাম, আর এই ছোট্ট প্রচেষ্টাটুকুই আমার আজকের জীবনের এক টুকরো আনন্দ।

জাপানে জন্মহারে সর্বোচ্চ পতন, পাঁচ বছরে কমেছে ৩১ লাখ মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাপান বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর একটি হলেও বেশ কিছু বছর ধরে জনসংখ্যার হার নিম্নমুখী। গত বৃহস্পতিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালে জাপানে শিশু জন্মহার ছিল রেকর্ড সর্বনিম্ন। এর আগে গত ২৯ মে প্রকাশিত ২০২৫ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, জাপানের বর্তমান জনসংখ্যা ১২ কোটি ৩০ লাখ ৪৯ হাজার ৫২৪ জন। সংখ্যাটি ২০২০ সালের তুলনায় প্রায় ৩১ লাখ কম। ২ দশমিক ৫ শতাংশের এই হ্রাস দেশটির জনসংখ্যার এযাবৎকালের সবচেয়ে দ্রুত পতন। এই পতনের ফলে বিশ্বের জনবহুল দেশের তালিকায় জাপান এক ধাপ পিছিয়ে ১২তম স্থানে নেমে এসেছে। তবে দেশটিতে বিদেশি বাসিন্দাদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩২ লাখ ১০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। জাপানের ৪৭টি অঞ্চলের মধ্যে কেবল টোকিও ও ওকিনাওয়ায় জনসংখ্যা বেড়েছে, বাকি ৪৫টিতে কমেছে। জাপানে প্রতি বছর মৃত্যুর তুলনায় জন্মহার ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০২৫ সালে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৭১ হাজার ২৩৬টি, যা আগের বছরের চেয়ে ১৫ হাজার কম। ১৮৯৯ সালে জনসংখ্যার রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে এটি সর্বনিম্ন। একজন নারীর সন্তান জন্মদানের গড় হার (প্রজনন হার) কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ১৪ শতাংশে। কোনো দেশের জনসংখ্যার স্থিতিশীলতার জন্য এই হার ২ দশমিক ১ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ, অনিয়মিত কর্মসংস্থান, উচ্চ শিক্ষা ব্যয় এবং শহরের বাড়ির চড়া দাম তরুণ-তরুণীদের বিয়ে ও সন্তান ধারণে নিরুৎসাহিত করছে। পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য ও কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতির কারণে সন্তান প্রতিপালনের প্রধান দায়িত্ব নারীর ওপরই বর্তাচ্ছে, যা জন্মহারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সার্বিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ : জন্মহার কমায় জাপানি সমাজ দ্রুত প্রবীণ সমাজে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ প্রবীণ, যা ২০৭০ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে জাপানিদের গড় আয়ু বেড়ে ৮৫ বছর হয়েছে। আর শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ লাখে পৌঁছেছে। জাপানে দীর্ঘায়ু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বয়স্কদের পরিচর্যা ও পেনশনের ব্যয়ভার সরকার ও সামাজিক বিমা খাতের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমায় অর্থনীতি সচল রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। তরুণেরা কাজের সন্ধানে টোকিওর মতো বড় শহরে চলে যাওয়ায় আঞ্চলিক অর্থনীতিও মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

সমাধানের চেষ্টা : জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এই পরিস্থিতিকে ‘নীরব জরুরি পরিস্থিতি’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তরুণদের আয় বৃদ্ধি এবং একাকী সন্তান লালন-পালনকারীদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সরকার ইতিমধ্যে শিশু ভাতা, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি নিতে উৎসাহিত করছে। কর্মী সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতে অটোমেশন, রোবট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। এমনকি ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদেরও কাজে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সেবা, নির্মাণ ও পরিবহন খাতে বিদেশিদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তবে এসব পদক্ষেপের পরও কাঙ্ক্ষিত ফল না মেলায় সরকারের বর্তমান নীতি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে এবং তা পর্যালোচনার দাবি জোরালো হচ্ছে।

ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারকে নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আড্ডা

ডা. ওয়াজেদ খান : যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন শিক্ষার্থী। চিকিৎসা পেশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছেন তারা। নিজ দেশের সাথেও রয়েছে তাদের নিবিড় সম্পর্ক। সেখানেও তারা রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাংলাদেশের বাইরে অবস্থানকারী এসব চিকিৎসকদের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক যোগসূত্র। তাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন কোন শিক্ষার্থী যখন নিউইয়র্ক বা যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন তখন স্বল্প পরিসরে হলেও তারা মিলিত হন। মতবিনিময় ও স্মৃতিচারণ করেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের নষ্টালজিক দিনগুলো নিয়ে। মেডিকেল কলেজে সিনিয়র-জুনিয়রদের মাঝে আচার-আচরণে রেজিমেন্টাল একটা বিষয় আছে। তারপরও সবাই বন্ধু বাৎসল এবং অত্যন্ত আন্তরিক যখন আড্ডায় বসেন।

বাংলাদেশ থেকে প্রায়শই আমাদের সহপাঠী এবং অগ্রজ ও অনুজ অনেক চিকিৎসক নানা কাজে এবং বেড়াতে আসেন নিউইয়র্ক। এদের মাঝে যারা জানান দিয়ে আসেন তাদেরকে নিয়ে ছোট–খাটো আড্ডা আয়োজনের চেষ্টা করে থাকি। এ সপ্তাহে দু'দিনের জন্য নিউইয়র্ক এসেছিলেন অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম ডোনার। বাংলাদেশ মেডিকেল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান তিনি। তার সুদীর্ঘ একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও রয়েছে। ডাঃ ফরহাদ হালিম ডোনার বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা এবং জিয়া ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক। ডাঃ ডোনার আমার অনুজ এবং অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন। প্রবাস থেকে বিভিন্ন সময় তার সাথে ফোনো কথোপকথন হলেও দেখা হলো দীর্ঘ ৩২ বছর পর।

নিউইয়র্কে পৌছে ডাঃ ডোনার তার আগমনী সংবাদ জানান। তাকে অনুরোধ করি একটা বেলা আমার জন্য আলাদা করে রাখতে। ব্যস্ততার মাঝেও ৭ জুন রোববার দুপুরে তিনি মিলিত হন আমাদের সাথে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ে নিউইয়র্ক সিটির ফ্রেশ মেডোস্থ সিরাজী আফগান রেস্টুরেন্টে ছোট একটি আড্ডার আয়োজন ছিলো চমৎকার। এতে আমরা জনাকয়েক অগ্রজ-অনুজ অংশ নেই। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের স্মৃতিচারণ সহ দেশে ও প্রবাসের নানা বিষয় নিয়ে জমে উঠে আড্ডা। সকলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াদি উঠে আসে আলোচনায়। আড্ডায় অংশগ্রহণকারীরা হলেন, এম-১৪ এর ডাঃ মাসুদ সিকদার এবং ডাঃ মাহবুবুর রহমান সেলিম, এম-১৯ এর ডাঃ হুমায়ুন, এম-২০ এর ডাঃ সজল আশফাক, এম-২৭ এর ডাঃ কাজী মাহবুবা শিমুল, এম-২৬ এর ডাঃ মাহমুদুর রহমান লিপন, এম-২৩ এর ডাঃ মনুখান। এছাড়া আড্ডার এক পর্বে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ।

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

IN PARTNERSHIP WITH
Deputy Speaker
Dr. Nantasha Williams, PhD
COMMUNITY PARTNERS
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc.
Elhaam Academy
ঠিকানা
Thikana Newspaper
bony
Bengalis of New York
INTERESTED IN BEING A VENDOR OR A VOLUNTEER?
BHALO
2026
BHALO MELA
Friday, June 19th | Starting 3:00 PM
Hillside Avenue / 173rd St. to 175th St.
Follow @bhaloinc for updates
FRIDAY, JUNE 19
HILLSIDE AVENUE / 173rd St, Jamaica, NY 11432
(718) 218-5169
info@bhalo.org
bhalo.org
@bhaloinc
Special thanks to NYPD Community Affairs.

অনিদ্রা যেভাবে তরুণদের মধ্যে তিন গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি

বাংলাদেশ ডেস্ক : অতিরিক্ত কাজের চাপ আর অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে ঘুমের সমস্যা এখন অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই অনিয়মিত বা কম ঘুম কেবল পরের দিন শরীর ক্লান্তই করে না, বরং এটি শরীরে বড় ধরনের রোগও ডেকে আনতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান ক্যান্সার সম্মেলনে উপস্থাপিত নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা অনিয়মিত ঘুম ৫০ বছর বয়সের আগেই মানুষের শরীরে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বব্যাপী তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়তে থাকার পেছনে ঘুমের এই সমস্যা অন্যতম বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে বলে গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন।

বিগত তিন দশকে বিশ্বজুড়ে তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাপী ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে যেখানে ক্যান্সারের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল প্রায় ১৮ লাখ ২০ হাজার, সেখানে ২০১৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২ লাখ ৬০ হাজারে। অর্থাৎ, তরুণদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের হার প্রায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে ৪০ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সিদের মধ্যে ক্যান্সারের কারণে মৃত্যুর হার বেড়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দারুণভাবে চিন্তিত করে তুলেছে।

তরুণদের মধ্যে ক্যান্সারের এই আকস্মিক বৃদ্ধির সঠিক কারণ উদঘাটনে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে অবস্থিত বিখ্যাত এমডি অ্যান্ডারসন ক্যান্সার সেন্টারের গবেষকরা এই বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে অনিদ্রা বা ঘুমের ব্যাঘাতকে চিহ্নিত করেছেন। আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজির বার্ষিক সভায় এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। গবেষণার সুবিধার্থে বিজ্ঞানীরা ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখেরও বেশি মার্কিন নাগরিকের চি-কিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন।

এই গবেষণার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হলো, যেসব তরুণ বা মধ্যবয়সি মানুষ ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা, অপর্যাপ্ত ঘুম কিংবা অনিয়মিত ঘুমের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের মধ্যে অল্প বয়সেই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। বিশেষ করে, ৫০ বছরের কম বয়সি যেসব ব্যক্তির ইনসোমনিয়া ধরা পড়েছে, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি দেখা গেছে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, ঘুমের যেকোনো ধরনের সমস্যার সঙ্গেই ক্যান্সারের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে ক্যান্সার প্রতিরোধে সুস্থ ও নিয়মতান্ত্রিক ঘুমের ভূমিকা আমরা এতদিন যা ভাবতাম তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য গবেষকরা এখনই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সতর্কতা অবলম্বন করছেন। তারা স্পষ্ট করেছেন যে এই ফলাফল সরাসরি প্রমাণ করে না যে কেবল ঘুমের অভাবেই ক্যান্সার হয়। তবে এটি নিশ্চিত করে যে অনিদ্রা ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক বা উপাদান। ঘুমের এই সমস্যার পেছনে কী ধরনের জৈবিক প্রক্রিয়া বা শারীরিক পরিবর্তন কাজ করে, তা পুরোপুরি বুঝতে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য মানসম্মত ঘুম অপরিহার্য এবং দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

সূত্র : সামা টিভি।

শিশুর প্রস্রাবে সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

ডা. আহাদ আদনান : শিশুর প্রস্রাবে সংক্রমণ সমস্যাটি খুব বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়। এমনকি নবজাতক বয়সেও এ সমস্যা হতে পারে। জন্মের প্রথম বছরে মেয়েদের এ সমস্যা ছেলেশিশুর দ্বিগুণ পরিমাণে পাওয়া গেলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি ছেলেদের তুলনায় ১০ গুণ পর্যন্ত বেশি হতে দেখা যায়। মূলত অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এ সমস্যার জন্য দায়ী হলেও ই কোলাই নামে জীবাণু সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

প্রস্রাবে সংক্রমণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কিডনির মধ্যে সীমাবদ্ধ (পায়েলোনেফ্রাইটিস) এবং প্রস্রাবের থলিতে (সিসটাইটিস) সংক্রমণ।

কিডনির মধ্যে সীমাবদ্ধ সংক্রমণে শিশুর জ্বর, গা ম্যাজম্যাজ, পেটে, পিঠে বা কোমরে ব্যথা, বমি ভাব, বমি থাকতে পারে। নবজাতকের ওজন ঠিকমতো না বাড়া, কম খেতে পারা, খিটখিটে থাকা, এমনকি দীর্ঘ মাত্রায় জন্ডিস থাকলেও প্রস্রাবে সংক্রমণ সন্দেহ করতে হয়। পক্ষান্তরে, প্রস্রাবের থলিতে সংক্রমণ হলে শিশুর প্রস্রাব করতে গেলে ব্যথা, প্রস্রাব আটকিয়ে রাখতে না পারা, বারবার, তীব্র চাপ নিয়ে বেগ পাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব এবং তলপেটে নিচের দিকে ব্যথা হতে পারে।

পাশাপাশি অনেক শিশুর তেমন লক্ষণ ছাড়াও প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে দেখা যায়।

প্রস্রাবে সংক্রমণ প্রতিরোধে কিছু নিয়ম জেনে রাখতে পারবেন। কারণ, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ জরুরি। যেমন

১. নিয়মিত পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

২. কোমল পানীয়, বোতলজাত জুস, অতিরিক্ত লবণসমৃদ্ধ পানীয় এবং খাবার পরিহার করতে হবে।

৩. নিয়মিত স্বাভাবিক মলত্যাগ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা যাবে না। এ জন্য বিদ্যালয়ে বেগ হলে যেতে হবে। একটানা মনিটরের (টিভি, মোবাইল, গেমস) সামনে বসে থাকা যাবে না; কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে হবে।

৫. আঁটসাঁট অন্তর্বাস বা প্যান্ট পরা অনুচিত।

৬. নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করতে হবে।

৭. ঘন ঘন ডায়রিয়া, অপুষ্টি থাকলে চিকিৎসা এবং পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ছেলেশিশুর খতনা করলে সংক্রমণ কম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৯. মেয়েশিশুর শুচি করার সময় সামনে থেকে পেছনে টান দিয়ে মুছে দিতে হবে।

১০. অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক উপকারী জী-বাণু মেরে ফেলে সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

১১. শরীরের অন্য সমস্যার জন্য সংক্রমণ হচ্ছে কিনা দেখতে হবে।

মনে রাখবেন, প্রস্রাবে সংক্রমণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিকমতো না করলে দীর্ঘমেয়াদি কি-ডনির অসুখ হয়, যা পরে কিডনি অকার্যকর করে ফেলতে পারে।

লেখক : রেজিস্ট্রার, আইসিএমএইচ, মাত-য়াইল, ঢাকা।

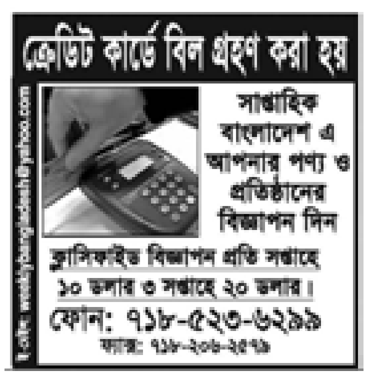

গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে কি ওজন কমে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওজন কমানো নিয়ে বেশি-রভাগের ধারণা এমনটিই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের টিপস থেকে টোটকাও রয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কেউ বলেন, উষ্ণ পানীয়ে চুমুক দিলে মেদ ঝরে। কেউ বলেন, খেতে হবে একেবারে মেপে আর শরীরচর্চা তো অবশ্যই। কিন্তু পু-ষ্টিবিদরা বলছেন ভিন্নকথাড় বিষয়টি ঠিক এতটাও সহজ নয়। অনেকেই বলেন উষ্ণ পানীয়ে চুমুক দিলে দ্রুত মেদ ঝরে। কথাটা একেবাই ভুল নয়। তবে ভারতের পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলেছেন, তবে সতর্ক করছেন উষ্ণ নয়, পানীয় হতে হবে ঈষদুষ্ণ। তিনি বলেন, পানির সঙ্গে যে কোনো ধরনের লেবুর রস, আমলকী ভিজিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এতে বিপাক হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ওজন কমানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কিন্তু দিনভর ঈষদুষ্ণ পানীয় খেলেই কাজ হবে, এমন কখনো নয়। এর সঙ্গে যথাযথ ডায়েট জরুরি। আরেক পুষ্টিবিদ তনয়া খান্না বলেন, দৈনন্দিন জীবনে আরও অনেক বিষয় ওজন বশে রাখতে এবং মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

ঘুম: নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে ঘুমও খুব জরুরি। ভালো ঘুমের সঙ্গে হরমোনের ভারসাম্য, হজমসহ অনেক কিছুই যুক্ত। ঘুম ঠিক না হলে বিপাকক্রিয়ায় প্রভাব পড়বে, হজমের সমস্যা হবে, হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। তার প্রভাবে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে।

খাবার: আপনার শরীরের ওজন ঝরাতে প্রোটিন খুব জরুরি। সকালের খাবার ভালো মানের প্রোটিন দিয়ে শুরু করা প্রয়োজন। ডিম, ভেজানো মুগ-কলাই জাতীয় খাবার তালিকায় থাকা জরুরি। পুষ্টিবিদ শম্পা বলেছেন, প্রোটিন জরুরি ঠিকই, কিন্তু সারা দিনের খাবারে ফাইবার, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজের সমন্বয় থাকতেই হবে। প্রতিটি মানুষের ওজন, উচ্চতা, পরিশ্রম অনু-যায়ী খাবারের মাপ নির্ধারিত হয়। দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য নির্দিষ্ট ক্যালোরি প্রয়োজন। তার চেয়ে অনেক বেশি খেলেই ওজন বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে ব্যালান্সড ডায়েটের সঙ্গে সঠিক পরিমাপ বোঝা জরুরি।”

পানি: শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অন্তত ২-৩ লিটার জল খাওয়া জরুরি। ঘুম থেকে উঠে জল খেলে রাতভর বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন টক্সিন বা দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে এই সময় ডিটক্স পানীয় খাওয়া যেতে পারে। শম্পা বলছেন, ‘‘ঈষদুষ্ণ জলে লেবু খাওয়া যেতে পারে, দারুচিনি মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমলকী, বেরি জাতীয় ফলও খাওয়া যায়। তবে সারা দিন গরম পানি খেতে থাকলে শরীরে তার বিরূপ প্রভাব পড়বে।

দৈনন্দিন কাজকর্ম: শরীরচর্চায় যেমন মেদ ঝরে, তেমন দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমেও ওজন বশে রাখা যায়। যেমন ফোনে কথা বলতে বলতে হাঁটা, বাগানের কাজ, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, খাওয়ার পর একটু হেঁটে নেওয়াড় এগুলিও ওজন বশে রাখতে সহায়ক।

কাঁধে ব্যথাও কি ডায়াবেটিসের লক্ষণ, কী বলছেন চিকিৎসকরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : অনেকেই কাঁধে ব্যথাকে সাধারণ পেশির টান বা ক্লান্তির সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান। তবে চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ব্যথা কখনও কখনও ‘ফ্রোজেন শোল্ডার’ নামের জটিল সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে ডায়াবেটিক শোল্ডারও বলা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁধের অস্থিসন্ধির চারপাশে একটি নরম কিন্তু মজবুত আবরণ থাকে, যাকে ক্যাপসুল বলা হয়। দীর্ঘদিন রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে এই অংশে পরিবর্তন শুরু হয়। অতিরিক্ত শর্করা কোলাজেনের সঙ্গে মিশে টিস্যুকে শক্ত ও আঠালো করে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে ক্যাপসুল মোটা হয়ে যায় এবং কাঁধের স্বাভাবিক নড়াচড়া কমতে থাকে।

এর পাশাপাশি ওই অংশে প্রদাহ তৈরি হলে কাঁধে ব্যথা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। হাত ওপরে তুলতে, পেছনে নিতে বা দৈনন্দিন কাজ করতে কষ্ট হয়। অনেক সময় চুল আঁ-চড়ানো, জামা শুকাতে দেওয়া কিংবা পোশাক পরার মতো সাধারণ কাজও কঠিন হয়ে পড়ে।

চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে এই সমস্যা খুবই সাধারণ।

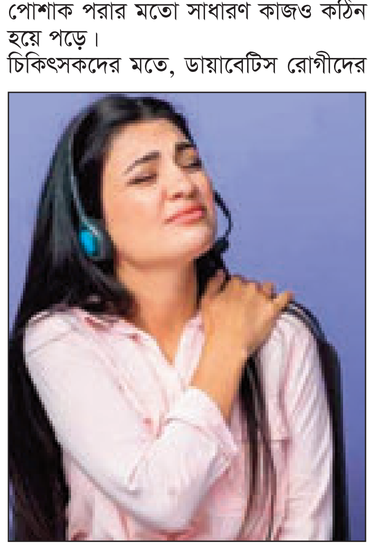

মানবদেহের বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে থাকা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নামের পিচ্ছিল তরল হাড়ের ঘর্ষণ কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই তরল ঘন হয়ে গেলে অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক কার্যকারিতা কমে যায় এবং নড়াচড়ার সময় ব্যথা অনুভূত হয়।

কাঁধে ব্যথা কমাতে কী করবেন?

১. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না। সাধারণত প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ব্যথার ওষুধ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

২. দিনে ২ থেকে ৩ বার পাঁচ মিনিট করে আইস প্যাক দিয়ে ঠান্ডা সেঁক দিতে পারেন।

৩. গরম সেঁক না দেওয়াই ভালো, এতে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। বিশেষ করে এইচবিএ১সি-এর মাত্রা ৬.৫-এর নিচে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৫. প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শে আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি নেওয়া যেতে পারে।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক

Ruposhi Chandpur Foundation New York Inc

বার্ষিক ANNUAL PICNIC 2026
বনভোজন ২০২৬

Place:
Hecksher State Park
Field #2, Taylor Pavilion
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730

5 JULY, SUNDAY

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০টা
ব্রডওয়ে এবং ৭৩ স্ট্রিট (স্টারলিং ব্যাংকের সামনে)
1164 Cromwell Ave, Bronx, NY 10452
1866 Westchester Ave, Bronx, NY 10472

বাসে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ঃ
মোঃ আবু ছাদেক ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭
মোঃ কবির ৯১৪-৮৮২-১২৯০
আবু বকর সিদ্দিক মিসরী ৬৩১-৫৪৫-০২৪৯

Grand Sponsors:
THE BARI GROUP
37-16 73rd Street, Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
718-898-7100

প্রধান অতিথি:
আখতার হোসেন বাদল
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

উদ্বোধক : ডা. এনামুল হক
ট্রাষ্ট্রি বোর্ড মেম্বার, বাংলাদেশ সোসাইটি

বিশেষ অতিথি:
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

সম্মানিত সুধী,
আসছে ৫ই জুলাই, রবিবার রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে স্বপরিবারে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সিনিয়র সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি
মোঃ আক্তার হামিদ	মোঃ কবির	মোবারক হোসাইন	মোঃ রেজাউর রহমান রাজু	মিঞা ওবায়দুর রহমান	মোঃ মিজানুর রহমান	মোকসেদুর রহমান সেলিম
৯১৭-৪৫৯-৮৩৭৯	৯১৪-৮৮২-১২৯০	৯২৯-৫০৭-৭৯৩১	৮৬০-৬০৫-৪৯৬০	৯১৭-৪৭০-৮৮৪০	৬৪৬-২১০-০৪৯১	৯২৯-৪২৭-৩৭৭৭

আহ্বায়ক
মু ফখরুল ইসলাম মাছুম
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

সদস্য সচিব
ফরহাদ প্রধান
৯২৯-৩২৮-৬৪৯৮

যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম সদস্য সচিব	যুগ্ম সদস্য সচিব	যুগ্ম সদস্য সচিব
সাফায়েত হোসেন রুমান	ডা: মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	রাজন হাসান	আবু বকর সিদ্দিক মিসরী	মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	মোঃ জাকির হুসাইন
৩৪৭-৭৫১-৭১৭৭	৯২৯-৪৪৯-২০০৬	৯১৭-৪৯৭-৪৯৯৬	৬৩১-৫৪৫-০২৪৯	৬৪৬-৭০৪-৮০৩৮	৯১৭-৯৭১-৭১৩৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটওয়ারী
৯১৭-৫৬৬-৬১১৪

প্রধান সমন্বয়কারী
আমিন খান জাকির
৬৪৬-৬৪১-৮৭৯০

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ আবু ছাদেক ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭
ফারহানা আক্তার শিমু ৩৪৭-৭৬১-৪১০৮

সমন্বয়কারী
নূরে আলম মনির ৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭
আনোয়ার হোসেন মিয়াজী ৩৪৭-৭৮১-১০২১
মাসুদ আলম ২০১-৯১৬-২৯৭৬

সম্মানিত সদস্য
মাহমুদা আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফারুক আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফাতেমা আক্তার ৩৪৭-৪৯৩-২০১৬, খোরশেদ আলম ৯২৯-৪০১-৭৮৭৪ মোঃ বেলায়েত হোসেন সোহাগ ৬৪৬-৫১৬-৮৩২৪, ফজল এলাহী রুস্মান ৯১৭-৬০৩-৫৮৩১ আক্তার হোসেন নাসিম ৯২৯-৬১৫-২১০৩ মাহমুদুল হাসান ৩৪৭-৭৯১-৭১৮৪, এমদাদুল হক ৩৪৭-৭০৭-৬৪৯২, শাহানারা কবির ৬৪৬-৭৮৬-৯২৬১, মোঃ এম হাসান ৯১৭-৩৩০-৮৩৯২, হাসানুজ্জামান ৬৪৬-৭০৫-৯২৮৪, কাউসার আলম ৩৪৭-৭০৭-৩০৪২, কাওসার পাটোয়ারী ৯২৯-৯৭৯-৩৭৭১, হুমায়ুন কবির ৬৪৬-৮৯৪-৯২৩৯, সাহাবুদ্দিন সাহিন ৯২৯-৬১৩-৬১২৮, আব্দুল মমিন৩৪৭-৯৩৫-২৪৩৯, শাহ আলম ৩৪৭-৬৯৪-৯৩১২, মনসুর আলম ইমন ৯২৯-৭১২-২২৩৯, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তরফদার ৩৪৭-৫৬৭-৮৬০২, মোঃ শাহিন আহমেদ ঢালী ৩৪৭-৮৩৭-৫৩৬৭, এস এম সিকান্দার খান ৯২৯-৩৯৮-০৯১২, মোঃ বিলাল হোসেন ৬৪৬-৬৪১-৬৭৬৭, মোঃ ফায়েজ আমিন তালুকদার ৩৪৭-৭৬১-৪৫৯৬, অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান ৯২৯-৭১০-২৫৭৫, মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী ৩৪৭-৪৭৬-৮১৮৩, মোঃ আবদুল কাদের ৩৪৭-৬০৮-১৪২৯, শাহ জালাল ৩৪৭-৬৪৭-৮০৬১

সভাপতি
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
৩৪৭-৩৮৪-০৭৩৬

আকর্ষনীয় র‌্যাফেল ড্র

সাধারণ সম্পাদক
হাসান মাহমুদ সোহেল
৯১৭-৪৯৭-১০২৪

প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত নূর হোসাইন ৩৪৭-৬৫৬-৩৯৩৩

গোপনে অপু-বুবলী দুজনকেই সামলাচ্ছেন শাকিব খান?

বিনোদন ডেস্ক : কয়েক মাস আগেই শোবিজ অঙ্গনে গুঞ্জন রটে, মা হচ্ছেন ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী শবনম বুবলী। কিন্তু কে হচ্ছেন বাবা? বুবলীর সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ নেই বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন শাকিব। ফলে হিসেব মেলানোটা বেশ কঠিনই হচ্ছিল। দুইয়ে-দুইয়ে চারের হিসেবটা এতটাই কঠিন ছিল যে, কেউ কেউ বলছিলেন- বুবলির মা হওয়ার খবর কেবলই গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন আলোচনার মধ্যেই ফেসবুক পোস্টে সব প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিলেন শবনম বুবলী। শুক্রবার (৫ জুন) এক ফেসবুক পোস্টে শাকিব খানকে ট্যাগ করে জানালেন সন্তানের মা হয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে সাবেক স্ত্রী অপু বিশ্বাস ও দ্বিতীয় স্ত্রী শবনম বুবলীর সঙ্গে শাকিব খানের ব্যাপক দূরত্ব দেখা যায়। গুঞ্জন ওঠে, দুজনের সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ নেই; দ্বিতীয় স্ত্রী বুবলীর সঙ্গে বিচ্ছেদও নাকি হয়েছে তার। এখানেই থেমে থাকেনি গুঞ্জন, জল্পনা ওঠে শাকিব খানের তৃতীয় বিয়ে নিয়েও।

সে সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ খুলেছিলেন শাকিব খানও। সংসার-জীবন নিয়ে ঢাকাই সিনেমার এই সুপারস্টার জানিয়েছিলেন, অপু বিশ্বাস অথবা বুবলী দুজনই তার অতীত। কোনো রকমের যোগাযোগ নেই তাদের মধ্যে। শুধু সন্তানদের খোঁজ-খবর নেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু দেখাশোনা প্রয়োজন ওইটুকুতেই সবকিছু সীমাবদ্ধ। তবে বুবলীর মা হওয়ার পর নতুন করে আবারও আলোচনায় শাকিব খানের এই পুরোনো বক্তব্য। যদিও মেগাস্টার শাকিব খানের সে সময়ের কথা এবং বর্তমান সময়ের চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। যেন অভিনেতার মনের পাথর গলেছে। অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলী- দুজনের বাড়িতে আসা-যাওয়ার ইঙ্গিত মেলে শাকিব খানের। শুধু তাই নয়, গত বছর অপু-বুবলী দুজনকেই সঙ্গ দেন শাকিব। ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি শপিং মল থেকে ছেলে আব্রাহাম খান জয়ের হাত ধরে গাড়িতে উঠছেন শাকিব খান, সঙ্গে অপু বিশ্বাস।

কনসার্টে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে ক্ষুব্ধ ম্যাডোনা

বিনোদন ডেস্ক : ৫ জুন রাতে ম্যানহাটনের আপার ওয়েস্ট সাইডের ঐতিহ্যবাহী বিকন থিয়েটারে পপ সম্রাজ্ঞী ম্যাডোনা এবং তার ভক্তদের ঢল নেমেছিল। উপলক্ষ ছিল তার বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'কনফেশনস টু দ্য ফিল্ম'র প্রিমিয়ার। স্ক্রিনিং শেষে এই পপ কুইন এবং ছবির পরিচালক জুটি ডেভিড টোরো ও সোলোমন চেজ দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে একটি বিশেষ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। সময়ের টানাপোড়েনের কারণে শেষ মুহূর্তে জনপ্রিয় সঞ্চালক জিমি ফ্যালনের পরিবর্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব নেন অ্যান্ডারসন কুপার। ম্যাডোনা সহ এই চারজনের আড্ডা জমার পর চলচ্চিত্র, শুটিং সেটের সৃজনশীল অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে ম্যাডোনার তারকাখ্যাতি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের গল্পড়সবই উঠে আসে আলোচনায়। কথার সূত্র ধরে কুপার দর্শকদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, মিলনায়তনে প্রবেশ করা প্রতিটি মানুষের ফোন একটি বিশেষ 'ইয়ন্ডার পাউচ'-এ লক করে রাখা হয়েছিল, যা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে খোলার কোনো উপায় ছিল না। এ প্রসঙ্গে ম্যাডোনা বলেন, বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সবকিছু ফ্রেমবন্দি বা রেকর্ড করার এক নতুন এবং 'অদম্য ক্ষুধা' তৈরি হয়েছে, যা আমাদের জীবনযাত্রাকেই বদলে দিয়েছে। বাস্তবতা মেনে নিলেও নিজের ব্যক্তিগত দর্শনে তিনি অটল এই পপ তারকা বলেন, 'আমি এই পৃথিবীতে এসেছি কাজ করতে, শুধু দর্শক হয়ে অন্যের জীবন দেখতে নয়।' নিজের বক্তব্যের সপক্ষে কোচেলা মিউজিক ফেস্টিভ্যালের উদাহরণ টানেন ম্যাডোনা, যেখানে তিনি তরুণ পপ তারকা সাবরিনা কার্পেন্টারের সঙ্গে পারফর্ম করেছিলেন। অভিজ্ঞতাটি দারুণ হলেও তার কাছে বিষয়টি বেশ অদ্ভুত ও ভীতিকর লেগেছিল বলে জানান তিনি।

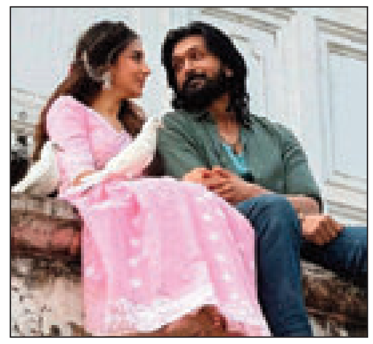

আল্লাহর হুকুম যখন, ঠিক তখনই হইছে

- আরিফিন শুভ

বিনোদন ডেস্ক : ঈদে মুক্তি পেয়েছে ঢালিউড অভিনেতা আরিফিন শুভর সিনেমা 'মালিক'। সাইফ চন্দনের পরিচালনায় অ্যাকশন-থ্রিলার-নির্ভর এ সিনেমাটি বেশ সাড়া ফেলেছে। বিশেষ করে শুভ ও মিমের রসায়ন দর্শকরা পছন্দ করেছে। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়ে সিনেমাটিতে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তি নিয়ে অকপট কথা বলেছেন আরিফিন শুভ। দীর্ঘদিন পর এ সিনেমায় শুভর সঙ্গে জুটি হয়ে কাজ করেছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ও ভালোবাসাই তার কাজের মূল অনুপ্রেরণা বলে জানিয়েছেন আরিফিন শুভ। তিনি বলেন, তারা আনন্দ পেলেই তাদের আনন্দটাই সবকিছু। আমি শুধু একটা জিনিসই বলবড় 'মালিক' এখনো সাকসেসফুলি চলছে। যারা এখনো দেখেননি, তারা অবশ্যই অবশ্যই হলে এসে যদি আনন্দ করতে চান, আনন্দ-উল্লাস করতে চান, তালি মারতে চান, সিটি বাজাতে চান, তাহলে 'মালিক' দেখবেন।

'মালিক' সিনেমায় আরিফিন শুভ ও বিদ্যা সিনহা মিমসহ আরও অভিনয় করেছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মনিরা মিঠু, খলঅভিনেতা মিশা সওদাগর, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, আরফান মৃধা শিবলু প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে নিজের চরিত্র ও অভিনয়ের সুযোগ প্রসঙ্গে আরিফিন শুভ বলেন, যখন যেই অপরচুনিটি আসে, যেই সুযোগটা আসে, সেটা সৎব্যবহার করাটাই হচ্ছে সময়। তো আমার কাছে এ সুযোগটা এসেছিল, আমি সৎব্যবহার করেছি। আল্লাহর হুকুম যখন, তখনই হইছে। সময়ে কোনো সঠিক-বেঠিক হয় বলে আমার মনে হয় না; সময় সময় হয়। বাকি টাইমিং মেলার একটা বিষয় থাকে।

ইতিহাসের পাতায় থাকবে 'বনলতা সেন' : স্পর্শিয়া

বিনোদন ডেস্ক : কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' এবার রুপালি পর্দায় চলছে। মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের পরিচালনায় 'বনলতা সেন' সিনেমাটি ঈদে মুক্তি পেয়েছে। রুপালি পর্দায় রূপসী বাংলার কবির কবিতাটিকে উপজীব্য করে গল্প বুনেছেন নির্মাতা। সে বুননে ডুব দিচ্ছেন দর্শকরা। দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে 'বনলতা সেন'। এ মিছিলে আছেন বিনোদন জগতের তারকারাও। অনেক তারকাও সিনেমাটির প্রশংসা করেছেন। এবার সে তালিকায় শামিল হলেন সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। তিনি বলেন, সব গান সবার জন্য নয়, সব চলচ্চিত্র সবার জন্য নয়। 'বনলতা সেন' আমার মতো অনেকের যেমন ভালো লাগবে, অনেকের লাগবে না। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় থাকবে সিনেমাটি।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
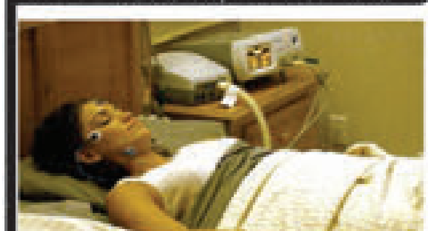
Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

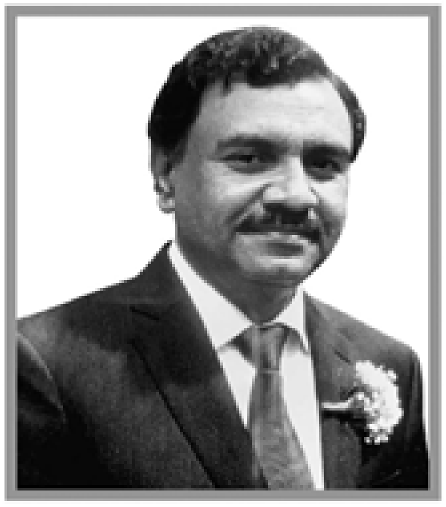

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

Metro Plus
Fidelis Care
Wellcare
Health First
Affinity
Health Plus
Hip
All Private Insurance
Express Scripts
Magna Care
Optumrx
United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ধনকুবের রবিন খুদা?

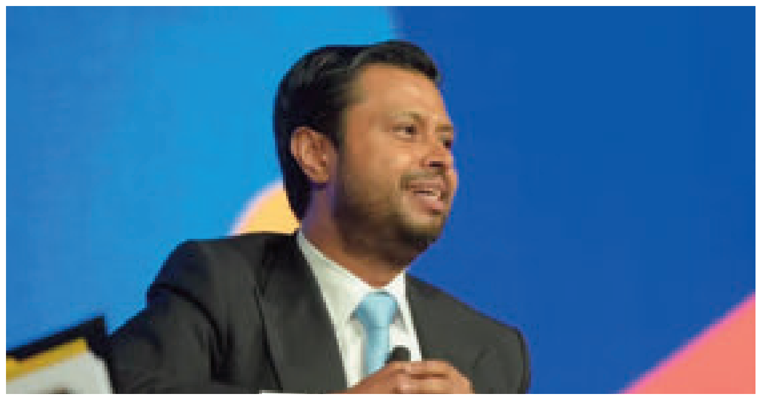

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা দিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান ধনকুবের রবিন খুদা। তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ক্লাউড কম্পিউটিং খাতে এই বিশাল বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। এই মেগা ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে নিয়ে জোর আলোচনা চলছে; যার মূল কারণ, তার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা এই বাংলাদেশেই।ঢাকায় জন্ম, সিরাজগঞ্জে শিকড় :রবিন খুদার জন্ম ঢাকায়। তিনি রাজধানীর শেরেবাংলানগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ থেকে তার প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও বাবা-মাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বসবাস করলেও তার পারিবারিক শিকড় সিরাজগঞ্জ জেলার ছাতিয়ানতলী গ্রামে। রবিনের বাবা এস এম ওয়াজেদ আলী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রথম ঢাকায় আসেন। পড়াশোনা শেষে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন এবং বাবার কর্মসূত্রেই রবিন খুদার জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ঢাকা শহরেই। ১৯৯৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর রবিন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। সেখানে তিনি সিডনি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে সিডনিতে ছেলের কর্মজীবন স্থিতিশীল হওয়ার পর তার বাবা-মাও অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং তার বাবা সেখানে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করেন।

করপোরেট ক্যারিয়ার থেকে ‘এয়ারট্রাঙ্ক’ প্রতিষ্ঠা : পেশাজীবনের শুরুতে রবিন খুদা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও ক্লাউড কম্পিউটিং খাতে কাজ করেন। তিনি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান সিংটেল ও ফুজিৎসুতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি পাইপ নেটওয়ার্কস এবং পরবর্তীতে নেক্সটডিসির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) হিসেবে সফলতার সাথে কাজ করেন। টেলিকম ও প্রযুক্তি খাতের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘এয়ারট্রাঙ্ক’ । রবিন খুদার দূরদর্শী নেতৃত্বে এয়ারট্রাঙ্ক আজ অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ এবং বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার অপারেটরে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি অবকাঠামো খাতে এই অভাবনীয় সাফল্য তাকে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ীদের কাতারে স্থান করে দিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোম্পানিটি দ্রুত ডানা মেলেছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও সিঙ্গাপুরে এয়ারট্রাঙ্কের অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ৩৮তম ধনী ও রেকর্ড অনুদান : অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ধনীদের তালিকায় রবিন খুদার অবস্থান বর্তমানে ৩৮তম। তার মোট সম্পদের পরিমাণ দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। সাফল্যের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও অবদান রাখছেন তিনি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সম্প্রতি নিজের প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সিডনি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে (ইউটিএস) ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছেন রবিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই অর্থ দিয়ে আগামী দুই দশক ধরে একটি বিশেষ কর্মসূচি পরিচালিত হবে, যার মূল লক্ষ্য তরুণীদের এসটিইএম শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা নিশ্চিত করা। সিডনি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির মতে, এটি শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেই নয়, বরং নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের ইতিহাসেও কোনো একক ব্যক্তির দেয়া সর্ববৃহৎ দাতব্য অনুদান।

ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলারের মেগা প্রকল্প : জানা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে তিন লাখ কোটি রুপি (প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগ করবে রবিন খুদার প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতে চলমান এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তির জোয়ারকে কাজে লাগাতেই এই মেগা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম ‘ব্ল্যাকস্টোন’ এই প্রকল্পে এয়ারট্রাঙ্ককে অর্থায়ন ও কৌশলগত সহযোগিতা করছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশটির সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে রবিন খুদার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর গত শুক্রবার (৫ জুন) আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। এয়ারট্রাঙ্ক জানিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় তারা পুরো ভারতজুড়ে প্রায় পাঁচ গিগাওয়াট (এড) ক্ষমতাসম্পন্ন হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার অবকাঠামো গড়ে তুলবে।

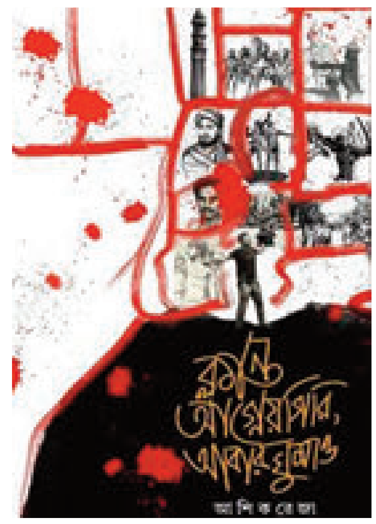

আশিক রেজার কাব্যগ্রন্থ’ ক্লান্ত আগ্নেয়গিরি, আবার ঘুমাও’ প্রকাশিত

নিউইয়র্ক: কবি ও সম্পাদক আশিক রেজার নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘ক্লান্ত আগ্নেয়গিরি, আবার ঘুমাও’ সমকালীন বাংলা কবিতায় এক নতুন চিন্তার দুয়ার উন্মোচন করেছে। বাংলার রক্তে রঞ্জিত পথে শুয়ে থাকা স্বপ্ন, সাপ ও বিষাক্ত নীল লাশের বুদবুদে গাঁথা এই গ্রন্থটিকে বলই কোনো আবেগ প্রসূত সংকলন নয়, বরং সমর্থন-অসমর্থনের সীমানা ছাড়িয়ে সাম্প্রতিক জুলাই বিপ্লবের ধারণাকে ইতিহাসের নিরিখে এক সাহসী চ্যালেঞ্জ। কবি এই গ্রন্থে একরৈখিক জুলাই ন্যারেটিভকে অতিক্রম করে বাংলার ১৩০০ বছরের অনির্বাণ জনতার শাসনের অভিপ্রায়, এবং কৃষাণ-শ্রমিক-নিম্নবর্গের নিয়মিত বিরতির অভ্যুত্থান ও রক্তাক্ত আহুতিকে তুলে এনেছেন।বাইবেলের ‘সেভেন স্লিপার্স’ ও কোরআনের ‘আসহাবে কাহাফ’-এর ধারণার সাথে এই গণজাগরণের এক গভীর তুলনামূলক পাঠ আহ্বান করেছেন তিনি।একই সাথে কাব্যগ্রন্থে ঐতিহাসিক ‘বুলঘকপুর’ চরিত্রকে সমকালীন ভুল লক্ষ্যেরও আমলাতান্ত্রিক শহুরে ভুয়ারূপী শয়তানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।ক্ষমতার সুবিধাবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই বই জনতার শ্বাস ও শাশ্বত আশাবাদের এক অবিনাশী কবিতাকল্প।

বইটি প্রকাশ করেছে নন্দিত প্রকাশনা ঘাসফুল। বাংলার প্রণম্য বিদ্রোহী ভূমিপুত্রদের চিত্রশোভিত প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী আহমাদ দারবিশ। বইটির প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রকমারি সীমিত সময়ের জন্য আয়োজন করেছে বিশেষ ১৪% ছাড়কৃত মূল্য ১৬৮ টাকা মাত্র। কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে রকমারিসহ বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন আউটলেটে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রনোদনা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশ ডেস্ক: বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে যারা বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারবেন, তাদের জন্য ১.৫ শতাংশ প্রনোদনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাংলাদেশের আসন্ন বাজেট ব্যবসা-বান্ধব হবে জানিয়ে তিনি বলেন, বাজেটে প্রত্যেকের জন্য এমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে যাতে তারা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারেন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। সেজন্য সরকার দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজকরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বৈরাচারের পতনের পরে আমরা দেখেছি কীভাবে দুর্নীতি এবং অর্থ পাচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশকে গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক সুশৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনতে হবে এবং একই সঙ্গে দেশে ব্যবসা-বান্ধব পরিস্থিতি বা পরিবেশও গড়ে তুলতে হবে। ১১ জুন বাজেট উপস্থাপন করবো, এই সরকারের প্রথম বাজেট উপস্থাপিত হবে। সেখানেও আমরা চেষ্টা করেছি দেশে যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদের সেটি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী হতে পারেন ট্রেডারও হতে পারেন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারেন। যেই হোন না কেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য এমন সুবিধা তৈরি করা যেখানে তারা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারেন। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। সেভাবেই আমরা চেষ্টা করছি এবারকার বাজেটটি তৈরি করতে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজকরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতোগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ আনলে ১.৫ শতাংশ ইনসেনটিভের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশি বা কোনো বিদেশি নাগরিক যদি দেশে বিনিয়োগ নিয়ে আসেন, তাহলে তাকে ওই বিনিয়োগের ১ দশমিক ৫ শতাংশ ইনসেনটিভ বা কমিশন দেয়া হবে। পাশাপাশি প্রকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ৯ শতাংশ সুদে ৬ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো হবে কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, 'অর্থনীতির বিভিন্ন সমীকরণ আছে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সুদের হার কমালে যদি দেখা যায় যে, এটি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে এবং দেশের অর্থনীতি লাভবান হবে, তবে সরকার নিশ্চয়ই সেটি গ্রহণ করবে। তবে এখনো এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।'

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
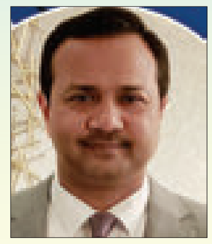
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
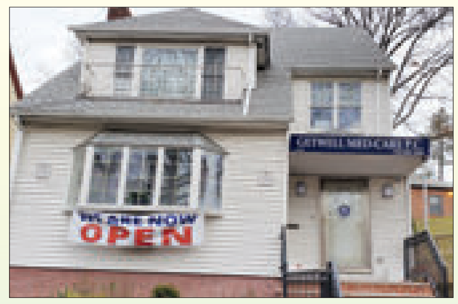
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

Just... Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

(প্রথম পাতার পর)

৪৮ দলের বিশ্বকাপ মহোৎসব শুরু

পাগল ভক্ত। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লাখ লাখ ফুটবলপ্রেমীও পৌঁছে গেছেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে- বিশ্বকাপের ১৬টি ভেন্যুতে, ফিফার ফ্যান ফেস্টে, যুক্তরাষ্ট্রে, মেক্সিকো ও কানাডার বিভিন্ন শহরে। ফুটবলাররা প্রস্তুত। সমর্থকরাও প্রস্তুত। প্রস্তুত ফুটবলযজ্ঞের মঞ্চও। আজ নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৩ টায় মেক্সিকোর আজটেকা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলিয়ান রেফারি উইলটন স্যাম্পাইও বাঁশিতে ফুঁ দিলেই শুরু হবে বিশ্বকাপ। মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বিশ্বে উত্তাপ ছড়ানো এক ফুটবলীয় লড়াই।

চার বছরের অপেক্ষার অবসান। কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর দৃষ্টি এখন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়ামের দিকে। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের। ৪৮ দল নিয়ে সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু হবে ফুটবল ইতিহাসের বহু স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী আজটেকা স্টেডিয়ামে। পেলের ১৯৭০, ম্যারাডোনার ১৯৮৬-দুটি বিশ্বকাপই এ স্টেডিয়ামকে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

বিশ্বকাপ মানেই শুধু ফুটবল নয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া উৎসবগুলোর একটি। প্রতি চার বছর পর পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভাষা, সংস্কৃতি ও সীমান্তের বিভেদ ভুলে একত্রিত হয় একটি বলের পেছনে। সেই মহোৎসবের নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে আজটেকায়। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপের পথচলা। ১৩ দল নিয়ে যাত্রা শুরু করা টুর্নামেন্টটি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসরে পরিণত হয়েছে। প্রায় এক শতাব্দীর এই যাত্রায় বিশ্বকাপ জন্ম দিয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তির। পেলের উত্থান, ম্যারাডোনার জাদু, জিনেদিন জিদানের শিল্প, রোনালদোর গতি, মেসির স্বপ্নপূরণ-সবই বিশ্বকাপ ইতিহাসের অংশ।

এবারের বিশ্বকাপ সেই ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিচ্ছে বিশ্বকাপে। ম্যাচের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে প্রতিযোগিতার ব্যাপ্তিও। ফুটবল বিশ্বের অনেক নতুন দেশ এবার সুযোগ পেয়েছে নিজেদের সামর্থ্য দেখানোর। ফিফার আশা, বিশ্বকাপের এই সম্প্রসারণ ফুটবলকে আরও বেশি বৈশ্বিক করে তুলবে। কেপ ভার্দে, জর্ডান, উজবেকিস্তান ও কুরাসাও নতুন দল হিসেবে অংশ নিচ্ছে। নতুন স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপে খেলছে মরক্কোর মতো দলও।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্যও বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আয়োজক দেশ মেক্সিকো তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে তুলে ধরতে চায় বিশ্বমঞ্চে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি দর্শক টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন। সংগীত, নৃত্য, আলো আর প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে বর্ণাঢ্য আয়োজন। পপ স্টার শাকিরাসহ অনেক সংগীত শিল্পীই ফুটবলের আনন্দ শুরু করবেন নেচে-গেয়ে। আলোক প্রদর্শনী ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই চমক দেখাতে যাচ্ছে মেক্সিকো। বিশ্বকাপের উদ্বোধনের জন্য আজটেকা স্টেডিয়ামকে বেছে নেওয়ার মধ্যেও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় কিছু মুহূর্তের সাক্ষী এ স্টেডিয়াম। ১৯৭০ সালে এখানে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন পেলে। ১৯৮৬ সালে এ মাঠেই ম্যারাডোনা খেলেছিলেন তার বিখ্যাত ‘হ্যান্ড অব গড’ ও ‘গোল অব দ্য সেঞ্চুরি’র ম্যাচ। সেই ঐতিহাসিক ভেন্যুতেই শুরু হচ্ছে নতুন আরেক বিশ্বকাপের উন্মাদনা। এ উন্মাদনায় শেষ উৎসব করবে কারা? ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, নাকি ইউরোপীয় শক্তি স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি কিংবা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল? নজর থাকবে নতুন প্রজন্মের তারকাদের ওপরও। লামিন ইয়ামাল, জুড বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আরলিং হলান্ড, ভিনিসাস জুনিয়রদের জন্য এটি হতে পারে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। এমবাপ্পে তরুণ বয়সেই বিশ্বকাপ জিতে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছেন। তবে এবারের বিশ্বকাপ তাকে কিংবদন্তির মর্যাদায় আরও এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে। লিওনেল মেসি ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপটি নিশ্চয়ই রাঙাতে চাইবেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্যও এটি শেষ সুযোগ। বড় বড় তারকা ও ফুটবল শক্তির ভিড়ে ‘ডার্ক হর্স’ খ্যাত দলগুলোর কথাও মনে রাখতে হবে। বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস কিংবা মরক্কোর মতো দল চমকে দিতেই পারে ফুটবল বিশ্বকে। বিশ্বকাপ শুধু শিরোপার লড়াই নয়, এটি আবেগেরও লড়াই। প্রতি আসরেই জন্ম নেয় নতুন নায়ক। আবার ভেঙে যায় অনেক স্বপ্ন। কোনো অখ্যাত দল হয়ে ওঠে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, কোনো তারকা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন কিংবদন্তির কাতারে। বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই হলো এই অনিশ্চয়তা। ২০২৬ সালের আসর আরও

একটি কারণে বিশেষ। প্রথমবারের মতো তিনটি দেশ- মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা যৌথভাবে আয়োজন করছে বিশ্বকাপ। উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো। আয়োজন, দর্শকসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী এক মাস ফুটবলের জ্বরে কাঁপবে বিশ্ব। রাস্তাঘাট, চায়ের দোকান, ক্যাফেটেরিয়া, অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়-সবখানেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে বিশ্বকাপ। কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন, আবেগ ও প্রত্যাশা মিশে যাবে এক মহাযজ্ঞে। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সেই মহাযজ্ঞের বাঁশি বাজছে আজটেকায়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, কে লিখবেন নতুন ইতিহাস? কে ছুঁয়ে দেখবেন সোনালি ট্রফি? আর কার নাম যুক্ত হবে বিশ্বকাপের অমর কিংবদন্তিদের তালিকায়?

মহোৎসবে অর্থের ছড়াছড়ি : বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসর যে ফুটবল বিশ্বকাপ, তা আবারও প্রমাণিত হতে যাচ্ছে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে আয় হবে প্রায় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। তুলনা করলে দেখা যায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) আয় করেছে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ফুটবল বিশ্বকাপের আয় ক্রিকেটের বৈশ্বিক আসরের তুলনায় প্রায় ১১ গুণ বেশি।

ফিফার আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস সম্প্রচার স্বত্ব বা ব্রডকাস্টিং। এই খাত থেকেই সংস্থাটি আয় করছে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া টিকিট বিক্রি থেকে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ৩ বিলিয়ন ডলার। বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব ও স্পনসরশিপ থেকেও আসছে বিপুল পরিমাণ অর্থ, যা বিশ্বকাপকে ক্রীড়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ইভেন্টে পরিণত করেছে।

বিশ্বকাপ থেকে আয়ের দিক দিয়ে আগের রেকর্ড ছিল ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের। ৩২ দলের সেই আসর থেকে ফিফার মোট আয় হয়েছিল ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওই টুর্নামেন্টে মোট প্রাইজমানি ছিল ৪৪০ মিলিয়ন ডলার। চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৪২ মিলিয়ন ডলার, আর রানার্সআপ ফ্রান্সের ভাগে গিয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার।

তবে ৪৮ দলের নতুন ফরম্যাটে আয় বেড়েছে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবার ফিফার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পুরস্কারের অঙ্কও। বিশ্বকাপ জিততে পারলে বিজয়ী দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পাবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬১৪ কোটি টাকা। রানার্সআপ দলের জন্য বরাদ্দ ৩৩ মিলিয়ন ডলার।

এছাড়া তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দল পাবে ২৯ মিলিয়ন ডলার এবং চতুর্থ স্থানে থাকা দল পাবে ২৭ মিলিয়ন ডলার। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছানো ৫ম থেকে ৮ম স্থানের প্রতিটি দল পাবে ১৯ মিলিয়ন ডলার করে। নকআউট পর্বে উঠতে না পারলেও অর্থ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না কোনো দল। ১৭তম থেকে ৩২তম স্থানে থাকা দলগুলো পাবে ১১ মিলিয়ন ডলার করে। এমনকি গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেওয়া ৩৩ থেকে ৪৮ নম্বর অবস্থানে থাকা দলগুলোর জন্যও বরাদ্দ রয়েছে ৯ মিলিয়ন ডলার করে।

এর বাইরে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ৪৮টি দলই প্রস্তুতি ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত ১.৫ মিলিয়ন ডলার করে পাবে। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ ২০২৬ শুধু মাঠের লড়াই নয়, অর্থনীতির দিক থেকেও হতে যাচ্ছে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ব্যয়বহুল আসর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে যেসব চমক : বিশ্বের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ আসর ফিফা বিশ্বকাপের। প্রথমবারের মতো তিনটি আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা একসঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৪ সালে এবং মেক্সিকো ১৯৭০ ও ১৯৮৬ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করলেও, এবারই প্রথমবারের মতো কানাডা বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে। এবার তিন দেশের মোট ১৬টি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের মোট ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল (১১ জুন) ম্যাক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকায় (আজটেকা স্টেডিয়াম) ম্যাক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলা। আর ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ৩৯ দিনের এই আসর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যা যা থাকছে : বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উত্তর আমেরিকার তিনটি দেশড়মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেড়একসঙ্গে আয়োজিত হবে। এই প্রথমবারের মতো একটি বিশ্বকাপ তিন দেশে সমান্তরালভাবে উদ্বোধন করা হচ্ছে। প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু হবে সংশ্লিষ্ট আয়োজক দেশের উদ্বোধনী ম্যাচের ৯০ মিনিট আগে। তিনটি অনুষ্ঠান আলাদা হলেও এগুলো একটি অভিন্ন থিমের মাধ্যমে যুক্ত থাকবেড়যেখানে ফুটবলের মাধ্যমে মানুষকে সীমান্ত পেরিয়ে একত্রিত করার বার্তা তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানগুলোর প্রযোজক হিসেবে দায়িত্বে আছেন মার্কো বালি। তিনি একাধিক অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি শো আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করলেও সবগুলোই ফুটবলের ঐক্যের বার্তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। প্রতিটি দেশ নিজেদের সংস্কৃতি ও ভিজ্যুয়াল পরিচয় তুলে ধরবে।

কানাডা: ‘কালচারাল মোজাইক’ বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। মেক্সিকো: ঐতিহ্যবাহী ‘পাপেল পিকাডো’ শিল্প। যুক্তরাষ্ট্র: ‘ঝলমলে, উজ্জ্বল’ কাপ থিম। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘বিশ্বকাপের সূচনা এমন একটি মুহূর্ত, যা পুরো বিশ্ব একসঙ্গে ভাগ করে নেয়। মেক্সিকো সিটি থেকে শুরু হয়ে টরন্টো ও লস অ্যাঞ্জেলেসে এই অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হবে, যা সংগীত, সংস্কৃতি ও ফুটবলের এক অভিন্ন উদ্যাপন হবে।’

সময় ও স্থানভিত্তিক আয়োজন। মেক্সিকো সিটি (১১ জুন) : মেক্সিকো সিটির এস্তাদিও আজতেকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে স্বদেশীয় সংস্কৃতি, আধুনিক লোকশিল্প এবং ‘পাপেল পিকাডো’ প্রদর্শিত হবে। এতে শাকিরা, জে বালভিন, মানা, লিলা ডাউনসসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংগীতশিল্পী অংশ নেবেন।

টরন্টো (১২ জুন) : কানাডার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টরন্টো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে দেশটির বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ তুলে ধরা হবে। এতে পারফর্ম করবেন আলানিস মরিসেট, মাইকেল বুবলে, এলেসিয়া কারা, জেসি রেইজস, নোরা ফাতেহি, সঞ্জয়সহ অনেকে। এটি কানাডার জন্য ঘরের মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচের আগে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেস (১২ জুন) : যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে। এতে থাকবে বৃহৎ ভিজ্যুয়াল শো এবং কেটি পেরি, ফিউচার, আনিতা, এলএলএ ও রেমার মতো প্রমুখ শিল্পিদের পারফরম্যান্স। প্রতিটি অনুষ্ঠানের পর মাঠে খেলোয়াড়দের ওয়ার্ম-আপ, প্রি-ম্যাচ অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিক কিক-অফ প্রোটোকল সম্পন্ন হবে। মেক্সিকো সিটির অনুষ্ঠান প্রায় ১৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড, আর টরন্টো ও লস অ্যাঞ্জেলেসের অনুষ্ঠান প্রায় ১৩ মিনিট করে চলবে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বিদেশে প্রতারণার শিকার প্রবাসীরা ফিরছেন শূন্য হাতে

(প্রথম পাতার পর)

শারীরিক ক্ষত নিয়ে, সম্পূর্ণ শূন্যহাতে তাদের দেশে ফিরে আসতে হয়। বিমানবন্দর টার্মিনালে যখন তারা পা রাখেন, তখন তাদের চোখে থাকে না কোনো অর্জনের আনন্দ, বরং থাকে ঋণের বোঝা আর অন্ধকারের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

প্রতারণার জাল ও শূন্যহাতে প্রত্যাবর্তনের বেদনা : বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে সক্রিয় এক শ্রেণির অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি এবং স্থানীয় দালাল চক্র প্রবাসীদের সর-লতার সুযোগ নেয়। ভালো চাকরি, উচ্চ বেতন এবং চমৎকার সুযোগ-সুবিধাজনক কাজের লোভ দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয় তাদের। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর পরেই পাল্টে যায় দৃশ্যপট। আকামা বা কাজের বৈধ পারমিট না দেওয়া, মাসের পর মাস বেতন না দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া, এবং পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে বন্দি দশায় রাখার মতো ঘটনা নিত্যদিনের। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে আটক হয়ে কিংবা কোনো রকমে জীবন বাঁচিয়ে আউটপাস নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হন এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। এই জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন শুধু একজন ব্যক্তির ফিরে আসা নয়, বরং একটি পুরো পরিবারের অর্থনৈতিক মেরুদ- ভেঙে যাওয়ার গল্প।

সরকারি উদ্যোগ ও জরুরি সহায়তা কার্যক্রম : প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফিরে আসা প্রবাসীদের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য সরকারের 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' এবং 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তাৎক্ষণিক আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা : বিদেশ থেকে শূন্যহাতে বা অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা কর্মীদের বিমানবন্দরেই জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বাড়ি ফেরার জন্য যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া মৃত বা গুরুতর আহতদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

পুনর্বাসন ঋণ : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ৪ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো– ফিরে আসা কর্মীরা যেন দেশে ছোটখাটো ব্যবসা, গবাদি পশু পালন বা কৃষিকাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

মানসিক ও আইনি কাউন্সেলিং : চরম ট্রমা এবং মানসিক নির্যাতন সহ্য করে আসা প্রবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দোষী দালাল বা এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিনা মূল্যে আইনি সহায়তাও দেওয়া হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশীয় বাজারে সুযোগ : প্রতারণার শিকার প্রবাসীদের কেবল ঋণ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের দীর্ঘমেয়াদি আয়ের উৎস নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার বর্তমানে তাদের জন্য দেশীয় শ্রমবাজারে কাজের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বেশ কিছু সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিদেশে কাজ করার সুবাদে অনেক কর্মী নির্দিষ্ট কিছু কাজে (যেমন- কনস্ট্রাকশন, ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, প্লাম্বিং বা কেয়ারগিভিং) বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। তাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে দেশের বড় বড় মেগা প্রজেক্ট এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ছাড়া, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তাদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সনদের আওতায় আনা হচ্ছে, যা দেশের বাজারে ভালো বেতনে চাকরি পেতে সাহায্য করে।

বাস্তবতার নিরিখে চ্যালেঞ্জ : সরকারি পর্যায় থেকে নানা ধরনের ঋণের কথা বলা হলেও মাঠপর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, নথিপত্রের দীর্ঘসূত্রতা এবং তথ্যের অভাবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা অনেক সময় এই সুবিধার বাইরে থেকে যান। এই প্রক্রিয়ার সহজীকরণ এখন সময়ের দাবি।

টেকসই পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সহযোগিতা : আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতারিত প্রবাসীদের টেকসই পুনর্বাসনে কাজ করছে। তারা সমাজ-ভিত্তিক পুনর্বাসন মডেলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, ক্ষুদ্র ব্যবসার কাঁচামাল কিনে দিচ্ছে, যাতে করে নগদ টাকার অপচয় না হয়ে সরাসরি আয়ের উৎস তৈরি হয়। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই ফিরে আসা প্রবাসীরা নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন। বিদেশের মাটিতে প্রতারিত হয়ে ফিরে আসা নাগরিকরা করুণার পাত্র নন, তারা আমাদেরই ভাই-বোন এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাদের টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হলে সরকারি সহায়তার পরিধি আরও বাড়াতে হবে এবং ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ও সহজ করতে হবে। একই সঙ্গে, ভবিষ্যতে আর কোনো কর্মীকে যেন এমন পরিস্থিতির শিকার হতে না হয়, সেজন্য মানবপাচারকারী ও ভুয়া লাইসেন্সধারী দালাল চক্রের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশেই পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারলেই এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

রাজনৈতিক অস্থিরতার আগুনে ঘি ঢালছে আওয়ামী লীগ

(প্রথম পাতার পর)

হচ্ছে, ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাজ করছে। এদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিস্ট আমলের সুবিধাভোগীরা অর্থনৈতিক সেক্টরকেও অস্থিতিশীল করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং জগতের আইকন ইসলামী ব্যাংককে ধসিয়ে দিতে কৌশলে ফ্যাসিস্ট সরকারের লুটেরাগোষ্ঠী কলকাঠি নাড়ছে। অপরদিকে পান থেকে চুন খসলেই ফ্যাসিস্ট আমলের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সেগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চটকদার ফটোকার্ড তৈরি করে কিংবা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিয়ে হাইপ তুলছে। আবার কখনো কখনো মিথ্যা তথ্য দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ঘোলাটে করার জন্য নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কট্টোর সমর্থক ও নেতাকর্মীরা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এর আগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট নজিরবিহীন পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও একের পর এক ইস্যু তৈরি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছিল কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোরনীতির কারণে তাদের সেই তৎপরতা ওই সময় বেশিদূর এগোতে পারেনি। গেল ১২ ফেব্রুয়ারি পতিত আওয়ামী লীগবিহীন অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করে। আর পতিত দলটি রাজনৈতিক মাঠ উত্তপ্ত করার জন্য লোকবল সঙ্কটে এখন সোশ্যাল মিডিয়াকে বেছে নিয়েছে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ভুয়া ফটোকার্ড ও বিতর্কিত কন্টেন্ট তৈরি করে নামে বেনামে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু কিছু ঘটনাও রঙ চঙ লাগিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিয়ে হাইপ তোলা হচ্ছে। এসব কন্টেন্ট দেখে রাজনৈতিক অঙ্গন প্রায়শ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এসব অপতৎপরতার মাধ্যমে রাজনীতিতে আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করতে পতিত দলটি আলোচনায় থাকার কৌশলের পথ বেছে নিয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের দেশে ও বিদেশে অবস্থান করা পলাতক নেতাকর্মীরা অন্তত দেড় হাজার থেকে দুই হাজার ভুয়া অ্যাকাউন্ট সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছে। দেশের অভ্যন্তরে খুন, হত্যা ধর্ষণ কিংবা মব ভায়োলেন্সের মতো কোনো ঘটনা ঘটার আগেই ওইসব ভুয়া অ্যাকাউন্টগুলো আগে থেকেই সক্রিয় থাকে। ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গুজব ছড়িয়ে ঘটনাকে ভিন্নমাত্রা দেয়ার জন্য একটি হাইপ তুলে দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যাসহ বেশ কয়েকটি ঘটনা গণমাধ্যমসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বায়ান্ন নিউজ নামে একটি পেজ থেকে গত ২০ মে 'অব্যাহত জবাই, ধর্ষণ! ২ দিনে ৪ সংখ্যালঘুসহ প্রায় ১ ডজন মানুষ জবাই! ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে জবাই! কি হচ্ছে দেশে? কি ঘটতে যাচ্ছে?' এই শিরোনামে একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়। ২৮ মে 'ঢাকায় ৩০ ঘণ্টার ব্যবধানে জোড়া দম্পতিসহ ১৩ লাশ' শিরোনামে একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে দেখা যায়। কোরবানি ঈদের আগে রাজধানীতে একটি গরুকে মেট্রোরেলে উঠানোর একটি ভিডিও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সেটি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়। আওয়ামীপন্থী নেটিজেনরা সরকারের দিকে তির্যক মন্তব্য ছুড়ে দেয়। তাদের ভাষ্য, 'ঢাকার মেট্রোস্টেশনগুলো আজ গরুর হাট! যেমন রুচিহীন সরকার, তেমনি তার রুচিহীন ও ফেল্টুস ঢাকার প্রশাসক, তেমনি তার ১৭ বছরের বুভুক্ষু দল। মেট্রোরেল চালু হয়েছে ২০২২ সালে। আজ পর্যন্ত কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের রুচির এতটা অধঃপতন হয়নি যে, মেট্রোরেলের মতো আইকনিক ও হাজার কোটি টাকার প্রজেক্টকে গরুর খোঁয়াড়ে পরিণত করবে। তারেক সরকার ও তার দল সেই অসম্ভবকে আজ সম্ভব করেছে।' গত ২৪ মে 'বৈশ্বিক মন্দার চেয়েও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিশৃঙ্খলা ডুবালো দেশের পোশাক শিল্পকে' এরকম একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে দেখা যায়। গত ২২ মে 'রামিসাকে ধর্ষণ ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামির দায় স্বীকার' শিরোনামে একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। গত ২১ মে 'জুলাইয়ের আগে ঢাবি অধ্যাপক সাইমার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে জর্জ সেরোসের ৫০ হাজার ডলার! গোপন নথি ফাঁস করলো এফবিআই' শিরোনামে একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন পতনের পর এরকম হাজার হাজার ভুয়া ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়- যার নেপথ্যে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে দেশে ও বিদেশে পলাতক থাকা নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের। ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ফ্যাক্ট চেক প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েকটি ঘটনার সত্যতা যাচাই করেও পেয়েছে। কিছুদিন আগে এহসান চৌধুরী নামক একটি ফেসবুক আইডি থেকে এআই ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং জাইমা রহমানের একটি আপত্তিকর ফটোকার্ড তৈরি করে পোস্ট করা হয়। ওই ভুয়া ফটোকার্ড ছড়িয়ে দেয়ার নেপথ্যে ছিল কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতা গাজী আশরাফুল আলম শ্রাবণসহ আওয়ামী লীগপন্থী কয়েকজন অ্যাকটিভিস্ট। অবশ্য ওই ভুয়া ফটোকার্ডের সত্যতা যাচাই করে ছাত্রলীগ নেতা ও আওয়ামী লীগের যোগসূত্র পেয়েছিল বলে কয়েকটি ফ্যাক্ট চেক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছিল।

এর আগেও অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে রাজপথে গড়ে উঠা আন্দোলনগুলোর নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছেন ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগ সমর্থিত লোকজন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নজিরবিহীন পতনের পর জুডিশিয়াল ক্যুর মাধ্যমে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে উৎখাত করার জন্য ভয়াবহ পরিকল্পনা করেছিল আওয়ামী লীগ। সেটি ব্যর্থ হওয়ার পর গ্রাম পুলিশের আন্দোলন, আনসারদের আন্দোলন, পোশাক শ্রমিকদের অসন্তোষ, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের আন্দোলন, সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন, সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনসহ গত দেড় বছরে গড়ে উঠা বড় বড় আন্দোলনের ওপর ভর করে সরকার পরিবর্তনের তৎপরতা চালিয়েছিল পতিত দলটি। এমনকি গোপালগঞ্জে এবং সচিবালয়ে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার পেছনে পতিত আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটা বড় আকারের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির ক্ষেত্র যে তৈরি করা হচ্ছে, তার নানা লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমে নামে বেনামে অশ্লীল ও আপত্তিকর এআই জেনারেটেড ছবি ছড়িয়ে আগুনে ঘি ঢালার প্রাথমিক কাজটা শুরু করছে ছাত্রলীগ। তারপর সেই ঘটনার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এর পেছনে রয়েছে বিগত ফ্যাসিস্ট আমলের সবচেয়ে সুবিধাভোগী এস আলম গং। তাদেরকে অর্থনৈতিক খাতে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই অস্থিরতা বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক শাহজাহান শুভ মনে করেন, জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি সুপার মেজোরিটি নিয়ে সরকার গঠন করার পর নানাভাবে থউসকানিটা আবারো শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে নামে বেনামে অশ্লীল ও আপত্তিকর এআই জেনারেটেড ছবি ছড়িয়ে আগুনে ঘি ঢালার প্রাথমিক কাজটা শুরু করছে ছাত্রলীগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্রলীগ গুজব ছড়িয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে মোটামুটি সফল হয়েছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক খাতকে ধ্বংস করতেও চক্রান্ত চলছে। যার উদাহরণ ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতা। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক ড. আবদুল লতিফ মাসুম বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যেসব আন্দোলন হয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ। নানা কৌশলে তারা একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চেয়েছিল। সেটা যদিও সফল হয়নি। তিনি বলেন, এখন নির্বাচিত সরকারের সময় মাঠের আন্দোলনে সফল হবে না ভেবে সোশ্যাল মিডিয়াকে বেছে নিয়েছে ওই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও লুটেরা গোষ্ঠী হামলে পড়েছে। সেখানেও একটি অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। পলাতক দলের ফাঁদে পা দেয়া সরকারের কোনোভাবেই উচিত হবে না। এজন্য সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

ক্লাসিফাইড Classified ক্লাসিফাইড

আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?

প্রতি বৃহস্পতিবারের প্রকাশনা
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়!

১৫ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

বুধবার দুপুরের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন প্রেরণ করুন

রুমমেট
রুম ভাড়া
বাড়ি ভাড়া
অফিস ভাড়া
দোকান ভাড়া
প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়

বেবি সিটার
হাউস কিপার

LEASING
ক্রয়- বিক্রয়/লিজ

পাত্রী চাই
পাত্রী চাই
কাজী অফিস

LOOKING FOR A JOB
চাকরি চাই
লোক নিয়োগ
Help Wanted

ড্রাইভার আবশ্যক
গ্রীন/রাইড/লিভারী
কার ভাড়া/লিজ

যোগাযোগ
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

ট্রাম্পের ওপর অসন্তুষ্ট ৫৭% আমেরিকান

(প্রথম পাতার পর)

২ জুন পর্যন্ত রিয়েলক্লিয়ার পলিটিকসের গড় জরিপ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুমোদন হার নেমে এসেছে ৪০ দশমিক ৩ শতাংশে। অন্যদিকে তাঁর কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৫৭ শতাংশ মার্কিন নাগরিক। বিশ্লেষকদের মতে, ইরান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক চাপ বাড়তে থাকায় ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের সতর্ক বার্তা হলো, যুদ্ধের প্রকৃত অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্য এখনো পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়নি। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর আরও গভীর হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র আবার যুদ্ধ শুরু করলে তারা 'একটি অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করবে': ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা আলী খামেনির সামরিক উপদেষ্টা মহসেন রেজাই সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আবার যুদ্ধ শুরু করলে তারা 'একটি অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করবে'। তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প যদি ইরানের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে চান, তাহলে তাঁর প্রতি ইরানের আস্থা রাখার একটি পরীক্ষা হলো ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। এটি এমন এক পরীক্ষা, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে পাস করতে হবে। তবেই পথ খুলবে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি হবে না। তেহরানে দেওয়া এই একান্ত সাক্ষাৎকারে মহসেন রেজাই আরও বলেন, 'আলোচনায় অচলাবস্থা চলছে। এ অচলাবস্থা ট্রাম্পকেই ভাঙতে হবে। বল এখন ট্রাম্পের কোর্টে।' রেজাই বলেন, ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়া হলে তা দুই দেশের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁর ভাষায়, ট্রাম্প প্রশাসন যদি এ অর্থ মুক্ত করে, তবে তা ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 'একটি নতুন দিগন্ত' খুলে দিতে পারে। আরেক খবর অনুযায়ী, মার্কিন কর্মকর্তারা ইরানি সম্পদ ছাড়ের বিষয়টি নিয়ে সতর্ক রয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এখন অর্থ ছাড় করলে ইরানের ওপর চাপ ধরে রাখার গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার বেহাত হবে।

তারিখ	গ্রুপ	ম্যাচ	ভেন্যু	নিউইয়র্ক সময়
জুন ১১	এ	মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা	মেক্সিকো সিটি	বিকাল ৩টা
জুন ১১	এ	দক্ষিণ কোরিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র	গুয়াদালহারা	রাত ১০ টা
জুন ১২	বি	কানাডা-বসনিয়া	টরন্টো	বিকাল ৩টা
জুন ১২	ডি	যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে	লস অ্যাঞ্জেলেস	রাত ৯টা
জুন ১৩	বি	কাতার-সুইজারল্যান্ড	সান ফ্রান্সিসকো	বিকাল ৩টা
জুন ১৩	সি	ব্রাজিল-মরক্কো	নিউইয়র্ক-নিউজার্সি	সন্ধ্যা ৬টা
জুন ১৩	সি	হাইতি-স্কটল্যান্ড	বোস্টন	রাত ৯টা
জুন ১৪	ডি	অস্ট্রেলিয়া-তুরস্ক	ভ্যাঙ্কুভার	রাত ১২ টা
জুন ১৪	ই	জার্মানি-কুরাসাও	হিউস্টন	দুপুর ১টা
জুন ১৪	এফ	নেদারল্যান্ডস-জাপান	ডালাস	বিকাল ৪টা
জুন ১৪	ই	আইভরিকোস্ট-ইকুয়েডর	ফিলাডেলফিয়া	সন্ধ্যা ৭টা
জুন ১৪	এফ	সুইডেন-তিউনিসিয়া	মন্তেরেই	রাত ১০টা
জুন ১৫	এইচ	স্পেন-কেপ ভার্দে	আটলান্টা	দুপুর ১২টা
জুন ১৫	জি	বেলজিয়াম-মিসর	সিয়াটল	বিকাল ৩টা
জুন ১৫	এইচ	সৌদি আরব-উরুগুয়ে	মায়ামি	বিকাল ৬টা
জুন ১৫	জি	ইরান-নিউজিল্যান্ড	লস অ্যাঞ্জেলেস	রাত ৯টা
জুন ১৬	আই	ফ্রান্স-সেনেগাল	নিউইয়র্ক-নিউজার্সি	বিকাল ৩টা
জুন ১৬	আই	ইরাক-নরওয়ে	বোস্টন	বিকাল ৬টা
জুন ১৬	জে	আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া	কানসাস সিটি	রাত ৯টা
জুন ১৭	জে	অস্ট্রিয়া-জর্ডান	সান ফ্রান্সিসকো	রাত ১২টা
জুন ১৭	কে	পর্তুগাল-গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো	হিউস্টন	দুপুর ১টা
জুন ১৭	এল	ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া	ডালাস	বিকল ৪টা
জুন ১৭	এল	ঘানা-পানামা	টরন্টো	সন্ধ্যা ৭টা
জুন ১৭	কে	উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া	মেক্সিকো সিটি	রাত ১০টা
জুন ১৮	এ	চেক প্রজাতন্ত্র-দক্ষিণ আফ্রিকা	আটলান্টা	দুপুর ১২টা
জুন ১৮	বি	সুইজারল্যান্ড-বসনিয়া	লস অ্যাঞ্জেলেস	বিকাল ৩টা
জুন ১৮	বি	কানাডা-কাতার	ভ্যাঙ্কুভার	বিকাল ৬টা
জুন ১৮	এ	মেক্সিকো-দক্ষিণ কোরিয়া	গুয়াদালহারা	রাত ৯টা
জুন ১৯	ডি	যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া	সিয়াটল	দুপুর ৩টা
জুন ১৯	সি	স্কটল্যান্ড-মরক্কো	বোস্টন	বিকাল ৬টা
জুন ১৯	সি	ব্রাজিল-হাইতি	ফিলাডেলফিয়া	রাত ৮.৩০
জুন ১৯	ডি	তুরস্ক-প্যারাগুয়ে	সান ফ্রান্সিসকো	রাত ১১টা
জুন ২০	এফ	নেদারল্যান্ডস-সুইডেন	হিউস্টন	দুপুর ১টা
জুন ২০	ই	জার্মানি-আইভরিকোস্ট	টরন্টো	বিকাল ৪টা
জুন ২০	ই	ইকুয়েডর-কুরাসাও	কানসাস সিটি	রাত ৮টা
জুন ২১	এফ	তিউনিসিয়া-জাপান	মন্তেরেই	রাত ১২টা
জুন ২১	এইচ	স্পেন-সৌদি আরব	আটলান্টা	দুপুর ১২টা
জুন ২১	জি	বেলজিয়াম-ইরান	লস অ্যাঞ্জেলেস	বিকাল ৩টা
জুন ২২	এইচ	উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে	মায়ামি	সন্ধ্যা ৬টা
জুন ২১	জি	নিউজিল্যান্ড-মিসর	ভ্যাঙ্কুভার	রাত ৯টা
জুন ২২	জে	আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া	ডালাস	দুপুর ১টা
জুন ২২	আই	ফ্রান্স-ইরাক	ফিলাডেলফিয়া	বিকাল ৫টা
জুন ২২	আই	নরওয়ে-সেনেগাল	নিউইয়র্ক-নিউজার্সি	রাত ৮টা
জুন ২২	জে	জর্ডান-আলজেরিয়া	সান ফ্রান্সিসকো	রাত ১১টা
জুন ২৩	কে	পর্তুগাল-উজবেকিস্তান	হিউস্টন	দুপুর ১টা
জুন ২৩	এল	ইংল্যান্ড-ঘানা	বোস্টন	বিকাল ৪টা
জুন ২৩	এল	পানামা-ক্রোয়েশিয়া	টরন্টো	সন্ধ্যা ৭টা
জুন ২৩	কে	কলম্বিয়া-গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো	গুয়াদালাহারা	রাত ১০টা
জুন ২৪	বি	কানাডা-সুইজারল্যান্ড	ভ্যাঙ্কুভার	বিকাল ৩টা
জুন ২৪	বি	বসনিয়া-কাতার	সিয়াটল	বিকাল ৩টা
জুন ২৪	সি	স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল	মায়ামি	বিকাল ৬টা
জুন ২৪	সি	মরক্কো-হাইতি	আটলান্টা	সন্ধ্যা ৬টা
জুন ২৪	এ	মেক্সিকো-চেক প্রজাতন্ত্র	মেক্সিকো সিটি	রাত ৯টা
জুন ২৪	এ	দক্ষিণ কোরিয়া-দ. আফ্রিকা	মন্তেরেই	রাত ৯টা
জুন ২৫	ই	ইকুয়েডর-জার্মানি	নিউইয়র্ক-নিউজার্সি	বিকাল ৪টা
জুন ২৫	ই	কুরাসাও-আইভরিকোস্ট	ফিলাডেলফিয়া	রাত ২টা
জুন ২৫	এফ	জাপান-সুইডেন	ডালাস	সন্ধ্যা ৭টা
জুন ২৫	এফ	তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস	কানসাস সিটি	সন্ধ্যা ৭টা
জুন ২৫	ডি	যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্ক	লস অ্যাঞ্জেলেস	রাত ১০টা
জুন ২৫	ডি	প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া	সান ফ্রান্সিসকো	রাত ১০টা
জুন ২৬	আই	নরওয়ে-ফ্রান্স	বোস্টন	দুপুর ৩টা
জুন ২৬	আই	সেনেগাল-ইরাক	টরন্টো	দুপুর ৩টা
জুন ২৬	এইচ	উরুগুয়ে-স্পেন	গুয়াদালাহারা	রাত ৮টা
জুন ২৬	এইচ	কেপ ভার্দে-সৌদি আরব	হিউস্টন	রাত ৮টা
জুন ২৬	জি	নিউজিল্যান্ড-বেলজিয়াম	ভ্যাঙ্কুভার	রাত ১১টা
জুন ২৬	জি	মিসর-ইরান	সিয়াটল	রাত ১১টা
জুন ২৭	এল	পানামা-ইংল্যান্ড	নিউইয়র্ক-নিউজার্সি	বিকাল ৫টা
জুন ২৭	এল	ক্রোয়েশিয়া-ঘানা	ফিলাডেলফিয়া	বিকাল ৫টা
জুন ২৭	কে	কলম্বিয়া-পর্তুগাল	মায়ামি	সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.
জুন ২৭	কে	গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো-উজবেকিস্তান	আটলান্টা	সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.
জুন ২৮	জে	জর্ডান-আর্জেন্টিনা	ডালাস	রাত ১০ টা
জুন ২৮	জে	আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া	কানসাস সিটি	রাত ১০টা

বিশ্বকাপ ২০২৬ : নতুন ফরম্যাট কী, ফেভারিট কারা?

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া উৎসব। আর ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও ব্যতিক্রমী আসর। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল নিয়ে, তিনটি দেশে এবং ১০৪টি ম্যাচের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা বিশ্বকাপের ২৩তম আসর। ফলে বিশ্বকাপের পরিধি যেমন বাড়ছে, তেমনি বদলে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের কাঠামোও। বিশ্বকাপ শুরুর আগে পাঠকদের মনে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর তুলে ধরা হলো বিস্তারিতভাবে-

কবে শুরু হবে বিশ্বকাপ?

২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন এবং শেষ হবে ১৯ জুলাই। অর্থাৎ টুর্নামেন্টটি চলবে টানা ৩৯ দিন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে আর কোনো আসর অনুষ্ঠিত হয়নি। দল এবং ম্যাচসংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই টুর্নামেন্টের দৈর্ঘ্যও বেড়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়ামে। স্বাগতিক মেক্সিকো সেই ম্যাচে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার। আর ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মহাযজ্ঞ।

নতুন ফরম্যাটে কী পরিবর্তন এসেছে? : এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যায়। ১৯৯৮ সাল থেকে বিশ্বকাপ ৩২ দলের ছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো অংশ নেবে ৪৮টি দল। এই দলগুলোকে ভাগ করা হবে চারটি করে দল নিয়ে ১২টি গ্রুপে। প্রতিটি দল গ্রুপপর্বে তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। এরপর *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

কোন গ্রুপে কোন দল

গ্রুপ	'এ'	মেক্সিকো, দ. আফ্রিকা, দ. কোরিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র
গ্রুপ	'বি'	কানাডা, বসনিয়া, কাতার ও সুইজারল্যান্ড
গ্রুপ	'সি'	ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড
গ্রুপ	'ডি'	যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্ক
গ্রুপ	'ই'	জার্মানি, কুরাসাও, আইভরিকোস্ট ও ইকুয়েডর
গ্রুপ	'এফ'	নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইডেন ও তিউনিসিয়া
গ্রুপ	'জি'	বেলজিয়াম, মিসর, ইরান ও নিউজিল্যান্ড
গ্রুপ	'এইচ'	স্পেন, কেপভার্দে, সৌদি আরব ও উরুগুয়ে
গ্রুপ	'আই'	ফ্রান্স, সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ে
গ্রুপ	'জে'	আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান
গ্রুপ	'কে'	পর্তুগাল, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া
গ্রুপ	'এল'	ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামা

বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল কত টাকা পাবে

স্পোর্টস ডেস্ক : মাঠে গড়াবে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট ফিফা বিশ্বকাপ। ফুটবল বিশ্বকাপের এবারের আসরের আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। বিশ্বকাপের এবারের আসরে মোট ৪৮টি দল ১০৪টি ম্যাচ খেলবে; যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচের রেকর্ড হবে। ৪৮ দলের এই আসর চলবে ৩৯ দিন। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ সহ প্রতিটি দলের জন্য রয়েছে প্রাইজমানির ব্যবস্থা। বিশ্বকাপের এবারের আসরে ৮৭১

মিলিয়ন ডলার তথা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ হাজার ৩২১ কোটি টাকা পুস্কার দেওয়া হবে। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে ৫০ মিলিয়ন ডলার তথা ৬১৩ কোটি টাকা। গ্রুপপর্ব থেকে চ্যাম্পিয়ন সব পর্যায়ের দলের জন্যেই রয়েছে পুরস্কার। বিশ্বকাপের রানার্সআপ দল পাবে ৩৩ মিলিয়ন ডলার। ৩য় ও ৪র্থ দল পাবে যথাক্রমে ২৯ ও ২৭ মিলিয়ন ডলার করে। এছাড়া যারা কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে তারা পাবে ১৯ মিলিয়ন ডলার এবং রাউন্ড অফ সিক্সটিনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১৫ মিলিয়ন ডলার করে। রাউন্ড অফ ৩২-এ উঠলেও রয়েছে পুরস্কার। সেখানে প্রত্যেক দল পাবে ১১ মিলিয়ন ডলার করে। যদি কোন দল গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নেয় তাদেরও খালি হাতে ফিরতে হবে না। তারা পাবে ৯ মিলিয়ন ডলার করে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জৌলুস

এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের জৌলুসপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগতিক তিন দেশ–যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার ঐতিহ্য ও আধুনিক সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যাবে অনুষ্ঠানে। এতে শত শত পারফর্মার এবং নৃত্যশিল্পীর অংশগ্রহণে কোরিওগ্রাফি প্রদর্শিত হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকাশিল্পীদের লাইভ পারফরম্যান্স থাকবে। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা পাইরোটেকনিকস এবং স্টেডিয়ামজুড়ে বিশেষ ভিজ্যুয়াল ইফেক্টের মাধ্যমে দর্শকদের এক জাদুকরী অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিশ্বকাপ ফুটবল লিজেন্ডদের উপস্থিতি জৌলুস আরো বাড়িয়ে দেবে। তিন মাসকট মেপল (মুজ), জায়ু (জাগুয়ার) এবং ক্লাচ (ইগল) বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে। বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল 'ট্রাইওন্ডা' ও থিম সং-এর বিশেষ উপস্থাপনা করা হবে। কয়েক হাজার ড্রোনের সমন্বয়ে আকাশে ফুটবল, বিশ্বকাপ ট্রফি এবং ৪৮ দেশের মানচিত্র ও পতাকা তৈরির উদ্যোগ আছে। আকাশে থাকবে আতশবাজির বর্ণিল প্রদর্শনী। থাকবে লেজার শো।

বিশ্বকাপের ১৭ পোস্টার : বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ উপলক্ষে ১৭টি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি পোস্টার আয়োজক শহরের এবং একটি হলো অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট পোস্টার, যা তিন দেশের ঐক্য প্রদর্শন করে। অফিশিয়াল পোস্টারে তিন আয়োজক দেশ–যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার প্রতিনিধিত্ব বোঝাতে নীল, লাল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কানাডার অংশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মেপলপাতা এবং কানের টুপি পরা একটি গ্রিজলি ভালুক, সঙ্গে একটি মুজ (হরিণ বিশেষ)। মেক্সিকান সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে জাতীয় প্রতীকের ইগল, মেরিগোল্ড ফুল, ট্রাম্পেট এবং মারাকাস ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার অনুকরণে লাল-সাদা-নীল রঙের তারা ও স্ট্রাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৬টি আয়োজক শহরের পোস্টারে ওই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও ফুটবলের প্রতি আবেগ তুলে ধরা হয়েছে। টুর্নামেন্ট পোস্টারটি তিন আয়োজক দেশের শিল্পী মিলে করেছেন। বাকি ১৬টি পোস্টার প্রতিটি স্বাগতিক শহরের স্থানীয় শিল্পীরা তৈরি করেন, যা বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

যেসব তারকা ফুটবলারের দিকে থাকবে দর্শকদের চোখ

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) : বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি এবার তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এবং কোচ লিওনেল স্কালোনি তাকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। মেসির এটিই সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল) : কিংবদন্তি *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন
স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy
175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432
Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com
STAR CARE PHARMAC
আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি
EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY
আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।
আমাদের সেবা সমূহ:
ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
এটিএম বুথ
ওটিসি নেটওয়ার্ক
পাসপোর্ট ফটো
ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
মেট্রোকার্ড।
একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি
SAME DAY FREE DELIVERY
We accept Most Insurance plans!
Ask your doctor to E-Script your prescription
OUR SERVICES
Free Copay Assistance
Free Special packaging for adherence & Compliance
Free App & online refill reminder
Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
Flu shots & immunizations
ATM
OTC Network
Passport Photos
DMV Vision test
Metrocards
আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন
Tel : 718-262-8789
Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com
Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ১০০ দিন

(প্রথম পাতার পর)

তাদের যদি মেয়াদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলীয়, প্রশাসনিক ও বিরোধীদলীয় চাপের মধ্যে কাটাতে হয়, তাহলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। অতএব তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব নিয়ে যে সামান্য সময় কাটিয়েছে, এর মধ্যে সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়নের চেষ্টা অযৌক্তিক।

তবে ক্ষমতায় যাওয়ামাত্র সরকার কী করবে, তার বড় ধরনের পূর্বাভাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের মস্তিষ্কে চাপ সৃষ্টির কাজটি প্রায় প্রতিটি দেশে প্রতিটি নতুন সরকারই করে। চমক দেখাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেই '১০০ দিনের কর্মসূচি' ঘোষণা করেন, বাংলাদেশে অতীতে শেখ হাসিনা তা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও অনেকটা প্রথামত '১০০ দিনের কর্মসূচি' ঘোষণা করে তা শেষও করেছেন। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র আয়তনের স্বল্পোন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনে মহাশক্তিধর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মতো চমক দেখানো সম্ভব নয় এবং তারেক রহমানও তা দেখাননি। তবে এ সময়ে তিনি বিএনপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছু কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন- ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের মাসিক ভাতা, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ড্রেস বিতরণসহ আর্থিক প্রণোদনা, স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ, খাল খননসহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। কিন্তু এসব কি উল্লেখ করার মতো কোনো সাফল্য বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সূচনা?

এ কথা বললে বোধ হয় দোষণীয় হবে না যে সরকারপ্রধান হিসেবে তারেক রহমান তাঁর 'প্রথম ১০০ দিনে' উল্লেখ করার মতো কিছু দেখাতে পারেননি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবস্থা শোচনীয়, ব্যাংকিং খাতে সৃষ্ট চরম বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে ওঠার কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। শিশুহত্যা ও শিশু-ধর্ষণের ঘটনা ভয়াবহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে উচ্চফলনশীল ফসলের উৎপাদনের মতো কয়েক গুণ বেড়েছে চাঁদাবাজি। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য পরিবহনকারী ট্রাক এবং বাজারে বেপরোয়া চাঁদাবাজির কারণে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এ পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে এত ক্ষোভ বিরাজ করছে, এটিকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু খোলস থেকে কচ্ছপ মাথা বের করার মতো গলা বাড়িয়ে এমনও বলার চেষ্টা করছে, 'আওয়ামী আমলেই ভালো ছিলাম।' তারেক রহমান দীর্ঘ সতেরো বছর পর দেশের মাটিতে পা রেখে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, জনগণ আশায় ছিল, তিনি তাঁর স্বপ্ন তুলে ধরবেন প্রথম ১০০ দিনে। তারা আশাহত হয়েছে তাদের নেতার স্বপ্নের ব্যাখ্যা না পেয়ে।

কথিত 'প্রথম ১০০ দিন' অনুকরণের মাঝে যদি চমক দেখানোর মতো কিছু না থাকে, তাহলে অর্থহীনভাবে অন্য কারও দেখাদেখি তা অনুকরণ করা কোনোভাবে সংগত হতে পারে না। আমাদের সরকারগুলো যেখান থেকে এসব অনুকরণ করতে শেখে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিনে ১৪৩টি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন, যা এই সময়সীমার মধ্যে অতীতের যেকোনো প্রেসিডেন্টের জারি করা নির্বাহী আদেশসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। রাষ্ট্র পরিচালনতন্ত্রের এসব আদেশের কোনো কোনোটি ছিল দুনিয়াকাঁপানো আদেশ, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিকারক বিশ্বের প্রায় সব দেশের রপ্তানিপণ্যের ওপর বর্ধিত শুল্কহার আরোপ; অভিবাসননীতি সংস্কার এবং অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢালাওভাবে বহিষ্কার; বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা; বহু দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসা প্রদানে কঠোর যাচাইবাছাই পদ্ধতি চালু; ফেডারেল ব্যয়সংকোচননীতির আওতায় একাধিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর তৃতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিনে অনেকগুলো বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প, কৃষি সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন, যার মধ্যে মহারাষ্ট্রে মেগা বন্দর স্থাপন প্রকল্প; বিশ্বের শীর্ষ ১০ বন্দরের একটি গভীর-ড্রাফট বন্দর প্রকল্প; ২৫ হাজার গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করতে ৬২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প; আটটি নতুন রেললাইন স্থাপন, মেট্রো সম্প্রসারণসহ অসংখ্য প্রকল্প। বাংলাদেশ ছোট ও দুর্বল অর্থনীতির দেশ হোক, লক্ষ্য যদি সুদূরপ্রসারী না হয়, তাহলে শুধু বিভিন্ন ধরনের কার্ড ইস্যু করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে না।

বিশ্বজুড়ে প্রায় সব দেশে সরকার ও রাজনীতিবিদদের ওপর থেকে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা কমে গেছে। একধরনের ঘৃণাও জন্মেছে। এজন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচিত হয়ে তা ভুলে যান। তাঁরা সরকারি দায়িত্ব পেয়ে অবাধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেন, নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের ডালপালা সম্প্রসারণ করেন এবং যত্রতত্র তাঁদের পদের দাপট দেখিয়ে জনগণকে তটস্থ রাখেন। ২০০৯-২০২৪ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাঠে সক্রিয় রাজনীতিবিদদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পদ তো বটেই, আওয়ামী লীগ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত সাধারণ নাগরিকদের জমিজমা, ব্যবসা, এমনকি ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান দখল করাকে তাদের অধিকারে পরিণত করেছিল।

২০২৪-এর আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাদের অন্যায়গুলো জনগণের সামনে আসতে শুরু করে। আওয়ামী সুবিধাভোগীরা পালিয়ে বাঁচলেও দখল-লুণ্ঠনের যে ঐতিহ্য তারা রেখে গেছে, তার ওপর এখন যারা জাঁকিয়ে বসেছে সম্ভবত তারা নতুন সরকারেরই সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। তাদের ওপর সরকারের প্রশ্রয় থাকলে আরও অনেকে একই ধরনের অবৈধ সুবিধা গ্রহণে উৎসাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারের গলার কাঁটায় পরিণত হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের পরিণতিই বর্তমান সরকারের জন্য উত্তম শিক্ষা ও সতর্কতা।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অতীতের রাজনৈতিক সরকারগুলোর জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড যখনই সীমা ছাড়িয়ে গেছে, জনগণ তাদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের গুন্ডা-মস্তানদের নির্যাতন, নিস্পেষণ, শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তাদের অসহায়ত্বের ফরিয়াদ আর কারও কাছে জানাতে পারেনি, তখন সংবিধানবহির্ভূত সরকারের আগমনকেও তারা অন্তত স্বাগত জানিয়েছে রাজনৈতিক দলনপীড়ন থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি লাভ করায়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে। ইতোমধ্যে জনগণ কোনো কোনো মন্ত্রীর অতিকথনে বিরক্ত। তাঁদের মুখের লাগাম টেনে না ধরলে তাঁরাই সরকারের প্রতি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জন-আস্থায় ফাটল ধরাতে ভূমিকা পালন করবেন।

সাড়ে তিন মাস দীর্ঘ কোনো সময় নয়। তবু সবাই দেখতে চায়, সূচনাটা কীভাবে হলো। কোনো কিছুর শুরু প্রায়ই ইঙ্গিত দেয়, দিনের বাকি অংশ কীভাবে যাবে। সেদিক থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষিত 'প্রথম ১০০ দিন' গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত, যদি এ সময়ের মধ্যে তাঁর সরকারের পক্ষে প্রকৃত অর্থেই জাতীয় পর্যায়ে চমক সৃষ্টির মতো কোনো ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হতো। দুঃখজনকভাবে তা হয়নি। একটি রাজনৈতিক সরকারের উদ্যোগ, আইনের শাসনের প্রতি নিষ্ঠা, জনগণের কাছে ভালো থাকা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতার ওপর। বিএনপি সরকার ইতোমধ্যে দৃশ্যত প্রশাসনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা শুভ আলামত নয়। আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী সরকার ভেবে আওয়ামী পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত আমলারা প্রশাসনকে যেভাবে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত বা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দলদাসে পরিণত করেছিল, তার চড়ামূল্য দিতে হচ্ছে শেখ হাসিনাসহ তার দলের সর্বস্তরের নেতাদের। বিএনপির ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটুক।

সাবেক সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা তাঁর ওপর আস্থা না রাখা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাঝে ছিলেন গুম-খুন-নিপীড়ন চালিয়ে ও মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আটক রাখার ভীতি সৃষ্টি করে এবং আত্মবিরোধী প্রচারণায় নিজেকে সন্তুষ্ট রেখে। যেকোনো কর্তৃত্ববাদী শাসকের মতো শেখ হাসিনাও তাঁর ওপর জনগণের নিঃশর্ত আস্থা কামনা করতেন। তাঁর মরহুম পিতা শেখ মুজিবুর রহমানও তা চাইতেন। এই অগণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পিতা ও কন্যার ভাগ্যে নির্মম পরিণতি ডেকে এনেছে।

অতএব ইতিহাসই বাংলাদেশের জনগণকে শিখিয়েছে, ক্ষমতাসীন কারও ওপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার সীমা ও মেয়াদের মধ্যে থেকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজ করেন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেন, দুর্নীতিপরায়ণদের বিচারের আওতায় আনেন, যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। বাংলাদেশের মতো ভঙ্গুর রাজনৈতিক কাঠামো, যেখানে বারবার কর্তৃত্ববাদী শাসন ফিরে আসে, তা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে আইনের শাসনের পথে জবাবদিহিমূলক সরকার নিশ্চিত করা। নতুন সরকারের কাছে এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর এপিএসদের বেতন বাড়লো

(প্রথম পাতার পর)

এপিএসরাও এই বাড়তি বেতন পাবেন। এপিএসদের নতুন বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে অর্থ বিভাগ। চিঠিতে জানানো হয়েছে, সরকারি চাকরির বাইরে থেকে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের (সমমর্যাদারসহ) এপিএস এবং উপমন্ত্রী ও সমমর্যাদার ব্যক্তিদের অভিপ্রায়ে নিযুক্ত তাদের একান্ত সচিবদের (পিএস) বেতন বেতন কাঠামোর নবম গ্রেডের অষ্টম ধাপে অর্থাৎ ৩২ হাজার ৫৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের এপিএসরা এত দিন বেতন কাঠামোর নবম গ্রেডের শুরুর ধাপে অর্থাৎ ২২ হাজার টাকা মূল বেতনে নিয়োগ পেতেন। অনেক সময় কোনো কোনো এপিএসের বেতন নবম গ্রেডে বেশ কয়েকটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করে নির্ধারণ করা হতো। বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় উপদেষ্টাদের এপিএসদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর নবম গ্রেডের শুরুর ধাপে অর্থাৎ ২২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে তাদের বেতন নবম গ্রেডের সর্বোচ্চ ধাপে অর্থাৎ ৫৩ হাজার ৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছিল।

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের এপিএসদের বেতন গ্রেড নির্ধারণের বিষয়ে মতামত চেয়ে গত ৩১ মার্চ অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এপিএসদের নতুন বেতন গ্রেড নির্ধারণ করে দিয়ে অর্থ বিভাগ বলেছে, এপিএসদের মূল বেতন ৩২ হাজার ৫৪০ টাকা নির্ধারিত। কোনো প্রকার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রযোজ্য হবে না। তারা বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য অন্যান্য ভাতা পাবেন। কোনো প্রকার পেনশন, আনুতোষিক এবং ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাবেন না। এই মূল বেতন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর (সমমর্যাদা) সহকারী একান্ত সচিব ও উপমন্ত্রীর (সমমর্যাদা) একান্ত সচিব পদে শুধুমাত্র সরকারি চাকরির বাইরে থেকে নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছে অর্থ বিভাগ। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের এপিএস নিয়োগ দেওয়া হয়। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে এপিএস পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কোনো মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এপিএস পদে সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিলে তিনি এই বেতন গ্রেডের আওতাভুক্ত হবেন না।

বিদেশে কর্মী প্রেরণ হ্রাসে বিরূপ প্রভাব রেমিট্যান্সে

(প্রথম পাতার পর)

অপরদিকে প্রবাসী কর্মীদের একটি বড় অংশ অবস্থান করছেন মধ্যপ্রাচ্যে। সেখানে অনেকেরই আয় রোজগার কমে গেছে কিংবা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে কর্মী যাওয়ার তুলনায় সেভাবে রেমিট্যান্স পাচ্ছে না বাংলাদেশ। এছাড়া বিদেশে সীমিত সংখ্যক শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকার প্রভাবও পড়ছে অভিবাসন খাতে। সব মিলিয়ে সামনের দিনগুলোতে রেমিট্যান্সের ওপর একটা বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অভিবাসন খাতের সংশ্লিষ্টরা।

পরিসংখ্যান কী বলছে : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে ১১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯৬ কর্মী বিদেশ যেতে ক্লিয়ারেন্স নিয়েছে। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ১০ হাজার ৯০৮ জন। কিন্তু মাসের হিসাবে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের প্রথম ৫ মাসে কর্মী গেছে ৪ লাখ ২০ হাজার ৭২৯ জন এবং চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে কর্মী গেছে ৩ লাখ ১৪ হাজার ৩৬২ জন। বিএমইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বড় অংশই মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শ্রমিক যান সৌদি আরবে। ২০২৫ সালে বিদেশে যাওয়া মোট কর্মীর প্রায় সাত লাখ ৫২ হাজার গেছেন শুধু সৌদি আরবে। এর বাইরে কাতারে যান এক লাখ ৬৯ হাজার, কুয়েতে যান ৪২ হাজার ৪৯৬ জন। অন্যদিকে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ জুন পর্যন্ত বিদেশে গেছেন তিন লাখ ১৪ হাজার ৩৬২ জন বাংলাদেশি কর্মী। এর মধ্যে সৌদি আরব গেছেন এক লাখ ৯০ হাজার ৭২ জন, কাতারে গেছেন ২৩ হাজার ৭৮০ জন, কুয়েতে আট হাজার ৭৫৩ জন, জর্ডানে সাত হাজার ৩৫৩ জন, আরব আমিরাতে সাত হাজার ১২১ জন এবং ইরাকে তিন হাজার ৯১ জন। এ থেকেই বেরিয়ে আসে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়ার তুলনামূলক চিত্র। এর আগের বছরগুলোতে অর্থাৎ করোনার পর ২০২২ সালে মোট ১১ লাখ ২৬ হাজার ৩৬৮ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন। এর মাঝে সৌদি আরব ছিল সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার, যেখানে গেছেন তিন লাখ ৯১ হাজার ৩০২ জন কর্মী। ওমানে একলাখ ৬৩ হাজার ২১ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন ৭৭ হাজার ৪৭৬ জন, কুয়েতে ২৯ হাজার ৯ জন এবং কাতারে ২৭ হাজার ৬৬৩ জন। ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। সরকারি হিসাবে ১৩ লাখ পাঁচ হাজার ৪৫৩ জন কর্মী বিদেশে যান। এর মধ্যে সৌদি আরবে চার লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৪ জন, ওমানে এক লাখ ২৭ হাজার ৮৮৩ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৯৮ হাজার ৪২২ জন, কাতারে ৫৬ হাজার ১৪৮ জন, কুয়েতে ৩৬ হাজার ৫৪৮ জন, জর্ডানে আট হাজার ৬২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী গেছেন। ২০২৪ সালে মোট ১০ লাখ ১০ হাজার ৯০৮ জন শ্রমিক বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন ৬ লাখ ২৭ হাজার ৮১২ জন, কাতারে ৭৪ হাজার ৪৬৪ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ৪৭ হাজার ১৫৮ জন, কুয়েতে ৩৩ হাজার ১৫ জন, জর্ডানে ১৫ হাজার ৪১০ জন এবং লেবাননে চার হাজার ২৩০ জন।

পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আশঙ্কা : গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) বলছে, যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের বহুল আলোচিত 'ভিশন ২০৩০' প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নিওম সিটি, রেড সি টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ও কিদ্দিয়া এন্টারটেইনমেন্ট সিটির মতো মেগা প্রকল্পগুলোতে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ছিল। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে গেলে কিংবা অবকাঠামোগত ক্ষতি হলে এসব প্রকল্পে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পক্ষ নেওয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরাতও এই সংঘাতের প্রভাবের মধ্যে চলে এসেছে। ফলে দেশটি ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে। এতে আমিরাতে অবস্থানরত প্রায় ২০ লাখ বাংলাদেশির নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রামরু আরও জানায়, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াও ব্যাহত হচ্ছে। ফ্লাইট ও চলাচল সংকটে কর্মী পাঠানো বিলম্বিত বা বাতিল হচ্ছে। এতে নিয়োগ ব্যয় ও অর্থ ফেরত নিয়ে এজেন্ট ও বিদেশগামী কর্মীদের মধ্যে বিরোধ বাড়ছে। সংঘাত দীর্ঘ হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সংকীর্ণ শ্রমবাজার, নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শ : রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মীরা ১৪১টি দেশে অভিবাসন করেছেন। তবে এর ৯০ শতাংশই গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। ১৪টি দেশে গেছেন মোট অভিবাসীর ৮ শতাংশ। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর দেওয়া তথ্যমতে, গত ১২ বছরে বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকটি বড় শ্রমবাজার। বাংলাদেশ থেকে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাইয়ে শ্রমিক রফতানি স্থগিত রয়েছে। এর বাইরে ইতালির শ্রমবাজারে ওয়ার্ক পারমিট যাচাইয়ের কাজে ধীরগতি চলছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ভিসা ইস্যু বন্ধের কারণে কর্মী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। লিবিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মী যাওয়া শুরু হয়নি। এছাড়া মরিশাস বাংলাদেশিদের খুব কম সংখ্যক ভিসা দিচ্ছে। যদিও সম্প্রতি মরিশাস নতুন চুক্তি করে কর্মী নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর জানিয়েছেন, যেসব দেশে বর্তমানে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ বা সীমিত রয়েছে, সেসব দেশের শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত ও সম্প্রসারণের জন্য মালয়েশিয়া, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের সঙ্গে সরকারের কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলমান রয়েছে।

রেমিট্যান্সে কেমন প্রভাব পড়তে পাও : বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৩.১৩ বিলিয়ন ডলার। এর আগের মাস মার্চে তা ছিল রেকর্ড ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলার, যা মূলত ঈদকে কেন্দ্র করে প্রবাসীদের বাড়তি অর্থ পাঠানোর প্রভাব হিসাবে দেখা হচ্ছে। এরও আগের মাস ফেব্রুয়ারিতে এসেছে ৩.০২ বিলিয়ন ডলার, জানুয়ারিতে ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার এবং ডিসেম্বরে ৩.২২ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে পাঁচ মাস রেমিট্যান্স তিন বিলিয়ন ডলারের ওপরে অবস্থান করছে। তবে ঈদের পর রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ড. জালাল উদ্দিন সিকদার বলেন, ''যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের রেমিট্যান্সে এর প্রভাব পড়বে। তাই এখনই পরিকল্পনা নিতে হবে। বিশ্বে অনেক শ্রমবাজার থাকলেও দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারলে সেগুলো ধরা সম্ভব হবে না। মধ্য এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার সঙ্গে সরকারি চুক্তি করতে হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চল জিসিসি'র ওপর নির্ভর ৬০ শতাংশ নিচে নামিয়ে আনতে হবে। আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালি ভাষাটাকে কাউন্ট করি, ইংলিশের পাশাপাশি আরবি, রুশ এবং জার্মানকেন্দ্রতাহলে হিসাব করে দেখেছি, টোটাল ২৭টি দেশে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা শুধু ভাষার কারণে কাজ পাবে। সরকারকে এটা চিন্তা করতে হবে যে এগুলোকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়।'' শ্রম এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে শ্রমবাজার স্থিতিশীল করতে কাজ করছে সরকার। মালয়েশিয়া, জাপানসহ অন্যান্য শ্রমবাজার আবার সচল করার চেষ্টা চলছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষার মতো কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, ''সরকার কত লাখ কর্মী পাঠালো, সেই হিসাব বন্ধ করে তারা কতটুকু দক্ষ এবং কতটুকু রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছে, সেই হিসাব করতে হবে। আমাদের সামনে আগামী 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা সুবর্ণ সময় রয়েছে, এরপর আমাদের জনসংখ্যা প্রবীণ হতে শুরু করবে। তাই শিক্ষা ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। একইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প হিসেবে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইরানের মতো নতুন পুনর্গঠন বাজারে কর্মী পাঠানোর কূটনৈতিক উদ্যোগ এখনই নিতে হবে।''

বিশ্বকাপ ২০২৬ : নতুন ফরম্যাট কী, ফেভারিট কারা?

(২৫ পাতার পর)

প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল সরাসরি পরের রাউন্ডে যাবে। পাশাপাশি ১২টি গ্রুপের মধ্যে সেরা আটটি তৃতীয় স্থান-াধিকারী দলও নকআউট পর্বে জায়গা পাবে। নকআউট পর্বে মোট ৩২টি দল খেলবে। এর মাধ্যমে বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ৩২ দলের নকআউট রাউন্ড দেখা যাবে।

টুর্নামেন্টের সূচি কেমন? :

গ্রুপপর্ব চলবে ১১ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ৭২টি ম্যাচ। এরপর ২৮ জুন থেকে শুরু হবে ৩২ দলের নকআউট পর্ব। ৪ থেকে ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে শেষ ষোলো। কোয়ার্টার ফাইনাল হবে ৯ থেকে ১১ জুলাই। ১৪ ও ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল। ১৮ জুলাই হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং ১৯ জুলাই হবে মহারণ–ফাইনাল।

কোথায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ? : বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তিনটি দেশ একসঙ্গে টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে। আয়োজক দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির আটালান্টা, বোস্টন, ডালাস, হিউস্টন, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, মিয়ামি, ফিলাডেলফিয়া, সিয়াটল, সান ফ্রান্সিসকো-সান্তা ক্লারা এবং নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি অঞ্চলের স্টেডিয়ামগুলো বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করবে। মেক্সিকোতে খেলা হবে মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাহারা এবং মন্টেরেতে। অন্যদিকে কানাডার দুটি শহরড়্টরন্টো ও ভ্যানকুভারড়্বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করবে। বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে আজটেকা স্টেডিয়াম। কারণ এই স্টেডিয়ামই প্রথম ভেন্যু হিসেবে তিনটি ভিন্ন বিশ্বকাপ আয়োজনের ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে।

শিরোপার প্রধান দাবিদার কারা? : বিশ্বকাপের আগে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে স্পেন। ইংল্যান্ডও রয়েছে শিরোপার দৌড়ে। ফ্রান্সকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আবারও অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে আসছে। বাছাইপর্বে কিছুটা অনিয়মিত পারফরম্যান্স করলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে ব্রাজিলকে কখনোই হিসাবের বাইরে রাখা যায় না। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ঐতিহ্য ও প্রতিভার গভীরতা সব সময়ই তাদের অন্যতম দাবিদার করে রাখে।

কোন দলগুলো চমক দেখাতে পারে? বিশ্বকাপের প্রতিটি আসরেই কিছু দল প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করে। ২০২৬ সালে সেই তালিকায় থাকতে পারে নরওয়ে, মরক্কো, জাপান, কলম্বিয়া এবং মিসর।

কারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলবে?

২০২৬ বিশ্বকাপ নতুন কয়েকটি দেশের জন্য বিশেষ স্মরণীয় হতে যাচ্ছে। কুরাসাও, কেপ ভার্দে, উজবেকিস্তান এবং জর্ডান প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলবে। দেশ হিসেবে নতুন নাম গ্রহনের পর এবারই প্রথম কঙ্গো রিপাবলিক বিশ্বকাপে খেলছে। তবে এই দেশটির পূর্বনাম ছিল জায়ারে। ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে জায়ারে অংশ নিয়েছিল।

কেন ২০২৬ বিশ্বকাপ ইতিহাসে আলাদা?

এই বিশ্বকাপকে বিশেষ করে তুলেছে একাধিক কারণ। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নিচ্ছে। প্রথমবারের মতো ম্যাচ সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে ১০৪-এ পৌঁছেছে। প্রথমবারের মতো তিনটি দেশ একসঙ্গে আয়োজন করছে টুর্নামেন্টটি। আবার প্রথমবারের মতো ৩২ দলের নকআউট পর্ব দেখা যাবে। সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ শুধু আরেকটি বিশ্বকাপ নয়; এটি ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। উত্তর আমেরিকার মাটিতে আগামী জুনে শুরু হতে যাওয়া এই আসরকে ঘিরে তাই ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিশ্বজুড়ে অপেক্ষার প্রহর।

যেসব তারকা ফুটবলারের দিকে থাকবে দর্শকদের চোখ

(২৫ পাতার পর)

সিআরসেভেন ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তার ক্যারিয়ারের শেষ বড় টুর্নামেন্ট। ৪১ বছর বয়সে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। দলের অন্যতম ভরসা তিনি।

লুকা মদ্রিচ (ক্রোয়েশিয়া) : ক্রোয়েশিয়ার ৪০ বছর বয়সি এই জাদুকর ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে তিনি মূলপর্ব নিশ্চিত করেছেন।

নেইমার জুনিয়র (ব্রাজিল) : ইনজুরি ও ফিটনেস সমস্যার কারণে দলের বাইরে থাকলেও নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন। ব্রাজিলের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপার স্বপ্নে তিনি বর্তমানে ফিটনেস পুনরুদ্ধারে কাজ করছেন। ইনজুরি কাটিয়ে আবার ব্রাজিলের হেক্সা জয়ের মিশনে নেতৃত্ব দিতে পারেন এই তারকা।

কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স) : বর্তমানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম কিলিয়ান এমবাপ্পে ফ্রান্সের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে থাকবেন। ইতোমধ্যে ফ্রান্স মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে এবং এমবাপ্পে তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের মিশনে নামবেন।

এডিন জেকো (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা) : ৪০ বছর বয়সেও বসনিয়াকে বিশ্বকাপে তুলে কিংবদন্তিতুল্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড।

আরলিং হালান্ড (নরওয়ে) : ২৮ বছর পর নরওয়ের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ায় এবার হালান্ডের গোলবর্ষণ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল) : রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস বর্তমানে ব্রাজিলের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র।

হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড) : ইংল্যান্ডের গোল মেশিন হ্যারি কেন দলের অধিনায়ক হিসেবে অন্যতম তারকা।

এছাড়া বর্তমানে ফুটবল বিশ্বের আলোচিত কিশোর স্পেনের লামিন ইয়ামাল এবার ১৮ বছর বয়সে দেশের পক্ষে প্রথম বিশ্বকাপে চমক দেখাতে পারেন। তার ড্রিবলিং এবং নিখুঁত পাসিং তাকে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ করে তুলবে। ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহ্যাম দেশের হয়ে মাঝমাঠের প্রাণভোমরা হিসেবে চমক দেখাবেন এমন প্রত্যাশা। জার্মানির জামাল মুসিয়ালা ও ফ্লোরিয়ান উইর্টজ নতুন প্রজন্মের এই দুই তারকা টুর্নামেন্ট মাতাতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

তুরস্কের আরজা গুলের নামে এই তরুণ প্রতিভা 'তুর্কি মেসি' নামে পরিচিত। দূরপাল্লার শট এবং ক্রিয়েটিভ পাসের মাধ্যমে তিনি তুরস্ককে বিশ্বকাপ মঞ্চে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারেন।

ব্রাজিলের এন্ড্রিক দেশটির পরবর্তী বড় তারকা হিসেবে সবার মুখে মুখে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া এই স্ট্রাইকারকে পেলের উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছে। তার গতি ও ফিনিশিং প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগের জন্য ভয়ের কারণ।

স্পেনের পাও কুবারসি ডিফেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সে যেভাবে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন, তা অবিশ্বাস্য। তাকে স্পেনের রক্ষণভাগের আগামীর কাণ্ডারি ভাবা হচ্ছে। ফ্রান্সের ওয়ারেন জাইর-এমেরি, ইংল্যান্ডের কোবি মাইনো এবং পর্তুগালের জোয়াও নেভেসও এবারের বিশ্বকাপে নজর কাড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির প্রতি আগ্রহ কমছে কেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির মূল্য নিয়ে জনসাধারণের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, দেশটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন সময় ও অর্থের যথার্থ বিনিয়োগ নয়। ব্রিটিশ সোশ্যাল অ্যাটিটিচউডস (বিএসএ) জরিপ অনুযায়ী, ২০০৫ সালে যেখানে মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ মনে করতেন ডিগ্রি অর্জন সময় ও অর্থের মূল্য দেয় না, ২০২৫ সালে সেই হার বেড়ে ৩৪ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায় বলে বিশ্বাস করেন, এমন মানুষের হার ৫০ শতাংশ থেকে কমে ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

বেড়েছে ডিগ্রিধারী ও প্রতিযোগিতা : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, ঋণের বোঝা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে চাকরির বাজারে অনিশ্চয়তা এই পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা খাতে গত কয়েক দশকে বড় ধরনের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিকের পর মাত্র ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। বর্তমানে এ হার বেড়ে ৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে এবং দেশে দুই মিলিয়নের বেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়ন করছেন।

উচ্চ টিউশন ফি ও ঋণের চাপ : এদিকে শিক্ষার ব্যয়ও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৯৯৮ সালে টিউশন ফি চালুর সময় বার্ষিক ফি ছিল এক হাজার পাউন্ড। বর্তমানে ইংল্যান্ডের শিক্ষার্থীদের বছরে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ৫৩৫ পাউন্ড পর্যন্ত টিউশন ফি দিতে হয়, পাশাপাশি বহন করতে হয় আবাসন ও জীবনযাত্রার ব্যয়। জরিপে দেখা গেছে, যাঁরা টিউশন ফি ব্যবস্থার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে হতাশা তুলনামূলক বেশি। শিক্ষার্থীঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত আয়ের সীমা দীর্ঘদিন ধরে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় না করে স্থির রাখা হয়েছে, যা ঋণগ্রহীতাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে।

ডিগ্রি কি এখনো লাভজনক : তবে বিশ্ববিদ্যালয় খাতের প্রতিনিধিরা এখনো উচ্চশিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি সুফলের ওপর জোর দিচ্ছেন। ইউনিভার্সিটিজ ইউকের প্রধান নির্বাহী ভিভিয়েন স্টার্ন বলেন, ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা সাধারণত চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকেন, বেশি আয় করেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যগত অবস্থাও তুলনামূলক ভালো হয়। তাঁর মতে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যও দক্ষ স্নাতকদের প্রয়োজন। হায়ার এডুকেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিক হিলম্যান বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রত্যাশিত আর্থিক সুবিধা সব সময় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য পুরোপুরি অস্বীকার করেন না।

শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা : ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের উচ্চশিক্ষাবিষয়ক সহসভাপতি অ্যালেক্স স্ট্যানলি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও সুযোগ দিয়েছে। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনটি চাকরি করতে হওয়ায় তাঁর ফলাফলে প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে তাঁর শিক্ষার্থীঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার পাউন্ডের বেশি, যা নিয়মিত পরিশোধের পরও বাড়ছে।

সতর্কবার্তা গবেষকদের : বিএসএ প্রতিবেদনের সহলেখক অ্যালেক্স স্কোলস সতর্ক করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা প্রদান করে না; এটি সামাজিক গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও চালিকা শক্তি। কিন্তু শিক্ষার্থীঋণব্যবস্থা এবং চাকরির বাজারে এআইয়ের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ মানুষের মধ্যে উচ্চশিক্ষার মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ বাড়িয়ে তুলছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকট আরও গভীর হতে পারে।

দেশে ৭৯ হাজার 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা'

ঢাকা : মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান। শেখ হাসিনার আমলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন পালিয়ে আছেন ভারতে। ৮১ ব্যাচের সাবেক এই সচিবের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটি ভুয়া বলে তদন্তে উঠে এসেছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান একবার নন, বারবার আলোচনায় এসেছেন নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে। ১৯৮৫ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনকালে নিরীহ জনতার ওপর গুলি চালানোর হুকুম দিয়ে দেশব্যাপী আলোচনায় এসেছিলেন। মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামানের মতো এমন হাজার হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন বাংলাদেশে। যারা রাষ্ট্র ও সরকারকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করে ভাতা নিচ্ছেন, নানা সুবিধা বাগাচ্ছেন। জানা গেছে, সারা দেশে মোট মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন এক লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন। গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী বছর পার হবে, দেশে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কমবে। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা মারা যাওয়ার পর এই সংখ্যা কমার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে উল্টো চিত্র দেখা গেছে। দিন যতই গেছে, দেশে তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বেড়েছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) সূত্রে জানা গেছে, গত সাত মাসে আরো প্রায় দেড় হাজার আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও পড়েছে বেকায়দায়। সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ৭৮ হাজার ৯৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাথমিক তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে মুক্তিযোদ্ধার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হয় ১৯৮৬ সালে। ওই সময় জাতীয় কমিটি এক লাখ দুই হাজার ৪৫৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা প্রকাশ করে। এ পর্যন্ত আটবার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আর জামুকা প্রতিষ্ঠার পর ছয় হাজার ৪৭৬ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাতিল করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত ৭৯ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার বিষয়ে তদন্ত শেষ হয়নি। জামুকায় আবেদন করা অধিকাংশই শরণার্থী মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে জামুকার পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) উপ-সচিব মোহাম্মদ উল্যাহ বলেন, 'যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শুনানি হচ্ছে। যাচাই-বাছাই করেই বাদ দেওয়া হয়।'এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। ফোনে মেসেজ দিলেও উত্তর দেননি। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৮ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রের করা তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার ৮৯২ জন। এর মধ্যে বেসামরিক বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫১ হাজার ৫২৬ এবং বিশেষ তালিকায় ছিলেন ১৯ হাজার ৩৬৬ জন। পরে ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকারের সময় আরো ৮৬ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক লাখ ৮৬ হাজার ৭৯০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করে। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দুই লাখ ১০ হাজার ৫৮১ জনকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে এক লাখ ৯৮ হাজার ৮৮৯ জনের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করে। ২০১১ সালে তালিকা সংশোধনসহ নতুন করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিতে আবেদন গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার। এ সময় আরো এক লাখ ৩৯ হাজার আবেদন জমা পড়ে। সূত্র জানায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ৭৯ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন বলে অভিযোগ আসে জামুকায়। এ নিয়ে ২০২৪ সালে মাঠপর্যায়ে শুনানি শুরু হয়। ২০২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর জালিয়াতি ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ গ্রহণ করায় ৭১ জনের গেজেট বাতিল করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে অপরাধ স্বীকার করে স্বেচ্ছায় বাতিলের আবেদন করেন ১২ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। এর আগে নির্ধারিত বয়সের (১২ বছর ৬ মাস) কম হওয়ায় দুই হাজার ১১১ মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাতিল করা হয়েছে। জামুকা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ছয় হাজার ৪৭৬ জনের নাম বাতিল করা হয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর ৭৮ হাজার ৯৫ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরকার লিপিবদ্ধ করে। স্বৈরশাসক এরশাদের সময় ১৯৮৮ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের করা তালিকায় এ সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার ৮৯২। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে এক লাখ ৯৮ হাজার ৮৮৯ জনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। আবার ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক লাখ ৮৬ হাজার ৭৯০ জনের তালিকা প্রকাশ করে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দুই লাখ ১০ হাজার ৫৮১ জনকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৯-২০২৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এক লাখ ৩৯ হাজার নতুন আবেদন জমা পড়ে। হিসাবে দেখা গেছে, দিন যত গেছে, মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেড়েছে এবং আবেদনও পড়েছে। সূত্র জানায়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, মাসিক ভাতাসহ এলাকায় প্রভাব রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আবেদন পড়ছে।

আসছে ৫ স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচন জটিল সমীকরণে পড়বে রাজনীতি

স্টালিন সরকার : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার-বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ-উর রহমান স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'আওয়ামী লীগ' অংশগ্রহণ নিয়ে দেয়া বক্তব্য টক অব দ্য কান্ট্রি। তিনি বলেছেন, নির্বাচন-সংক্রান্ত শর্তাবলি পূরণ করলে ব্যক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতাসহ যে কেউ আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। এ বিষয়ে সরকারের দিক থেকে বাধা দেয়ার কোনো কারণ নেই। মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। একজন ব্যক্তি যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চান, তিনি যদি আওয়ামী লীগ করেন তবুও প্রার্থী হতে পারবেন; কারণ নির্বাচনটা নির্দলীয়। তবে প্রার্থী হওয়ার যে ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটি পূরণ করতে হবে। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচন ইস্যুতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জাহেদ-উর রহমান যে বার্তা দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার, আওয়ামী লীগ যে রাজনীতিতে ফেরার হুঙ্কার দিয়েছে; সেটি শুরু হবে স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে। ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে রাজনীতিতে ছিল এক ধরনের সমীকরণ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি; ফলে বিএনপির সঙ্গে জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। নির্দলীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতারা অংশগ্রহণ করলে জটিল সমীকরণের মুখে পড়বে দেশের রাজনীতি। তখন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নেবে আগাম বোঝা কঠিন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন হবে অনেকটা ঝড়ো হাওয়ার মতোই। ঝড়ো হাওয়া যখন তখন গতিপথ পরিবর্তন করে। কখন কোন দিকে মোড় নেয় তা বোঝা যেমন দুরূহ; তেমিন আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠে কোন কৌশলে ফিরবে তার ওপর রাজনীতির গতিপ্রকৃতি প্রবাহিত হবে। দলের সভাপতি শেখ হাসিনা যখন ফিরবেন না এবং দলের অন্য কোনো নেতার নেতৃত্বও তৃণমূল আওয়ামী লীগ মেনে নিচ্ছে না সে কারণে বিজয়ের চেয়ে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন হবে দলটির মূল টার্গেট। কোন কৌশল গ্রহণ করলে দেশের রাজনীতিতে নতুন করে শেকড় পোতা যাচ্ছে সে চেষ্টাই করবে আওয়ামী লীগ। যার কারণে ইউ-নিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ঘিরে ইতোমধ্যেই গ্রামগঞ্জে বিএনপি, জামায়াত ও এন-সিপির আওয়ামী লীগের ভোটার ও প্রার্থীদের নিজেদের পক্ষে নেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে জন্ম নেয়া এনসিপি যেমন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে প্রার্থী করতে আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুর আলমের বাসায় ধরনা দিয়েছে; তেমনি জামায়াত স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট পেতে তাদের সঙ্গে পর্দার আড়ালে নির্বাচনী সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীন বিএনপিও বসে নেই। নির্বাচনী প্রচারণায় না নামলেও ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা আওয়ামী লীগের ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় নির্বাচনে মাঠের পরিস্থিতি কেমন হবে তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এটি ঠিক, বিএনপিকে ঠেকাতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে পর্দার আড়ালে নির্বাচনী সমঝোতা করতে জামায়াত সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। ইসলামের নামে রাজনীতি করলেও ভোট এবং ক্ষমতার জন্য জামায়াত যেকোনো কৌশল গ্রহণ করতে পারে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে হিন্দু শাখা খোলা, পূজাম-পে ছুটে গিয়ে গিতা পাঠ, রোজা ও পূজা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ফতোয়া দেয়া– সব কৌশল করেছে। জাতীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসন পাওয়ার পর জামায়াত স্থানীয় নির্বাচনে সেই কৌশল আরো বেগবান করবে। দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি কার্যত আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা ও সমর্থকদের তোয়াজনীতির কৌশল গ্রহণ করেছে। প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ প্রতিহতের ঘোষণা দিলেও পর্দার আড়ালে ওই দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নিজেদের দিকে টানতে নানা কৌশল করছে।

১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের পর বিএনপির সরকার গঠনের কিছুদিন যেতে যা যেতেই শুরু হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রচারণা। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম চলতি বছরের শেষ দিকে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। জেলা পরিষদ নির্বাচন এখনো আকর্ষণীয় না হলেও স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ চার স্তর সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ-ইউপি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচিত ওইসব প্রতিনিধি সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের খুঁটির ভূমিকা পালন করে। চার স্তরের স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে নির্বাচন কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রায় দুই হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আগামী অর্থবছরে স্থানীয় নির্বাচনগুলো হচ্ছে সেটি নির্বাচন কমিশনের অর্থমন্ত্রণালয়ে পাঠানো বরাদ্দের প্রস্তাবে পরিষ্কার। আগামী অর্থবছরে স্থানীয় সরকারের পাঁচ স্তরের ভোটের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এর মধ্যে স্থানীয় সরকারের চার হাজার ৫৮১ ইউনিয়ন পরিষদ, ৬১ জেলা পরিষদ, ৪৯৫ উপজেলা পরিষদ, ৩৩০ পৌরসভা ও ১৩ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন পদ নির্বাচন উপযোগী রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সাংবাদিকদের বলেছেন, বাজেটে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আসার পরই জুলাই-অগাস্ট থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, কোন নির্বাচন কবে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক অবস্থান যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় নির্বাচনগুলোকে একটি পরীক্ষামূলক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ক্ষমতা গ্রহণের পর এই নির্বাচন বিএনপি সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং নির্বাচন উপযোগী অবস্থায় রয়েছে। তবে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায় থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ফলে নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রস্তুতিও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি। তবে আওয়ামী লীগের শাসনামলে আর-পিওতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয়ভাবে করা হতো। আন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার ও সদস্য স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ নির্বাচন দলীয় ব্যানারে না করে স্থানীয় নির্বাচন নির্দলীয় করার প্রস্তাব দেয়ার পর আরপিও সংশোধন করে স্থানীয় নির্বাচন নির্দলীয় করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে বা দাফতরিকভাবে কোনো নির্দেশনা এখনো দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. শহীদুল হাসান বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে, সেটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের কারণে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আবার নির্বাচনে জুলাই অভ্যুত্থানের দল এনসিপি ও জামায়াত নির্বাচনী জোট গঠন করেছিল। ফলে বিএনপি বনাম জামায়াত-এনসিপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় রাজনীতির সমীকরণ ছিল এক ধরনের। ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে দিল্লি চায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের পুনপ্রত্যাবর্তন। ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে সেটি সম্ভব না হলেও নির্দলীয় স্থানীয় নির্বাচনে সেটি হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ-উর রহমানের বক্তব্যে সেটি পরিষ্কার। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হতে পারে। আওয়ামী লীগ সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকা- সক্রিয় না থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের সমর্থিত প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। এতে রাজনীতিতে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হবে। দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যাবে। অবশ্য নির্বাচন নিয়ে গবেষণা করেন এমন এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, জনসমর্থনের দিক দিয়ে বিএনপি বটবৃদ্ধ আর জামায়াত রাজকড়ই গাছের মতোই। রাজকড়ই গাছ কয়েক বছরে বিশালাকৃতির হলেও মজবুত না হওয়ায় ঝড়বাতাসে ভেঙে পড়ে। কিন্তু বড়গাছ ধীরে ধীরে বড় হয় এবং ঝড়ঝঞ্ঝায় নিজেকে রক্ষা করে শত বছর বেঁচে থাকে। বিএনপির জনসমর্থন অনেকটা ওই বটগাছের মতোই। তবে স্থানীয় নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি ও জামায়াত এবং তৃতীয় সারির এনসিপি কোন কৌশল গ্রহণ করবে, সেটিই দেখার বিষয়।

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ৩৩ কোটি ডলার

ঢাকা : চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ১১ দশমিক ২৪ শতাংশ। একই সময়ে প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়েছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে একক হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পোশাক বাজারে প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীন অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটিইএক্সএ) প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি-এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির অর্থমূল্য ছিল ২৯৮ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬৪ কোটি ৬২ লাখ ৪০ হাজার ডলারে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ থেকে ৩৩ কোটি ৫২ লাখ ১০ হাজার ডলার সমমুল্যের পোশাক কম আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ১ দশমিক ৩১ শতাংশ বেড়ে ৫০৮ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার ডলার থেকে ৫১৫ কোটি ৫৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে কম্বোডিয়া থেকে আমদানি বেড়েছে ১৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানির অর্থমূল্য ১২৩ কোটি ১০ লাখ ৪০ হাজার ডলার থেকে ১৪০ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ডলারে পৌঁছেছে। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও ২ দশমিক ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দেশটি থেকে আমদানি বেড়ে ১৬০ কোটি ১২ লাখ ৯০ হাজার ডলার থেকে ১৬৩ কোটি ৭৬ লাখ ৯০ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের তুলনায় আরো বড় পতন দেখা গেছে চীন-ভারতে। চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৫০ দশমিক ২১ শতাংশ কমে ৪৩৬ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার ডলার থেকে ২১৭ কোটি ৪৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারে নেমে এসেছে। ভারত থেকে আমদানি কমেছে ২৮ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানির অর্থমূল্য ১৯৯ কোটি ৯৫ লাখ ৭০ হাজার ডলার থেকে কমে ১৪৩ কোটি ৮৯ লাখ ৯০ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পোশাক সরবরাহকারী দেশ ছিল ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এর পর রয়েছে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও কম্বোডিয়া। শুধু এপ্রিলে চিত্রও বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক নয়। এ মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ১৭ দশমিক ২১ শতাংশ কমে ৭৫ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার থেকে ৬২ কোটি ৭০ লাখ ডলারে নেমে আসে। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানি কমেছে ১১ দশমিক ৯৫ শতাংশ। ওটিইএক্সএর তথ্যানুযায়ী, জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশী পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য ছিল প্রতি বর্গমিটার সমতুল্যে ২ ডলার ৯৭ সেন্ট। এক বছর আগে যা ছিল ৩ ডলার ৫ সেন্ট। ফলে ইউনিট মূল্য কমেছে ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। প্রধান প্রতিযোগীদের মধ্যে ভিয়েতনামের ইউনিট মূল্য ছিল ৩ ডলার ৩৮ সেন্ট, ভারতের ৩ ডলার ৪১ সেন্ট এবং ইন্দোনেশিয়ার ৩ ডলার ৮১ সেন্ট। কম্বোডিয়ার ইউনিট মূল্য ছিল ২ ডলার ৯৪ সেন্ট। অর্থাৎ প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে শুধু কম্বোডিয়ার ইউনিট মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় কিছুটা কম। সবচেয়ে বড় মূল্যহ্রাস হয়েছে চীনের ক্ষেত্রে। দেশটির ইউনিট মূল্য ১৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ কমে ১ ডলার ৭৮ সেন্ট থেকে ১ ডলার ৪৩ সেন্টে নেমেছে। ভারতের ইউনিট মূল্য কমেছে ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৬ দশমিক ৫৪ ও পাকিস্তানের ৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ। অর্থমূল্যের পাশাপাশি পরিমাণগত হিসাবেও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক আমদানি কমেছে। জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানীকৃত পোশাকের পরিমাণ ৯ দশমিক ১ শতাংশ কমে ৯৭ কোটি ৮৩ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার থেকে ৮৯ কোটি ১ লাখ ৭০ হাজার বর্গমিটারে নেমে এসেছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোশাক সরবরাহ করেছে ভিয়েতনাম। দেশটি থেকে আমদানির পরিমাণ ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ বেড়ে ১৪৮ কোটি ৪১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার থেকে ১৫২ কোটি ৪০ লাখ ৭০ হাজার বর্গমিটারে উন্নীত হয়েছে। কম্বোডিয়া থেকে আমদানি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানি ৪০ কোটি ৫০ লাখ ৮০ হাজার বর্গমিটার থেকে ৪৭ কোটি ৭০ লাখ ৬০ হাজার বর্গমিটারে পৌঁছেছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানি বেড়ে ৩৯ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার বর্গমিটার থেকে ৪৩ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির পরিমাণ ৩৮ শতাংশ কমে ২৪৪ কোটি ৭৩ লাখ ৪০ হাজার বর্গমিটার থেকে ১৫১ কোটি ৭২ লাখ ৬০ হাজার বর্গমিটারে নেমে এসেছে। ভারতের ক্ষেত্রে পতন হয়েছে ২৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানি কমে ৫৫ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার বর্গমিটার থেকে ৪২ কোটি ২১ লাখ ১০ হাজার বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে। ওটিইএক্সএর তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানির অর্থমূল্য ১২ শতাংশ কমে ২ হাজার ৬২২ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার থেকে ২ হাজার ৩০৭ কোটি ৭৪ লাখ ৯০ হাজার ডলারে নেমে এসেছে। একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ১২ দশমিক ৯২ শতাংশ কমে ৮৪০ কোটি ৬৮ লাখ ৯০ হাজার বর্গমিটার থেকে ৭৩২ কোটি ৭ লাখ ৮০ হাজার বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক বাজার সংকোচনের মধ্যেও ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও হন্ডুরাস থেকে পোশাক আমদানি কমেছে।

যুক্তরাজ্যে জব্দ ২৫ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ দেশে ফিরছে

ঢাকা : বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ও সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেছেন, যুক্তরাজ্যে প্রায় ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ‘স্টোলেন অ্যাসেট’ বা পাচারকৃত সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এবং শিগগিরই তা দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের একাংশের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে গভর্নর এ তথ্য জানান। সভায় দেশের ব্যাংকিং খাতের চলমান সংস্কার, আর্থিক খাতের সুশাসন, খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল রূপান্তরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। গভর্নর বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে জব্দ হওয়া ২৫ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের পদক্ষেপ আর্থিক খাতে জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সভায় দুর্বল ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতিও তুলে ধরেন গভর্নর। তিনি জানান, ইতোমধ্যে কিছু প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংকগুলোর কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের উন্নয়ন ও সমন্বয় শেষ হলে পুনর্গঠন কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি বড় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের বিষয়েও সম্পাদকদের অবহিত করা হয়।

খেলাপি ঋণ কমানোর লক্ষ্যে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান গভর্নর। তিনি বলেন, অর্থঋণ আদালত আইন সংশোধনের কাজ চলছে, যাতে ঋণসংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। একই সাথে আদায় অযোগ্য ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যাক্ট’ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার প্রসারেও বাংলাদেশ ব্যাংক নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। গভর্নর জানান, ডিজিটাল ন্যানো-লোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ঋণ মূল্যায়ন এবং আধুনিক ক্রেডিট ব্যুরো ব্যবস্থা চালুর কাজ চলছে। এছাড়া ‘ওয়ান সিটিজেন, ওয়ান আইডেন্টিটি, ওয়ান ওয়ালেট’ ধারণার মাধ্যমে একটি সমন্বিত ডিজিটাল আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সভায় সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। উভয় পক্ষ দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪.১৪%

ঢাকা : বর্তমানে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৩ টাকা বা ৩ হাজার ২০ মার্কিন ডলার বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। মাথাপিছু আয়ের এ পরিমাণ দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বুধবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। বিবিএস বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ টাকা বা ২ হাজার ৭৬৯ ডলার। এক বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩৪ হাজার ৩৬২ টাকা। এর আগে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৪ হাজার ১০২ টাকা। অর্থাৎ দুই বছরে বেড়েছে প্রায় ৬৪ হাজার টাকা।

এদিকে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় স্থবিরতার মধ্যেও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। খাত ভেদে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেবা খাতে। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এছাড়া শিল্পে ২ দশমিক ৮৬ এবং কৃষিতে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় কৃষি ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি কমলেও শিল্পখাতে বেড়েছে। জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি বেড়েছে চলতি মূল্যে দেশের অর্থনীতির আকারও। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার দাঁড়িয়েছে ৬১ লাখ ২০ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, যা প্রায় ৫০১ বিলিয়ন ডলারের সমান। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতির আকার ছিল ৫৫ লাখ ১৫ হাজার ২৬ কোটি টাকা বা প্রায় ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার।

ব্রিটেনে অলিখিত ভিসা নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশ

ঢাকা : ব্রিটেন তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর ইমিগ্রেশন নীতি তৈরি করতে যাচ্ছে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া কয়েক দশকের মধ্যে অবৈধ অভিবাসী আটক ও বহিষ্কারে রেকর্ড করেছে লেবার পার্টি সরকার। সরকার গঠন করার ২ বছরের মধ্যেই ৫৮ হাজার অবৈধ মানুষকে ডিপোর্ট বা বহিষ্কার করেছে লেবার সরকার, যা আগের ২ বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। এদিকে সরকারের নতুন ইমিগ্রেশন পলিসি বাস্তবায়ন নিয়ে ভয়াবহ আতঙ্কে আছেন হাজার হাজার অভিবাসী বাংলাদেশি। ২০২২ সালের ‘বরিস ওয়েভ’ ঢেউয়ের তালে হাজার হাজার বাংলাদেশি কেয়ার ওয়ার্কার ভিসায় এসেছিলেন ব্রিটেনে। তবে বেশির ভাগই প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

দালালদের হাতে ৩০-৪০ লাখ টাকা তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনে এসে কোম্পানি থেকেও প্রতারিত হয়েছেন। কোম্পানিতে কাজ নেই, তারপরও ৫ বছর কোনোভাবে পে স্লিপ চালিয়ে ব্রিটেনে যারা স্থায়ী হওয়ার চিন্তা করছেন তাদের জন্য হঠাৎ করেই আঘাত হানেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। সলিসিটার মিজান রহমান বলেন, নতুন নিয়ম বাস্তবায়ন হলে ব্রিটেনে ৫ বছরের স্থায়ী হওয়ার সুযোগ বাতিল করে ১০ বছর, ক্ষেত্র বিশেষ ২০ বছর করার পরিকল্পনা করছে। এটি অভিবাসীদের জন্য ভয়ংকর হবে। এ ছাড়া স্টুডেন্ট ভিসায় ডিপেনডেন্ট আনা বন্ধ করা, স্টুডেন্ট ভিসা থেকে ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার পথও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মিয়ানমার, সুদান, আফগানিস্তান, ক?্যামেরুনের জন্য ব্রিটিশ ভিসা আবেদন স্থগিত করেছে ব্রিটেন। সলিসিটার মিজান রহমান বলেন, প্রকাশে?্য কোনো তালিকায় না থাকলেও বাংলাদেশও অলিখিত ভিসা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে। বাংলাদেশ থেকে ভিসা আবেদন করলেও সাম্প্রতিক সময়ে রিজেক্ট হচ্ছে বেশি। একই সঙ্গে ওয়ার্ক পারমিটে ভিসা না দেওয়া ও ভিজিট ভিসা না দেওয়ার হার সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি। জয়নাল আবেদিন নামের একজন চার সদস্যের পরিবার নিয়ে ব্রিটেনে এসে ভয়াবহ বাস্তবতার মুখে পড়েছেন। তিনি বলেন, ‘প্রথমে প্রতারিত হয়েছি দালালের মাধ্যমে, ৩৫ লাখ টাকা দিয়ে ব্রিটেনে এসে দেখি কোম্পানি নাই! শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে আরেকটা স্পন্সর জোগার করে পে স্লিপ চালিয়ে যাচ্ছি স্থায়ী হওয়ার আশা নিয়ে। অথচ সরকার এখন যে ১০ বছরে স্থায়ী করার পরিকল্পনা করছে, সেটা বাস্তবায়ন হলে দেশে ফেরত যাওয়া ছাড়া গতি নেই। এখন মনে হচ্ছে সরকারও এখন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।’

জিরো টলারেন্স নীতি ও বাস্তবতা

(৮ পাতার পর)

কিশোরী ও তরুণ-তরুণী, অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের। অন্য এক গবেষণা অনুযায়ী, তরুণসমাজ অল্প বয়সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। গবেষণার তথ্যানুযায়ী, তরুণসমাজ খুব অল্প বয়সে প্রথমবার মাদক সেবন শুরু করে। ১৮-২৫ বছর বয়সের মধ্যে দেশের ৩৩ শতাংশ মাদক ব্যবহারকারী। প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী ১৮ বছরের নিচে থাকাবস্থায় মাদক সেবন শুরু করে। মাদকের ব্যাপকতা এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করায় দেশে এক ভয়াবহ ও বহুমুখী সঙ্কট সৃষ্টি করছে। মাদক একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সক্ষম। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তির ফলে প্রধানত যেসব সামাজিক সঙ্কট তৈরি হয় তা অনেকটা নিম্নরূপ : মাদক সেবনে তরুণ প্রজন্মের মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার আগে ধ্বংস হয়ে যায়। মাদকাসক্তরা কর্মশীলতা ও উৎপাদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। নিঃশেষ হয় যৌনশক্তি। মাদকাসক্তরা নেশার অর্থের জন্য পরিবারের সদস্যদের ওপর শারীরিক মানসিক নির্যাতন চালায়। তারা মাদকের অর্থ জোগাড় করতে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ও ছিনতাইয় পর্যন্ত করে।

মাদক ও নেশা নিরোধ সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর মাদকের পেছনে প্রায় এক লাখ কোটি ব্যয় হচ্ছে। একজন মাদকাসক্ত মাসে প্রায় ছয় হাজার টাকা মাদকের পেছনে ব্যয় করে; অথচ বাংলাদেশে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থায়, তদারকি ও সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও আইনি দুর্বলতায় মাদকবিরোধী অভিযান অনেকটা অকার্যকর। ভৌগোলিক অবস্থান, দুর্বল সীমান্ত নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু অসাধু সদস্যের যোগসাজশ মাদক পাচারকে সহজতর করে।

মাদকাসক্তদের অপরাধী হিসেবে না দেখে স্বাস্থ্য সমস্যা বিবেচনার মানসিকতা এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থার ঘাটতি প্রতিরোধের প্রধান অন্তরায়। দেশে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার মূল কারণগুলো আলোচনায় বেরিয়ে আসছে অবাক করা সব তথ্য। যেমন- রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দুর্নীতি : মাঠপর্যায়ে অনেক মাদক কারবারি ও সিন্ডিকেট রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় পরিচালিত হয়। ফলে মূল হোতা প্রায়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। শুধু খুচরা বিক্রেতা বা বাহকদের গ্রেফতার করা হয়। সীমান্ত সুরক্ষা ও নজরদারি : গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল ও ‘গোল্ডেন ক্রিসেন্ট’ অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানিদের একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আইন প্রয়োগে ঘাটতি : অনেক সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্যের দুর্নীতি ও সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া যায়; যা মাদকবিরোধী অভিযানকে বাধাগ্রস্ত করে। বিপুল মাদকের একটি ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধার হলেও বেশির ভাগ বাজারে থেকে যায়।

পুনর্বাসন ও সচেতনতার অভাব : মাদকাসক্তদের অপরাধী হিসেবে বিবেচনা না করে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে জোর দেয়া হলেও সেই অনুযায়ী সরকারি পুনর্বাসনকেন্দ্র ও চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল। পারিবারিকভাবে সচেতনতা এবং স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর কাউন্সেলিংয়ের অভাবও এর বিস্তারে বড় ভূমিকা রাখছে।

মাদকের বিরুদ্ধে স্থায়ী সমাধানে শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন দুর্নীতি দমন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। মাদকের বিস্তার রুখতে সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করলেও এর বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা নিয়ে নানামুখী বিতর্ক রয়েছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে বড় চালান জব্দ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে গডফাদারদের সুরক্ষা পাওয়া ও দুর্নীতির কারণে এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মাদক নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ ও সীমাবদ্ধতার দিকগুলো হচ্ছে- মাদক কারবারের মূল হোতারা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় অধরা থেকে যায়। দুর্নীতি ও যোগসাজশ : আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু অসাধু সদস্যের সাথে মাদক কারবারিদের যোগসাজশের অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। সীমান্তবর্তী চ্যালেঞ্জ : পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে বিভিন্ন কৌশলে মাদকের অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাদক রুখতে শুধু ব্যাপকভিত্তিক অভিযান যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন দুর্নীতি দমন, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো। সর্বোপরি মাদকবিরোধী স্থায়ী একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে নেশাগ্রস্ত তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

মাদক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ চীনের অনন্য সাধারণ নজির গ্রহণ করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০০ সালে দশকে) চীনে ব্রিটিশ বণিকদের দ্বারা চোরাচালানকৃত আফিমের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল; যা চীনের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। সে সময়কালকে চীনের ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়; যাকে প্রায়ই শতবর্ষের অপমান হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯০৬ সাল নাগাদ চীনে ১৩ দশমিক ৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ আফিমে আসক্ত ছিল; যা তৎকালীন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। ফলে চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাময়িক দুর্বলতা এবং শ্রমিকদের কৃষিও শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহৃত হয়। ১৯৪৯ সালে গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার পর, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুবই কঠোর পদক্ষেপ নেয়। ফলে চীনের ১৫০ বছরের মাদক যুগের অবসান ঘটে। অভিযানটি ইতিহাসের অন্যতম সফল মাদকবিরোধী অভিযান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৩ সালের মধ্যে চীন প্রায় মাদকমুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি পায়। শেষকথা, মাদকের পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে, একই সাথে মাদক গ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যসঙ্কটসহ হাজারো সমস্যার এক বৃত্তের মধ্যে জাতি ঢুকে পড়েছে। এ থেকে মুক্তি কোথায়।

লেখক : সম্পাদক, নয়া দিগন্ত।

গাছ আমাদের প্রিয় বন্ধু

(৯ পাতার পর)

পাতা, ফুল ও শিকড়ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গাছ আমাদের ছায়া দেয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে একটি বড় গাছের নিচে দাঁড়ালে প্রশান্তি অনুভব করা যায়। গ্রামের পথঘাট, স্কুলের মাঠ, নদীর তীর কিংবা বাড়ির আঙিনায় বড় বড় গাছ মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। গাছের ছায়া মানুষকে আরাম দেয় এবং পরিবেশকে শীতল রাখে। গাছ পশুপাখিরও আশ্রয়স্থল। অসংখ্য পাখি গাছে বাসা বাঁধে। সকালে পাখির মধুর ডাক মানুষের মনকে আনন্দে ভরে দেয়। কাঠবিড়ালি, বানর এবং অনেক প্রাণী গাছের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। গাছ কেটে ফেললে এসব প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়ে। গাছ মাটি রক্ষা করে। গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। ফলে বন্যা বা ভারী বৃষ্টির সময় মাটি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। নদীভাঙন প্রতিরোধেও গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় এলাকায় গাছ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। আমরা গাছ থেকে কাঠ পাই। ঘরবাড়ি নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি, নৌকা নির্মাণ এবং নানা কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অনেক গাছ থেকে ওষুধও পাওয়া যায়। নিম, অর্জুন, তুলসী, বাসকসহ বিভিন্ন ঔষধি গাছ মানুষের রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পরিবেশ দিবসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। কিন্তু শুধু একদিন গাছ লাগালেই হবে না। বছরের প্রতিটি দিন আমাদের গাছের যত্ন নিতে হবে এবং নতুন নতুন গাছ লাগাতে হবে। বর্তমানে শহর ও গ্রাম উভয় জায়গাতেই গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নতুন নতুন রাস্তা, কলকারখানা এবং ভবন নির্মাণের জন্য অনেক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ গাছ কাটা হচ্ছে, সেই পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত অন্তত বছরে একটি করে গাছ লাগানো। বাড়ির আঙিনা, রাস্তার ধারে, রাখবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বনভূমি ধ্বংসের কারণে পরিবেশগত সংকট বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ, পানির সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো বেশি বেশি গাছ লাগানো। একটি গাছ শুধু একটি গাছ নয়, এটি একটি জীবনের প্রতীক, একটি সবুজ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গীকার হোক, আমরা বেশি বেশি গাছ লাগাব, গাছের যত্ন নেব এবং অন্যদেরও গাছ লাগাতে উৎসাহিত করব। একটি সবুজ পৃথিবী গড়ে

স্কুলের মাঠে, খালি জায়গায় এবং পতিত জমিতে গাছ লাগানো যেতে পারে। শুধু গাছ লাগালেই হবে না, গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত তার যত্নও নিতে হবে। একটি চারা গাছকে বড় করে তোলা মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা।

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। পরিবার এবং বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। যখন একটি শিশু নিজের হাতে একটি গাছ লাগাবে, তখন সে গাছের মূল্য বুঝতে শিখবে। এই সচেতনতা ভবিষ্যতে পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। গাছ বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে, পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে।

গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, খাদ্য দেয়, ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয় এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখে। তাই গাছকে ভালোবাসতে হবে, রক্ষা করতে হবে এবং বেশি বেশি বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের সবার শপথ হোক,“একটি গাছ, একটি প্রাণ; সবুজ হোক পৃথিবীর প্রতিটি স্থান।” গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি।

ইরাক প্রবাসী

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

e-file

We Accept

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CPA

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

ভূ-রাজনীতির নতুন অস্ত্র

(৫ পাতার পর)

নেটওয়ার্ক নিয়ে। বিশ্ব রাজনীতির আলোচনায় যুদ্ধজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা বিমানবাহী রণতরীর কথা প্রায়ই আসে। কিন্তু খুব কম মানুষই ভাবেন যে আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো আসলে সমুদ্রের হাজার মিটার নিচে শুয়ে আছে। বর্তমানে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ডেটা আদান-প্রদানের প্রায় ৯৫ শতাংশই এই সাবমেরিন ক্যাবলগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিদিন ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের আর্থিক লেনদেন, কূটনৈতিক বার্তা, সামরিক যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সেবা এই ক্যাবলগুলোর উপর নির্ভরশীল। আমরা যখন মোবাইল ফোনে একটি বার্তা পাঠাই বা অনলাইনে অর্থ স্থানান্তর করি, তখন সেই তথ্যের বড় অংশই সমুদ্রতলের এই অদৃশ্য নেটওয়ার্ক দিয়ে ভ্রমণ করে। এই কারণেই সাবমেরিন ক্যাবলগুলো এখন কৌশলগত সম্পদে পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর একাধিক ঘটনা এই ঝুঁকিকে সামনে এনেছে। গত ২০২২ সালে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছে ক্যাবল বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উত্তর ইউরোপে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে। ২০২৪ সালে লোহিত সাগরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ইন্টারনেট প্রবাহে উল্লেখযোগ্য সমস্যা দেখা দেয়। এসব ঘটনা দেখিয়েছে যে আধুনিক বিশ্ব কতটা ভঙ্গুর এক অবকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে রাষ্ট্র এই সংযোগ এবং যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সে কেবল প্রযুক্তিগত সুবিধাই পায় না; বরং কৌশলগত সুবিধাও অর্জন করে। চীন দীর্ঘদিন ধরে এই ক্ষেত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। রাষ্ট্র-সমর্থিত চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে বেইজিং শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করছে না; বরং ভবিষ্যতের তথ্যপ্রবাহের মানচিত্র গঠনেও ভূমিকা রাখছে। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে বন্দর ছিল শক্তির প্রতীক। ভেনিসের উত্থান, ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য কিংবা আমেরিকার বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রভাবতত্ত্বকিছুর কেন্দ্রে ছিল সমুদ্রপথ। আজও সেই বাস্তবতা অপরিবর্তিত। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে সাধারণত উন্নয়ন ও অবকাঠামো কর্মসূচি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও গভীর। হাম্বানটোটা, গোয়াদর, জিবুতি কিংবা পিরিয়াসড়এসব বন্দর কেবল বাণিজ্যিক বিনিয়োগ নয়; এগুলো একটি বিস্তৃত কৌশলগত নেটওয়ার্কের অংশ।

সমালোচকেরা একে কখনো কখনো "ঋণ কূটনীতি" বলে অভিহিত করেন। যদিও বিষয়টি বাস্তবে আরও জটিল। অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন চেয়েছে, আর চীন সেই সুযোগে অবকাঠামো বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু এর ফলে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের ঘটনা এই বিতর্কের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঋণ পরিশোধে সমস্যার কারণে দীর্ঘমেয়াদি ইজারার মাধ্যমে বন্দরের পরিচালনা চীনা প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে অবকাঠামো বিনিয়োগ কোথায় শেষ হয় এবং কৌশলগত প্রভাব কোথায় শুরু হয়?

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মালাক্কা প্রণালী এই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বের প্রায় ৪০% সামুদ্রিক বাণিজ্য এই সংকীর্ণ জলপথ অতিক্রম করে। চীনের জ্বালানি নিরাপত্তাও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তাই বেইজিং বিকল্প বন্দর, স্থলপথ এবং নতুন করিডোর তৈরিতে বিপুল বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে ভারতও নিজস্ব কৌশলগত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। ইরানের চাবাহার বন্দর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সামরিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়ন, মালদ্বীপ ও ওমানে অংশীদারিত্বড়সবই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এটি মূলত যোগাযোগ পথগুলোর উপর প্রভাব বজায় রাখার প্রতিযোগিতা। এক সময় ভৌগলিক সীমানা ছিল রাষ্ট্রশক্তির প্রধান পরিমাপক। পরে শিল্পায়ন ও অর্থনীতি সেই ধারণাকে বিস্তৃত করে। এখন ডিজিটাল অবকাঠামো সার্বভৌমত্বের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্লাউড সার্ভার, ফাইভ জি নেটওয়ার্ক এবং ডেটা সেন্টারগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের স্নায়ুতন্ত্রের মতো কাজ করে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিমান চলাচল, জাহাজ পরিচালনা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যন্ত অসংখ্য কার্যক্রম এগুলোর উপর নির্ভরশীল। ইউক্রেন যুদ্ধ এই বাস্তবতাকে নাটকীয়ভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক যুদ্ধক্ষেত্রে যোগাযোগ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়ড়ডিজিটাল অবকাঠামো এখন আর কেবল বাণিজ্যিক সম্পদ নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। চীন তাই নিজস্ব বৃহৎ স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররাও বিকল্প অবকাঠামো জোট গড়ার চেষ্টা করছে। উভয় পক্ষই বুঝেছে যে ভবিষ্যতের শক্তি কেবল স্থল, নৌ ও আকাশে নয়; বরং মহাকাশ এবং সাইবার জগতেও নির্ধারিত হবে। ডেটা আজকের যুগের নতুন খনিজ তেলড়এই কথাটি প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ডেটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই অবকাঠামো, যার মাধ্যমে ডেটা প্রবাহিত হয়। কারণ তথ্যের পথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তথ্যকেও প্রভাবিত করা যায়।

অনেকেই মনে করেন ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন কিংবা হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুদ্ধ। বাস্তবে এসব প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরও গভীরে একটি নীরব প্রতিযোগিতা চলছেড়সংযোগব্যবস্থা ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। কার তত্ত্বাবধানে বন্দর থাকবে, ক্যাবল থাকবে, স্যাটেলাইট থাকবে এবং ডেটা সেন্টার থাকবেড়এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই আগামী দশকের ভূ-রাজনীতির রূপরেখা নির্ধারণ করবে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল সেই প্রতিযোগিতার প্রধান মঞ্চ। এখানকার সমুদ্রপথ, বন্দর, ক্যাবল এবং ডিজিটাল করিডোর শুধু বাণিজ্যিক অবকাঠামো নয়; এগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। সবচেয়ে বড় ভুল হবে অবকাঠামোকে নিরপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া। ইতিহাস দেখায়, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো একসময় রাজনৈতিক ও কৌশলগত অর্থ অর্জন করে। নির্ভরশীলতার জন্য নির্মিত সংযোগব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তা আর থাকে না; বরং নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এই কারণেই সার্বভৌমত্বের ধারণা বদলে যাচ্ছে। একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এখন শুধু তার মানচিত্রে আঁকা সীমান্ত দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বরং নির্ধারিত হয় সে কতটা স্বাধীনভাবে তার বাণিজ্য, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার মাধ্যমে। যে রাষ্ট্রগুলো এই বাস্তবতা দ্রুত উপলব্ধি করবে, তারাই ভবিষ্যতের নিয়ম নির্ধারণ করবে। আর যারা করবে না, তারা হয়তো একদিন আবিষ্কার করবে যে তাদের ভূখণ্ড অক্ষত আছে, পতাকা উড়ছে, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অনেক আগেই অন্য কারও নির্মিত নেটওয়ার্কের মধ্যে বন্দি হয়ে গেছে।

লেখক : রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক।

আমাদের মিডিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

(৬ পাতার পর)

আরো পোক্ত হয়েছিল।

আমার দেশ-এ প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরোধিতার তীব্রতায় বিএনপি নেতারাও হতচকিত হয়ে পড়ছিলেন। বিশেষ করে, আমার আওয়ামী বিচার বিভাগের সরাসরি সমালোচনায় তারা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যকার প্রথম আলো সমর্থক সুশীল গ্রুপ বলতেন আমরা নাকি 'বাড়াবাড়ি' করছি, যদিও আমার দেশ-এর সাহসী ভূমিকায় তারাই উপকৃত হচ্ছিলেন। সেই কথিত 'বাড়াবাড়ির' পরিণামে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল আমার দেশ দ্বিতীয় দফায় এবং চূড়ান্তভাবে বন্ধ করা হলো। সেই সঙ্গে আমিও দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলের ভাত খেতে গেলাম। এর আগেও ২০১০ সালে শেখ হাসিনা ও ইনুরা আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমিও প্রথম দফায় বছরখানেক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেল থেকে জেলে ঘুরে বেড়িয়েছি। ২০১৩ সালে বন্ধ হওয়ার পর আমার দেশ পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাদের প্রায় এক যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছে।

মহান জুলাই বিপ্লবে সহস্রাধিক শহীদ এবং কুড়ি হাজার আহতের রক্তস্নাত বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর আমার দেশ-এর নবযাত্রা আবার শুরু করতে পেরেছি। আমার বিএনপির পুরোনো বন্ধুদের সুশীল অংশ এত দ্রুত আমার দেশ-এর পুনঃপ্রকাশে বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি ভীষণ রকম হতাশও হয়েছিলেন।

তারা আওয়ামী লীগের অবর্তমানে বিএনপিকে যেহেতু নতুন সেক্যুলার দলের রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তাই সাংস্কৃতিক যুদ্ধে পুনঃপ্রকাশিত আমার দেশ তাদের কাছে মিডিয়া জগতে এক প্রবল প্রতিপক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। বিএনপির সাইবার সেলের বয়কটের ডাক মাথায় নিয়েই আমরা নবযাত্রায় ২২ ডিসেম্বর পাঠকের হাতে পত্রিকা পৌছে দিয়েছিলাম। তাছাড়া, পত্রিকা চালাতে গিয়ে বিপ্লবের ফসল হিসেবে গঠিত ড. ইউনূস সরকারকে আমরা নৈতিক সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

এর পেছনে কোনো ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থচিন্তা ছিল না। অন্য মিডিয়ার মতো 'ভিকটিম' সেজে মাসের পর মাস নাটক মঞ্চস্থ করার কখনো ইচ্ছা হয়নি। সরকারপ্রধানের সঙ্গে একদিনের জন্যও সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করিনি। দেড় বছরে তিনি সম্ভবত বার-দুয়েক ধন্যবাদ জানাতে টেলিফোন করেছিলেন। হাসিনার লুট করা আমার দেশ ছাপাখানার করুণ অবস্থা দেখানোর জন্যও কোনো উপদেষ্টা, রাজনৈতিক নেতা, কিংবা বিদেশি কূটনীতিকদের সেখানে আমন্ত্রণ জানাইনি। ড. ইউনূস একসময় সুশীল শ্রেণির 'পোস্টার বয়' থাকলেও কেন যেন সুশীল মিডিয়া তার সরকারকে তেমন একটা পছন্দ করেনি। হয়তো ভারতের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের সাহসী ভূমিকায় সুশীল মিডিয়া বিরক্ত হয়েছিল। দিল্লি থেকেও ইউনূসের বিরোধিতার নির্দেশ এসে থাকতে পারে।

অন্যদিকে আমার দেশ অন্তর্বর্তী সরকারের ভুল কাজের সমালোচনা করলেও আগ্রাসী ভারত যাতে সেই সরকারকে হটিয়ে কোনো প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ফেরানোর কোনো ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য সংবাদ পরিবেশনকালে সতর্ক থেকেছে। ওদিকে বিএনপি তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে রাজপথে আন্দোলনে নামলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সেসব আন্দোলনের কোনো কোনোটির যুক্তিসংগত সমালোচনা করতে হয়েছে। দলীয় স্বার্থে আঘাত লাগতেই বিএনপির হাইব্রিড নেতাকর্মীদের কাছে আমরা হয়ে গেলাম জামায়াতপন্থি পত্রিকা এবং অতীত ভুলে সুশীল মিডিয়া তাদের নতুন বন্ধুরূপে আবির্ভূত হলো।

২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চরম বৈরী পরিবেশে আওয়ামী ফ্যাসিবাদীরা আমার দেশকে যেমন বিএনপিপন্থি অভিহিত করে পাঠকপ্রিয়তা কমাতে পারেনি, তেমনই পুনঃপ্রকাশের পর গত দেড় বছরের নানা অপপ্রচারেও পত্রিকার সেই পাঠকপ্রিয়তায় কোনো হেরফের হয়নি। ক্ষমতার কাছে আমরা কোনো সরকারের আমলেই আত্মসমর্পণ করিনি। আমার দেশ-এর স্বকীয়তার মধ্যে রয়েছে-১. করপোরেট স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ২. রাজনৈতিক দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্তি, ৩. ইসলামোফোবিয়া এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের অঙ্গীকার, ৪. বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য এবং ৫. বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পেশাদারিত্ব থেকে পাঠকের কাছে দায়বদ্ধতা।

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের মন্ত্রীদের একটি অংশ এখন শেখ হাসিনার কায়দায় আমাদের বিরুদ্ধে 'বিজ্ঞাপন অস্ত্রের' ব্যাপক ব্যবহার করছেন। শুনেছি সেই মন্ত্রীরা আমার দেশ-এ তাদের মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন না দেওয়ার জন্য অধস্তনদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বিব্রত হতে পারেন ভেবে নাম উল্লেখ করা থেকে আজকের লেখায় বিরত থাকলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একসময় বিএনপিবিরোধী সব রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমর্থক ছিলেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গেও তাদের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। তাদের ইতিহাস আমি জানি। যাই হোক, এদেশের অবিসংবাদিত আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দলের সেই মন্ত্রীদের এতদিনে জানা উচিত ছিল যে, ম্যাডামের আদর্শ অনুযায়ী আমিও আপস করিনি। প্রায় দুই দশক ধরে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করেই তো আমরা টিকে থাকার চেষ্টা করছি। আমার সহকর্মীরা এটি জেনেই আমার দেশ-এ সাংবাদিকতা করছেন যে, এই পত্রিকায় কাজ করলে পাঠকের কাছ থেকে প্রচুর সম্মান এবং ভালোবাসা মিললেও আর্থিক সচ্ছলতার তেমন আশা নেই। জাতীয় কবি নজরুলের মতো আমার দেশ বাংলাদেশের মিডিয়া জগতের একক বিদ্রোহী রূপে পরিচিতি পেলে, আগের সব পেশা ছেড়ে আমার সম্পাদক হওয়া সার্থক হবে।

ওসমান হাদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহ

হাদি হত্যাকাণ্ড : মমতার জালে অমিত শাহ

(৬ পাতার পর)

পর আমাদের এসটিএফ তাদের ধরে। এটি তাদের কৃতিত্ব। কিন্তু তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, 'আপনি রাজ্য পুলিশকে জানিয়ে দিন এটা যেন বাইরে না যায়। কারণ এটা দেশের ব্যাপার। এত দিন আমি বলিনি। কিন্তু আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছে বলে আমাকে মুখ খুলতে হয়েছে। আমি সেই নামটা বলতে চাইছি না, বললে বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে যাবে। আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। দেশের স্বার্থে ওই নাম আমি বলব না।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর বলেন, 'আমার হৃদয়টা একটা কথার ভান্ডার, আমি সত্যের ভান্ডার।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট, হাদি হত্যাকাণ্ডের পর খুনিরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল। এরপর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স তাদের গ্রেপ্তার করে। আসামিদের গ্রেপ্তারের পর ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাকে নিজে ফোন করেছিলেন। দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই গ্রেপ্তারের বিষয়টি বাইরে প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কথা বলেছেন, 'কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল, আমি সবটাই জানি। কিন্তু আমি সেই নাম বলতে চাই না। বললে বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে যাবে। আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, তাই দেশের স্বার্থে সেই নাম প্রকাশ করব না।' অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি অমিত শাহকে দায়ী করেছেন। এমনকি অমিত শাহ কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, তাও তিনি জানেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া হাদি হত্যা মামলার প্রধান দুই আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগীর হোসেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএর হেফাজতে আছেন। এনআইএ হলো ভারতের একমাত্র কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসবাদবিরোধী বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা। এনআইএ হেফাজতে নেওয়ার আগে এই দুই ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সেখান থেকে মমতা সব তথ্য জেনেছিলেন বলে মনে করা যায়।

শরীফ ওসমান হাদি ছিলেন ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী জনমত গঠনে এক সোচ্চার কণ্ঠ। ফলে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের টার্গেট হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। অমিত শাহর ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক আক্রোশের কারণে তাকে হত্যা করার কোনো কারণ নেই। ভারতের কথিত স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এমন মানুষদের বিশ্বের নানা অঞ্চলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। গুপ্তহত্যার জন্য বিশ্বজুড়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইতোমধ্যে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এ ধরনের গুপ্তহত্যার কাজে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংযোগ আছে-এমন অপরাধী চক্রকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনটি দেশে এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারব।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে ২০২৩ সালের ১৮ জুন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা হত্যা করে। ভারতের কুখ্যাত 'লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং' নামে একটি ভাড়াটে খুনি চক্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে কানাডিয়ান পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষে সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো পার্লামেন্টে জানান, প্রখ্যাত শিখ কর্মী হরদীপ সিং নিজ্জরকে গুলি করে হত্যার পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্টদের হাত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। কানাডা সরকার এই ঘটনাকে দেশটির সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে অভিহিত করে। এর প্রতিক্রিয়ায় দুদেশই একে অন্যের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে। এখনো কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি।

এ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর, মার্কিন বিচার বিভাগ একটি অভিযোগপত্র প্রকাশ করে, যেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়, কীভাবে একজন ভারতীয় এজেন্ট নিউ ইয়র্কে আরেক শিখ কর্মী গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যা করার জন্য একজন পেশাদার খুনি ভাড়া করার চেষ্টা করেছিল। মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মে মাসে ভারতের এক সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে নিউ ইয়র্কে পান্নুনকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। এ কাজের জন্য নিখিল গুপ্ত নামের ৫২ বছর বয়সি এক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিখিল গুপ্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে।

শিখ নেতা পান্নুনকে খুন করার জন্য নিখিল গুপ্ত একজন পেশাদার খুনি খুঁজতে গিয়ে অজান্তেই মার্কিন মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এর একজন আন্ডারকভার এজেন্ট বা তথ্যদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এক লাখ মার্কিন ডলারের চুক্তিতে পান্নুনকে হত্যার জন্য ১৫ হাজার ডলার অগ্রিমও দেওয়া হয়। পুরো বিষয়টি মার্কিন গোয়েন্দা সদস্যরা গোপনে তা রেকর্ড করেন। ফলে পান্নুন হত্যার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

২০২৩ সালের জুন মাসে নিখিল গুপ্ত যখন চেক প্রজাতন্ত্রে যান, তখন মার্কিন সরকারের অনুরোধে সে দেশের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে ২০২৪ সালের জুনে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়। ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন ফেডারেল আদালতে নিখিল গুপ্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি আদালতে স্বীকারোক্তি দেন, ভারতীয় এক সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে আমেরিকার মাটিতে মার্কিন নাগরিক পান্নুনকে হত্যার চক্রান্ত ও অর্থ লেনদেনে জড়িত ছিলেন।

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন বিচার বিভাগ এই চক্রান্তের মূল মাস্টারমাইন্ড হিসেবে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাবেক কর্মকর্তা বিকাশ যাদবের নাম প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক চার্জশিট দাখিল করে। মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি, বিকাশ যাদব ভারতের ক্যাবিনেট সচিবালয় থেকে বসে নিখিল গুপ্তকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। এফবিআইয়ের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় বিকাশ যাদবের নাম রয়েছে এবং ইন্টারপোল তার বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার নোটিস' জারি করে।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোয় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের আরো অনেক তথ্য প্রকাশ হয়েছে। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অর্ডারড কিলিং ইন পাকিস্তান, ইন্টেলিজেন্স অফিশিয়াল ক্লেইম (Indian government ordered killings in Pakistan, intelligence officials claim) শিরোনামে ২০২৪ সালের ৪ এপ্রিল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হলেন আবু সাইদ আহমদ

(শেষ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি ঘোষিত যুবদলের ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে তাকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। আবু সাইদ আহমদ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি ও যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বছর যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে গঠিত যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুগ্ম সম্পাদক পদমর্যাদায় আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশে থাকাকালে তিনি ঢাকা কলেজে ছাত্রদলের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি ঢাকার তৎকালীন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি এবং মতিঝিল থানা যুবদলের সহ-সভাপতি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং গণআন্দোলনের রাজপথে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে আবু সাইদ আহমদ স্বপরিবারে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য, যুবদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে মৌলভীবাজার জেলার দুই নেতা সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তারা হলেন মৌলভীবাজার জেলা যুবদলের সভাপতি জাকির হোসেন এবং কুলাউড়ার সন্তান যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আবু সাইদ আহমদ।

আবু সাইদ আহমদকে সংবর্ধিত করলো যুক্তরাষ্ট্র জাসাস নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ নবগঠিত কেন্দ্রীয় যুবদল এর সহ-সভাপতি মনোনীত হওয়ায় তাকে সংবর্ধিত করেছে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংস্থ (জাসাস) যুক্তরাষ্ট্র শাখা। এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকেলে সিটির এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ১৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে নিউইয়র্ক প্রবাসী যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ-কে সহ সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশেষ মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংগঠনেরর পক্ষ থেকে আবু সাঈদ আহমদ-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

জাসাস-এর যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ উদ্দীন ও শেখ হায়দার আলীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপি, যুবদল ও জাসাস নেতা-কর্মীর মধ্যে মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, আমানত হোসেন আমান, জুয়েল শেখ, এলিজা আক্তার মুক্তা, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাকসুদুল হক, কয়েস আহমেদ, সবুর হোসাইন, এমদাদ রহমান তরফদার, মিয়া মোহাম্মদ হামদু, আকমল হোসাইন, মোহাম্মদ পাটোয়ারী, মোহাম্মদ হাশেম, মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, মোহাম্মদ জুলহাস, শেখ মোহাম্মদ নুর ইসলাম, মিয়া হাসু, খন্দকার আব্দুল আজিম, মোহাম্মদ মনসুর আলম, আকিজ মিয়া, আফতাব উদ্দীন, ওয়াদি উল্লাহ, আব্দুল হামিদ, মনিরুল ইসলাম মনির, নার্গিস খান, শাওবাজ আহমেদ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় বক্তারা আবু সাঈদ আহমদ নবগঠিত কেন্দ্রীয় যুবদল এর সহ-সভাপতি মনোনীত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিগত ১৬ বছরে ফাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি'র পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র যুবদল সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। যুবদলের সেই আন্দোলনে আবু সাঈদ আহমেদ অগ্রনী ভূমিকা পালন করার পুরষ্কার পেয়েছেন তিনি। বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের পাশাপাশি আগামী দিনে আরো প্রবাস থেকে আরো অনেকে নেতা বিএনপি, যুবদল ও জাসাস-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ্য পদ পাবেন বলে প্রত্যাশা করেন। সভায় আবু সাঈদ আহমদ তার বক্তব্যে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদটি শুধু আমার একার না, এটি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র আন্দোলনকারী সকল নেতা-কর্মীর। বিএনপির নেতা-কর্মীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন বলেই আমি কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছি। এই সম্মান আপনাদের সবার সম্মান। তিনি বলেন, আমি দলের একজন মাঠকর্মী হিসেই কাজ করে যেতে চাই। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের হতাশ না হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দল ও দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অচিরেই যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কমিটি হবে।

আবু সাঈদ আহমদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ-বিদেশের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্যও দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ রহমান সায়েম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি'র রাজনীতিতে আবু সাঈদ আহমদ শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি ব্র্যান্ড। তিনি তার মেধা, যোগ্যতা আর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রমান করেছেন। তিনি যোগ্য নেতা হয়েই তার যোগ্য পদ পেয়েছেন। এজন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্র জাসাস পরিবার খুশি, আনন্দিত, গর্বিত।

প্রবাসীদের সংগ্রাম, স্বপ্ন

(৭ পাতার পর)

বিনোদনের বাজেট কাটছাঁট করে প্রবাসীরা প্রতি মাসে দেশে টাকা পাঠান। দিনশেষে যখন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে তারা ঘরে ফেরেন, তখন নিজের জন্য আলাদা করে কিছু করার মতো শারীরিক শক্তি বা মানসিক উদ্যম অবশিষ্ট থাকে না।

একাকিত্বের মেঘ ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার যুদ্ধ

নতুন প্রবাসীদের জন্য শুরুর দিনগুলো এক মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়। সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়া, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত বাধা– সব মিলিয়ে এক গভীর একাকিত্ব গ্রাস করে। দেশে কোনো উৎসব হলে বা পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে প্রবাসীদের মন ভালো থাকে না, বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। কিন্তু কান্নার জন্যও যে একটু সময় বা কাঁধ দরকার, প্রবাসে তাও সহজে মেলে না।

তবে মানুষ পরিবেশের দাস। এই কঠিন বাস্তবতার মাঝেই প্রবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখেন। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাড়ে তাদের আত্মবিশ্বাস। তারা বুঝতে শেখেন যে, এখানে প্রতিটি মিনিট মূল্যবান এবং নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হবে। এই লড়াইটাই একসময় তাদের পরিণত ও বাস্তববাদী মানুষে রূপান্তর করে।

প্রবাসের বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ : সংস্কৃতির মেলবন্ধন : সব কষ্ট আর যান্ত্রিকতার মাঝেও প্রবাস জীবন একেবারে মরুভূমি নয়। এর কিছু সুন্দর ও ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বিভিন্ন দেশের ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থাকায় প্রবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার ও বৈশ্বিক হয়। নতুন খাবার, নতুন পোশাক এবং ভিন্ন উৎসবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

সবচেয়ে চমৎকার আবহ তৈরি হয় যখন বাঙালিরা প্রবাসের মাটিতে নিজেদের উৎসবগুলো উদযাপন করেন। ঈদ, পূজা, দুর্গাপূজা কিংবা পহেলা বৈশাখে নারীরা শাড়ি আর পুরুষেরা পাঞ্জাবি পরে যখন সমবেত হন, তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিদেশের যান্ত্রিক শহরটি এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হয়। এই আয়োজনগুলোই প্রবাসীদের বেঁচে থাকার এবং কাজ করার নতুন শক্তি জোগায়।

শিকড়ের টান আর অন্তহীন অপেক্ষা : প্রবাস জীবন একটি দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ এবং শিক্ষার নাম। এখানে যেমন অনেক প্রাপ্তি আর সাফল্যের গল্প আছে, তেমনি সেই সাফল্যের প্রতিটি ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকে অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক না-বলা বেদনা। বিদেশের মাটিতে যত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, আধুনিক নাগরিক সুবিধা কিংবা নাগরিকত্বই থাকুক না কেন, প্রবাসীদের হৃদয়ের একটি বড় অংশ সবসময় পড়ে থাকে বাংলাদেশের মাটিতে। তারা ডলারে আয় করতে পারেন, কিন্তু তাদের আবেগটা সবসময় খাটি বাংলায় স্পন্দিত হয়। সুযোগ পেলেই দেশে ছুটে যাওয়ার, চেনা পথে হাঁটার আকুলতা তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। আর এই অন্তহীন ব্যস্ততা ও ক্লান্তির মাঝেও প্রতিটি প্রবাসী প্রতি রাতে ঘুমাতে যান একটি সুন্দর স্বপ্ন বুকে নিয়ে– একদিন সব দায়িত্ব শেষ হবে, কেটে যাবে পরবাসের এই দীর্ঘ প্রহর। তারা আবার ফিরে যাবেন নিজের শিকড়ে, নিজের দেশে; মায়ের হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করবেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ ও চিরচেনা সকাল। **লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী।**

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA

(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecology Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 to EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

ডা. ফারহাদ হালিমের সাথে নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির মতবিনিময়

(শেষ পাতার পর)

বিভক্তি ভুলে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে মনযোগ দিতে হবে। এতদিন বিএনপি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল, এখন দেশ পুনর্গঠনে কাজ শুরু করতে হবে। শুধু দলের কথা চিন্তা করলেই হবে না ভালো এবং মেধাবী লোকদের কাজে লাগাত হবে। অধ্যাপক ফরহাদ গত ৬ জুন নিউ ইয়র্কের হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে নিউ ইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনোয়ার জাহিদ, মোস্তফা কামাল পাশা মওদুদ, জাফর তালুকদার, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ আলী রাজা, আনোয়ারুল আলম ভুইয়া, আব্দুল আহাদ হেলাল, মানিকুজ্জামান মানিক, জিয়াউল আহমদ জামিল, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, আশিকুল হক, মাহবুব আহমদ চৌধুরী, অপু সিং, ব্যারিষ্টার জিল্লুর রাইন চৌধুরী, ইস্কন্দর আলী মিন্টু, আব্দুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক মুন্না প্রমুখ।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে আহবাব চৌধুরী নিউ ইয়র্ক বিমানের ফ্লাইট চালু, এনআইডি কার্ড প্রাপ্তি সহজকরণ এবং কন্স্যুলেটে পলিটিক্যাল নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। প্রবাসীরা দেশে গিয়ে যাতে বিনিয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

এর আগে অনুষ্ঠানে পৌঁছালে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সংগঠনের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম ধৈর্য্য সহকারে সকলের বক্তব্য শুনেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

নিউইয়র্কে বিডিএফএনএ'র উদ্যোগে ডা. ডোনার ও ডা. হারুনকে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকায় কর্মরত চিকিৎসকদের মধ্যে পেশাগত যোগাযোগ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চিকিৎসক নেতারা। তারা বলেছেন, বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশি চিকিৎসকদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর আমেরিকায় কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশি ডক্টর ফোরাম অব নর্থ আমেরিকা (বিডিএফএনএ)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (বিআইএমএসআর)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ফারহাদ হালিম ডোনা এবং ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন-আল-রশিদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গত ৬ জুন জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি চিকিৎসক অংশ নেন। ফলে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশি চিকিৎসকদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বিডিএফএনএ'র প্রধান উপদেষ্টা এবং নিউইয়র্কের ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের পালমোনারি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি চিকিৎসকদের পেশাগত সহযোগিতা, নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবায় অবদান' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের সভাপতি ও পেনসিলভানিয়ার জেফারসন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি সদস্য ডা. ইবরুল চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন ডা. জাকির হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডা. জাহিদ দেওয়ান শামীম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার (বিএমএনএ) সাবেক সভাপতি ও আলাবামাপ্রবাসী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. জামালউদ্দিন, বিডিএফএনএ'র সহ-সভাপতি ও অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ডা. মোস্তাফিজুর রহমান টিংকু এবং নিউইয়র্কের প্রাইম হেলথ মেডিক্যালের ডিরেক্টর ও সিইও ডা. নীল এন. টিংকু।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ডা. শিমুল। পরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডা. ফারহাদ হালিম ডোনার এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডা. হারুন-আল-রশিদকে বিডিএফএনএ'র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন ডা. নাসরিন শাহানা চাঁদনী, ডা. মাহবুবুর রহমান লিপন এবং ডা. খায়রুল সিদ্দিক রিপন। এছাড়া বক্তব্য দেন ডা. মাসুদুর রহমান, ডা. রুমানা সাব্বির, ডা. আশরাফুল হক, ডা. মোহাম্মদ আমীর, ডা. সবুর, ডা. কাশেম, ডা. সজল আশফাক এবং খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি হারুন প্রমুখ।

'পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সহযোগিতা' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকায় কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসকদের মধ্যে যোগাযোগ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তারা নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কার্যকর সংযোগ স্থাপনে বিডিএফএনএ, ড্যাব এবং দেশে-বিদেশে অন্যান্য চিকিৎসক সংগঠনের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, পেশাগত সহযোগিতা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আরও সমৃদ্ধ হবে। এ সময় কয়েকজন বক্তা অতীতে বঞ্চিত ও নির্যাতিত যোগ্য চিকিৎসকদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদে নিয়োগের দাবিও জানান।

সংবর্ধনার জবাবে অধ্যাপক ডা. ফারহাদ হালিম ডোনার বলেন, পেশাজীবীদের দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতে হবে। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে দায়িত্ব দিতে পারলে জনগণ কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা পাবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের চিকিৎসক এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন আরও জোরদার করে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই। এ লক্ষ্যে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অধ্যাপক ডা. হারুন-আল-রশিদ বলেন, অন্যান্য খাতের মতো স্বাস্থ্যখাতেও নানা সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে। আমরা এসব সমস্যা চিহ্নিত করে সরকারের নজরে আনছি। আশা করছি, সরকার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

বাংলাদেশ সোসাইটিকে নিউইয়র্ক স্টেটের ৪৫ হাজার ডলার অনুদান

(শেষ পাতার পর)

৪৫ হাজার ডলারের অনুদান পেয়েছে। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৮-এর নির্বাচিত সদস্য জেনিফার রাজকুমারের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় এ অনুদান লাভ করে সংগঠনটি। প্রাপ্ত অনুদানের চেক জেনিফার রাজকুমার নিজ হাতে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। বার্তা সংস্থা ***ইউএনএ*** জানায়, এ উপলক্ষে ৭ জুন রোববার সন্ধ্যায় কুইন্সের এলমহার্স্টে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে আগমন করলে অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেনিফার রাজকুমার বলেন, নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই কমিউনিটির অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতায় আমি অভিভূত এবং কৃতজ্ঞ।

তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক স্টেট থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি অনুদান পেয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। একজন অ্যাসেম্বলি সদস্য হিসেবে বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে আমি কাজ করে যাব।এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশ সোসাইটি ও বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটির সহযোগিতা কামনা করেন।সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন সত্যিকারের বন্ধু। নিউইয়র্ক স্টেট থেকে এ অনুদান প্রাপ্তিই তার প্রমাণ। ভবিষ্যতেও তিনি বাংলাদেশ সোসাইটির জন্য বিভিন্ন অনুদান ও সহযোগিতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন বলে আমরা আশাবাদী।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারের সার্বিক উদ্যোগ ও সহযোগিতার ফলেই সোসাইটি প্রথমবারের মতো ৪৫ হাজার ডলারের অনুদান লাভ করেছে। এ জন্য আমরা সোসাইটি ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তারাও জেনিফার রাজকুমারকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি তার অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজহারুল হক মিলন, আব্দুর রহীম হাওলাদার ও আতরাউল আলমসহ কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মহামারি কোভিড-১৯ চলাকালে বাংলাদেশ সোসাইটির মানবিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এএইচ-১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি সম্মাননা স্মারক বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন সংগঠনের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার। এতদিন স্মারকটি তার কাছেই সংরক্ষিত ছিল।

বাংলাদেশের জিডিপি ৫০০ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা : বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রথমবারের মতো ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার দাঁড়িয়েছে ৫০১ বিলিয়ন ডলার। এক বছর আগে দেশের অর্থনীতির আকার ছিল ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে অর্থনীতির আকার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিবিএসের তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ হার ছিল ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশের নিচে থাকার পূর্বাভাস দিলেও প্রাথমিক হিসাবে তা ছাড়িয়ে গেছে। খাতভিত্তিক হিসাবে কৃষি ও সেবা খাত প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

অন্যদিকে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়া এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব পড়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ৫০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছানো বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শাশুড়িকে বিয়ে করলেন যুবক, ভিডিও ভাইরাল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের কানপুর দেহাতের আকবরপুর এলাকায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শাশুড়িকে বিয়ে করেছেন এক যুবক। রোববার(৭ জুন) এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করতে করতেই শাশুড়ির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন ওই যুবক। শাশুড়িরও এই সম্পর্কে কোনো আপত্তি ছিল না। পরে নিন্দা, পরিবারের মতামত, সমাজ-সমালোচনা কোনো কিছুর পরোয়া না করে আদালতে গিয়ে বিয়ে করেন তারা। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, ওই যুবক ও তার প্রাক্তন শাশুড়ি মালাবদল করে হাতে আইনি কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আদালতে। এ সময় তারা তাদের বিয়ের কাগজপত্র হাতে নেটিজেনদের কাছে তাদের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। জানা যায়, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি 'দ্য তত্ত্ব' নামে একটি এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কয়েক লাখো বার দেখা হয়েছে। ভিডিয়োটি দেখে প্রচুর মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এদিকে এ ঘটনাকে ঘিরে আলোচনা বাড়লেও, এখনও কোনো পুলিশি অভিযোগ করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।

নিউইয়র্ক পুলিশে ৩ বাংলাদেশি আমেরিকানের পদোন্নতি

(শেষ পাতার পর)

করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনওয়াইপিডির কমিশনার জেসিকা টিশ। তাঁর হাত থেকে পদোন্নতির সনদ গ্রহণ করেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন গর্বিত সদস্য। পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন পুলিশ অফিসার তান্নি চন্দা, যিনি সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন; পুলিশ অফিসার সাফায়েত জামিল, যিনি ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন; এবং পুলিশ অফিসার আশফাকুর রহমান, তিনিও ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

এই অসাধারণ অর্জনে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, "এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়।" বাপা'র মিডিয়া লিয়াজোঁ সার্জেন্ট জসিম মিয়া বলেন, "আমাদের এই সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই পদোন্নতি এসেছে। তাঁদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।" উল্লেখ্য, বিশ্বের চৌকষ পুলিশ বাহিনীর অন্যতম এনওয়াইপিডির ৪০ হাজারের অধিক সদস্যের মধ্যে অন্তত চার হাজার বাংলাদেশি আমেরিকান। প্রায় সকলেই নিজ নিজ পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এরফলে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত এই নিউইয়র্ক সিটিতে বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশি আমেরিকানদের ভাবমূর্তিও ক্রমশ: উজ্জ্বল হচ্ছে।

FULL-TIME RADIOLOGIC TECHNOLOGIST & TECHNICIAN NEEDED

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree in Radiologic Technology. **Call 917-207-6822 or Email at** apollo1102@yahoo.com."

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

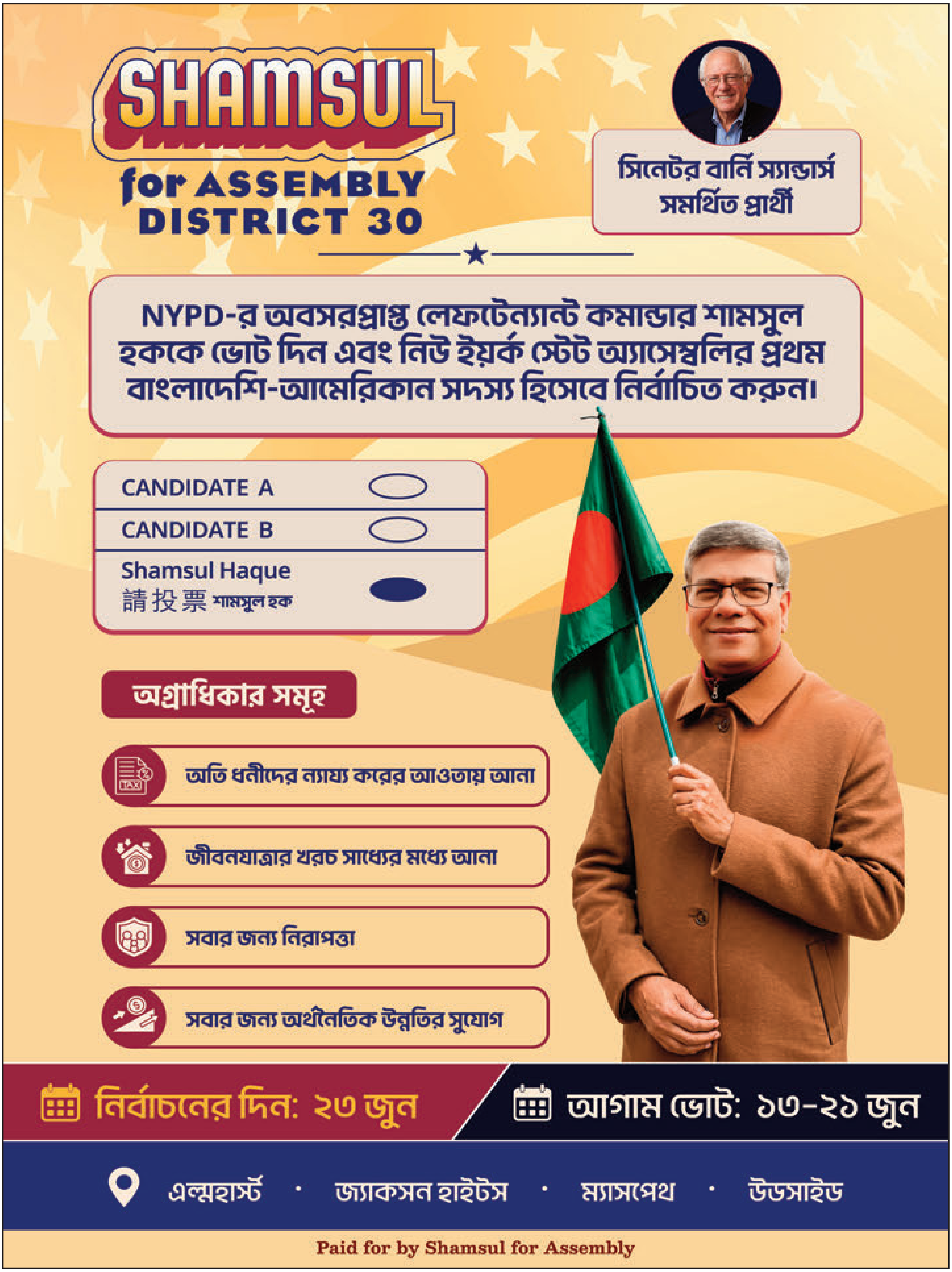
SHAMSUL
for ASSEMBLY
DISTRICT 30
সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স
সমর্থিত প্রার্থী
NYPD-র অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হককে ভোট দিন এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করুন।
CANDIDATE A
CANDIDATE B
Shamsul Haque
請投票 শামসুল হক
অগ্রাধিকার সমূহ
অতি ধনীদের ন্যায্য করের আওতায় আনা
জীবনযাত্রার খরচ সাধ্যের মধ্যে আনা
সবার জন্য নিরাপত্তা
সবার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ
নির্বাচনের দিন: ২৩ জুন
আগাম ভোট: ১৩-২১ জুন
এল্মহার্স্ট • জ্যাকসন হাইটস • ম্যাসপেথ • উডসাইড
Paid for by Shamsul for Assembly

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

ব্রুকলিনে সিএমবিবিএ'র বর্ণাঢ্য পথমেলা

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বাঙালি খাদ্য-পোশাক এবং কমিউনিটি সেবায় অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এ আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। চমৎকার আবহ-াওয়ায় পড়ন্ত বিকেলে ঢল নামে মানুষের। সারিসারি বাহারি স্টল ঘিরে জমে উঠে কেন-াকাটা। পুরো মেলা জুড়ে ছিলো নারী ও শিশুদের আধিক্য।

মেলার উদ্বোধন করেন কমিউনিটির পরিচিত সংগঠক ও নির্মাণ ব্যবসায়ী মো. কাদের মিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন 'আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন'-এর পরিচালক ও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির নেতা ফিরোজ আহমেদ, সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও ব্যবসায়ী মো. জাফরউল্লাহ, প্রকৌশলী ফজলুল কাদের এবং কমিউনিটি লিডার কাজী আজম।

বর্ণাঢ্য এ পথমেলায় তরুণ প্রজন্মের তিনজনকে সম্মানিত করা হয় তাদের সফল কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ। বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণরা হলেন: জিহান ওয়াজেদ, ফাসির কবির কাব্য ও দেওয়ান সরফরাজ আহমেদ। তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদকে এরয়ার্ড প্রদান করা হয় তার শিল্পকর্মের জন্য। জিহানের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন সিএম-বিবিএর নেতৃবৃন্দ। প্রতিক্রিয়ায় জিহান নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সিএমবিবিএ'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন হাসানকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে সংগঠনের প্রয়াত নেতৃবৃন্দড়আব্দুর রব, অধ্যাপক সরোয়ার বি. সালাম, ওবায়দুল হক, মিনহাজউদ্দিন বাবর, বেলায়েত হোসেন, মহিউদ্দিন মাহমুদ দুলাল, কামাল আহমেদ ও আবুল হোসেনকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এবারের পথমেলা তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান।

মেলা উপলক্ষে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, বহুভাষিক ও বহুজাতিক এই নগরীর উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কমিউনিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানান। অপর এক শুভেচ্ছা বার্তায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। পথমেলার মতো আয়োজনের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংয়ের মতবিনিময়

(শেষ পাতার পর)

করেন। মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গ্রেস মেং নিজেকে বাংলাদেশি কমিউনিটির বন্ধু ও পরিবারের সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের সমর্থন ও ভোট কামনা করেন এবং তার নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি সিনিয়র সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচনে তাকে সমর্থন এবং তার পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণকারী গ্রেস মেং নিউইয়র্কের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৩ জুন অনুষ্ঠিতব্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। এ নির্বাচনের আগাম ভোটগ্রহণ চলবে ১৩ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এর আগে গ্রেস মেংয়ের পুনর্নির্বাচন প্রচারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হ্যারি ব্রুসেল। পরে ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে গ্রেস মেংয়ের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রবীণ ডেমোক্র্যাট নেতা মোর্শেদ আলম, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার-অ্যাট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, ডেমোক্র্যাট নেতা *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জমজমাট আয়োজনে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলা। ৭ জুন রোববার সাউথ জ্যামাইকার আরচি স্প্রিগনার পার্কে অনুষ্ঠিত এই উৎসব শুধু বিনোদনের আয়োজনই ছিল না; এটি ছিল শেকড়ের টানে, সংস্কৃতির বন্ধনে এবং কমিউনিটির ঐক্যে বাঁধা এক প্রাণের উৎসব। এমন একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত আয়োজনের কৃতিত্ব যায় আয়োজক সংগঠন পালস ওয়েভ এবং এর কর্ণধার সৈয়দ হাসান আল বান্নার কাছে। উৎসবটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উৎসব গ্রুপের রায়হান জামান।

ফেস্টিভ্যালের টাইটেল স্পন্সর ছিল উৎসব গ্রুপ, হিলসাইড হোন্ডা এবং সিলেক্ট ডিলার সার্ভিস। পাওয়ার্ড বাই হিসেবে সহযোগিতা করে আশা হোম কেয়ার ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। বিকেল ৪টায় ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করেন উৎসব গ্রুপের প্রধান রায়হান জামান এবং আশা গ্রুপের প্রধান আকাশ রহমান। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অনেক আগেই দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো পার্ক। বিকেলের আলো নরম হতে না হতেই বিশাল মাঠজুড়ে নেমে আসে উৎসবের আমেজ। কোথাও পরিবার নিয়ে বসে গল্প করছেন কেউ, কোথাও বন্ধুদের প্রাণবন্ত আড্ডা, আবার কোথাও শিশুরা ছুটে বেড়াচ্ছে সবুজ ঘাসের ওপর। দূর থেকে ভেসে আসছে বাংলা গানের সুর, হাতে ঝালমুড়ি কিংবা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল, যেন নিউইয়র্ক নয়ড়বাংলাদেশের কোনো বৈশাখী মেলা বা গ্রামীণ উৎসব।

মাঠের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

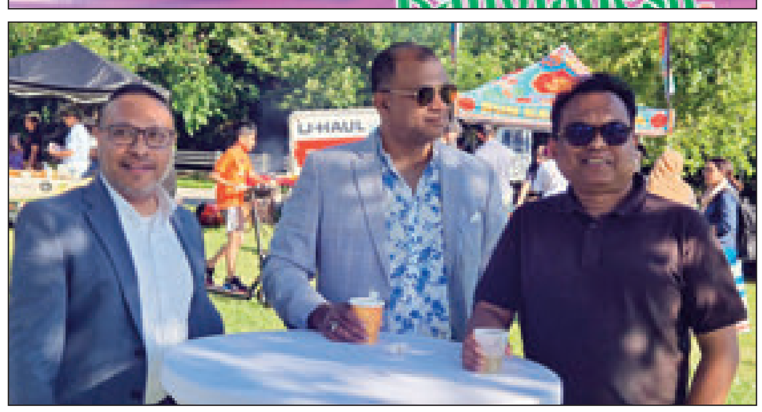

জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্
Jamalpur Zilla Samity of North America INC.
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রিয় জামালপুরবাসী, আসসালামু আলাইকুম।
জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্ এর ২০২৬-২০২৮ অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।
অভিষেক অনুষ্ঠান ২০২৬
মোঃ আশরাফ হোসেন সভাপতি
মোঃ তারেক খান সাধারণ সম্পাদক
বেলাল আহমেদ সহ-সভাপতি
মোঃ মাইনুল ইসলাম (মুনু) সহ-সভাপতি
খন্দকার সালমান সহ-সভাপতি
সিদ্দীক আকবর বিদ্যুৎ সহ-সভাপতি
মোঃ জাহের আলী সহ-সভাপতি
মোঃ আজিজুর রহমান সহ- সাধারণ সম্পাদক
মোঃ নূরল ইসলাম সহ- সাধারণ সম্পাদক
সাইফ আলী সহ- সাধারণ সম্পাদক
শাকিল মাহমুদ সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ সাইফুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ
মোঃ হক জনি আপ্যায়ন সম্পাদক
মোঃ মনিরুজ্জামান মনির প্রচার সম্পাদক
মাহিদ জিয়ান ক্রীড়া সম্পাদক
শাকিলা রুনা সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ ছায়েদুর রহমান সমাজ কল্যান সম্পাদক
লুৎফর রহমান লিমন দপ্তর সম্পাদক
মনোয়ারা বেগম মহিলা সম্পাদক
মোঃ নাজমুল হক কার্য্যকরি সদস্য
খন্দকার আবু মুরাদ কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ নাসির ইকবাল কার্য্যকরি সদস্য
আহম্মদ রেজা খান (পিপলু) কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ আতিকুল্লাহ আতিক কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ এনামুল ইসলাম খান (বিপ্লব) কার্য্যকরি সদস্য
মোখলেছুর রহমান (মেগজিন) কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ মশিউর রহমান (সোহেল) কার্য্যকরি সদস্য
সৈয়দ আহমেদ (বাবলা) কার্য্যকরি সদস্য
মেহেদী হাসান মুন কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ ফায়েজুর রহমান (জুয়েল) কার্য্যকরি সদস্য
মাহমুদুল হাসান (মানিক) কার্য্যকরি সদস্য
শরিফুর রাজী (মনজু) কার্য্যকরি সদস্য
মোশারফ হোসেন খান কার্য্যকরি সদস্য
জাহিদুল ইসলাম কার্য্যকরি সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম কার্য্যকরি সদস্য
বাবলী সোম কার্য্যকরি সদস্য

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

চিটাগাং এসোসিয়েশনকে ঘিরে অপপ্রচারের জবাব দিল বর্তমান কমিটি

(শেষ পাতার পর)

এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার জন্য' সংবাদ সম্মেলন করেছে সংগঠনটির বর্তমান নেতৃত্ব। ৮ জুন সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের ইতিহাস, নির্বাচন, চলমান মামলা, ভবন দখল, ভাড়া বকেয়া, দাফন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: আরিফুল ইসলাম। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি মাহমুদ আবু তাহের, ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য কামাল হোসেন মিঠু ও মো: আরিফুল ইসলাম। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মো; হানিফ, মনির আহমেদ, মোরেশদ রেজভী, সেলিম, এনাম চৌধুরী, শিহাব উদ্দিন চৌধুরী লিটন, মতিউর রহমান চৌধুরী, আবু তালের চৌধুরী চান্দু, শাজাহান, জামাল চৌধুরী, কালাম, মতি, টি আলম, শফিক, নুরুল আমিন, খলিবুল্লা তামীম মহসিন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের নেতারা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গণমাধ্যম সমাজের সত্য তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই চট্টগ্রাম সমিতিকে ঘিরে চলমান বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের জবাবে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতেই এ আয়োজন।

এ সময় তারা সমিতির প্রয়াত নেতাদের স্মরণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন দীন এম রানা, সৈয়দ এম রেজা, আব্দুল হাই জিয়া, হেলাল উদ্দিন তসলিম, কামাল উদ্দিন, অ্যাডভোকেট নিজাম উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, আসাদুল্লাহ হিল গালিব, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, ডা. আনোয়ার মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আজম শফি প্রমুখ। বক্তারা বলেন, প্রায় ৩৭ বছরের পুরোনো চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক নানা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে এসেছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় তৎকালীন সভাপতি আব্দুল হাই জিয়ার মৃত্যু সংগঠনটিকে বড় সংকটে ফেলে। পরবর্তীতে সব পক্ষের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয় এবং দীর্ঘ ১৭ মাস পর নির্বাচন কমিশন গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনের পথ সুগম হয়।

তাঁদের দাবি, প্রথমদিকে একটি পক্ষ একতরফাভাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের চেষ্টা করলেও পরে সবার সম্মতিতে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস'-কে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর ব্রুকলিন, কুইন্স, নিউ জার্সি ও কানেক্টিকাটের চারটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান কমিটির নেতারা বলেন, নির্বাচনে দুটি প্যানেলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং সাধারণ সম্পাদক পদে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নেন। ভোটগ্রহণ শেষে কয়েকটি পদের ভোটের ব্যবধান চ্যালেঞ্জড ভোটের সংখ্যার কাছাকাছি হওয়ায় নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ঘোষণা থেকে বিরত থাকে। পরে ছয়টি চ্যালেঞ্জড ভোট যাচাই-বাছাই শেষে ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের সরবরাহ করা ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করে।

তাঁদের অভিযোগ, ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচনে পরাজিত সভাপতি পদপ্রার্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও স্থানীয় কিছু গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেন এবং নির্বাচন কমিশনসহ চট্টগ্রামবাসী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। পরে জনরোষের মুখে তিনি সেসব পোস্ট সরিয়ে নেন বলেও দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সংগঠনের সংবিধানের ১৫.২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণের বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাহের-আরিফ পরিষদের সদস্যরা শপথ নিলেও অপর প্যানেলের নির্বাচিতরা শপথ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে সাংগঠনিক প্রয়োজন বিবেচনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিজয়ী ঘোষণা করে শূন্য পদ পূরণ করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বলে তারা দাবি করেন।

বর্তমান নেতৃত্বের অভিযোগ, শপথের পর পরাজিত পক্ষ জোরপূর্বক চট্টগ্রাম ভবনের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করে। তবে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাহের-আরিফের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভবনের ডিড, ব্যাংক হিসাব, কবরের বরাদ্দসংক্রান্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য নথি বুঝে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির আটজন বৈধ সদস্যের মধ্যে একজন বাংলাদেশে অবস্থান করায় বাকি সাতজনের মধ্যে পাঁচজনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।তারা আরও দাবি করেন, ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে কিছু ব্যক্তি ভবনের তালা ভেঙে প্রবেশ করলে স্থানীয় থানায় অভিযোগ করা হয়। পরে গোয়েন্দা তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেন। মামলায় বার্গলারি, অ্যাটেম্পটেড বার্গলারি, ক্রিমিনাল মিসচিফ ও ক্রিমিনাল ট্রেসপাসের অভিযোগ আনা হয়। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্ডার অব প্রোটেকশন জারি করা হয় বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়া বকেয়া নিয়েও সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। বর্তমান কমিটির দাবি, মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুই প্রার্থী চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়াটিয়া। নির্বাচনের পর থেকে তারা এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও একজন ভাড়াটিয়া কোনো ভাড়া পরিশোধ করেননি। ভাড়া আদায়ের উদ্যোগ নিলে তারা দাবি করেন, ভাড়া অন্য পক্ষকে পরিশোধ করা হয়েছে। নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাড়া পরিশোধ না করায় ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরামর্শে ল্যান্ডলর্ড-টেন্যান্ট কোর্টে মামলা করা হয়।সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে ওই তিন ভাড়াটিয়ার কাছে সমিতির পাওনা ভাড়ার পরিমাণ ৯৭ হাজার ৭১১ ডলার ২০ সেন্ট। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এ সময় আরও জানানো হয়, পরাজিত মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের সদস্য এবং তাঁদের কিছু সহযোগী নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি, বর্তমান কার্যকরী কমিটি এবং ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলাও দায়ের করেছেন। মামলায় তাঁরা নিজেদের চট্টগ্রাম সমিতির বৈধ কর্তৃপক্ষ দাবি করে আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বর্তমানে মামলার শুনানির তারিখ ২০২৭ সালের গ্রীষ্মকালীন সময়ে নির্ধারিত হয়েছে বলে জানানো হয়।

বর্তমান কমিটির দাবি, পরাজিত প্যানেলের সদস্যরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এই মামলা করেছেন এবং মামলাটিকে সামনে রেখে চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান কমিটি তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন, বৃহৎ পরিসরে ইফতার মাহফিল, কুইন্সে প্রথমবারের মতো বড় আকারে ইফতার অনুষ্ঠান, বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের অংশগ্রহণে পিকনিক, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও চাটগাঁইয়া মেজবান, দুই দফা পহেলা বৈশাখ উদযাপন, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফকে সংবর্ধনা এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন। সংগঠনের অন্যতম জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে দাফন-সৎকার কার্যক্রমের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সাতজনকে নিউজার্সির মার্লবোরো মুসলিম কবরস্থানে বিনামূল্যে দাফনের ব্যবস্থা করেছে এবং আরও দুজনকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত কবরের জায়গা কেনার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান নেতৃত্ব দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির ঘোষণা দিয়ে দাবি করে, অতীতে সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। তাদের অভিযোগ, ২০২১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের আগে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনে অনিয়মের মাধ্যমে প্রায় ৩৫ হাজার ডলার আত্মসাৎ করা হয় এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।শেষে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম সমিতিকে বিভক্তি, অপপ্রচার ও ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি থেকে মুক্ত রেখে একটি ঐক্যবদ্ধ, স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামবাসীর সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে সংগঠনটি আরও শক্তিশালী হবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সনেটের ইতিহাস ও কাঠামো বদল

(শেষ পাতার পর)

পৃথিবীর সকল ভাষার কবি সনেট রচনা করছেন। সনেট সম্পর্কে বিলেতি সনেটের জনক শেক্সপিয়ার তার ১৮ নম্বর সনেটের প্রথম দুই লাইনে লেখেন, "তোমাকে আমি গ্রীষ্মের এক মনোরম দিনের সঙ্গে তুলনা করবো কী, তুমি তার চাইতেও স্নিগ্ধ"। সেই স্নিগ্ধ কবিতাটিকে বাংলা ভাষায় অক্ষরবৃত্তের গুরুগম্ভীর কাঠামোর মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন বাংলা ভাষার কবিরা। যেহেতু জন্মকাল থেকেই সনেট রচিত হয়েছে সুশৃঙ্খল স্বরবৃত্ত ছন্দে, মাঝে মাঝেই বাঙালি কবিদের কেউ কেউ স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সনেট লিখতে চেয়েছেন। মুহম্মদ নূরুল হুদা, আতাহার খানসহ অনেকেই অক্ষরবৃত্তের কাঠামো ভেঙে সনেটের স্বতঃস্ফূর্ততার বিকাশ ঘটিয়েছেন, আমি নিজেও স্বরবৃত্ত ছন্দে পরীক্ষামূলক একগুচ্ছ সনেট লিখেছি। এখন সময় এসেছে বাংলা ভাষার মিষ্টিছন্দ স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তে সনেট রচনা করে বাংলা সনেটকে তার মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার। ভাষার নিজস্ব ভঙ্গির কারণে কোনো ভাষায় অল্প শব্দে অনেক কথা বলা যায় আবার কোনো ভাষায় সেই কথা বলতে আরো কিছু বেশি শব্দ দরকার হয়। এই বিবেচনায় সনেট রচনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভাষার কবি পঙক্তিতে মাত্রার সংখ্যা বেশি/কম করেছেন। যেমন ফরাসীরা ইতালিয় বা বিলেতিদের মত ১০ সিলেবলে পঙক্তি নির্মাণ না করে ১২ সিলেবলের কাঠামো নির্ধারণ করেছেন, যেটিকে আলেক্সান্দ্রিন কাঠামো বলা হয়, কিন্তু সনেটের যে মূল ছন্দ, সিলেবল ভিত্তিক, যেটি বাংলা ভাষার স্বরবৃত্ত ছন্দ, সেখান থেকে কেউই বিচ্যুত হননি। অন্তমিলের স্কিমেও ফরাসীরা তাদের নিজস্বতার সাক্ষর রেখেছেন। তারা পেত্রার্কীয় অইইঅ দিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় চার লাইন রচনা করেন। অর্থাৎ অষ্টকের অন্ত্যানুপ্রাস নির্মাণ করেন অইইঅঅইইঅ পদ্ধতিতে। ষষ্টকেও ব্যতিক্রমী সূত্র ব্যবহার করেন ফরাসী কবিরা, এখানে তারা পছন্দ করেন ঈঈউঊউঊ অথবা ঈঈউঊঊউ কাঠামো। ফরাসী কবি ক্লেমন মারো অন্তমিলের এই সূত্রের প্রণেতা, তিনি পেত্রার্কান সনেট থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই সূত্র তৈরি করেছেন। তিনি ষোড়শ শতকের কবি।

স্পেনিশ কবিরা মূলত ১১ সিলেবলে সনেট রচনা করেন তবে কেউ কেউ ১৪ সিলেবলেও লেখেন। ১১ সিলেবলের স্পেনিশ সনেটের কাঠামোকে বলা হয় এন্ডেকাসিলেবোস। স্পেনিশ সনেটের অন্তমিলের কাঠামোটি পেত্রার্কীয় ধারা অনুসরণ করে তৈরি হলেও ফরাসীদের মত ওদেরও নিজস্বতা আছে। অষ্টক ফরাসীদের মতোই অইইঅঅইইঅ কাঠামোতে নির্মিত। কিন্তু ষষ্টকে একটু ব্যতিক্রম আছে। এখানে তারা পেত্রার্কীয় ধারায় ঈউঈঈউঈ কাঠামো অনুসরণ করেন। আরব্য কবিরা ইংরেজ এবং ইতালীয় কবিদের মতোই ১০ সিলেবলে সনেটের পঙক্তি রচনা করেন। তবে ওদের অন্তমিলের কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অষ্টকের কাঠামো AAAABBBB এবং ষষ্টকের কাঠামো CCCDDD অনুযায়ী নির্মিত। আরবী সনেটে বক্তব্যের মোচড়টি আসে অন্য সনেটের মতোই নবম পঙক্তিতে। ইতালিয় শব্দ সনেটো (Sonetto) বা ছোটো গান, ইংরেজিতে যেটিকে বলা হয় লিটল সং (Little Song), থেকেই ত্রয়োদশ শতকে ইতালির সিসিলি দ্বীপে জন্ম নেয় ১৪ লাইনের আনন্দময় এক নতুন কবিতার কাঠামো, কালক্রমে যার নাম হয় সনেট।

ষোড়শ শতকে এসে এই ধারায় লিখতে শুরু করেন বিলেতি কবিরা। বিশ্ববরেণ্য বিলেতি কবি শেক্সপিয়ার সনেটের কাঠামো ভীষণ পছন্দ করেন এবং তিনি ১৫৪টি সনেট রচনা করেন। ষোড়শ শতকের, এবং অব্যবহিত পরের, বিখ্যাত ইংরেজ কবিরা প্রায় সকলেই সনেট রচনা করেন। এডমুন্ড স্পেন্সার, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জন মিল্টন, পার্সি বিশ শেলি, জন ডান, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ এরা সকলেই প্রচুর সনেট রচনা করেন।

ত্রয়োদশ শতকে ইতালির কবি গিয়াকোমো দা লান্তিনি সনেটের কাঠামো সৃষ্টি করলেও, এটিকে চূড়ান্ত রূপ দেন এবং জনপ্রিয় করে তোলেন চতুর্দশ শতকের কবি ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্ক। ইতালির জাতীয় কবি দান্তে আলেগিরিও প্রচুর সনেট লিখেছেন। ইংরেজ কবিরা দেরীতে শুরু করলেও সনেট রচনায় তারাও ইতালিয় কবিদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। দুই ভাষার কবিরাই সনেট রচনায় 'কেউ কারে নাহি ছাড়ে, সমানে সমান'। তাই বিশ্বজুড়ে সনেটের দুটি প্রধান ধারা তৈরি হয়। ইতালিয় ধারাটি পেত্রার্কান সনেট এবং বিলেতি ধারাটি শেক্সপিয়েরিয়ান সনেট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সারা পৃথিবীতেই এই দুই ধারায় সনেট লেখা হয়।

এ-ছাড়াও ষোড়শ শতকের শেষের দিকে আরেক বিলেতি কবি এডমুন্ড স্পেনসার অন্তমিলের স্কিমে কিছুটা পরিবর্তন এনে একটি ভিন্ন ধারা তৈরি করেন, এই ধারা তেমন জনপ্রিয় না হলেও বিশ্বসাহিত্যে স্পেন্সারিয় সনেট বলে একটি জনরার কথা উল্লেখ আছে। ১৪ লাইনের কাঠামোটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ৮ লাইনে একটি সমস্যার বিস্তার বা প্রসঙ্গের উত্থাপন করা হয়, পরের ৬ লাইনে এর সমাধান বা বিষয়টি নিয়ে কবির কনক্লুসিভ মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত প্রেম, বিরহ, দেশ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সনেট রচিত হলেও বিশ্বব্যাপী আধুনিক সনেট রচয়িতারা বিষয়ের সীমানা ভেঙে যে কোনো বিষয় নিয়েই লিখছেন।

কাঠামোগত কবিতার মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে সনেট। এর পরেই আছে জাপানি ছোট্ট কবিতা হাইকুর অবস্থান। সনেটের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি লাইন সমমাত্রায় রচিত। ত্রিধারায়ই লাইনগুলো ১০ সিলেবলে রচিত। ইংরেজিতে এই ছন্দকে বলে আয়াম্বিক পেন্টোমিটার। মানে পাঁচ জোড়া সিলেবল। আয়াম্বিক প্যান্টোমিটারে খোলা+বন্ধ, খোলা+বন্ধ, এভাবে ৫টি জোড়া দিয়ে দশ মাত্রার পঙক্তি নির্মাণ করা হয়। সনেট রচনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ছন্দের এই সূত্র অনুসরণ করা হয়। এই ছন্দটি বাংলা সাহিত্যের স্বরবৃত্ত ছন্দের অনুরূপ।

ছন্দের বিষয়ে ত্রিধারার কারো মধ্যেই কোনো ভিন্নমিত নেই। পেত্রার্কান, শেক্সপিয়েরিয়ান এবং স্পেন্সারিয়ান সনেটের মূল পার্থক্য হচ্ছে অন্তমিলের স্কিমে। ইতালিয় বা পেত্রার্কান সনেটের অন্তমিলের স্কিমটা হচ্ছে ABBA CDDC EFGEFG. বিলেতি বা শেক্সপিয়েরিয়ান সনেটের অন্তমিলগুলো তৈরি হয় অইঅই ঈউঈউ ঊঋঊঋ এএ পদ্ধতিতে। এডমুন্ড স্পেনসার কিছুটা ভিন্নতা আনেন। তিনি মালেশিয়ায় জন্ম নেয়া এবং ফ্রান্সে বেড়ে ওঠা পানতুম কিংবা জাপানি কবিতা তানকার মত একটি শেকল নির্মাণ করেন। তার অন্তমিলের স্কিমটি হলো অইঅই ইঈইঈ ঈউঈউ ঊঊ.

ভার্সাই, বিলেত ঘুরে এসে ঊনিশ শতকের বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় সনেট আমদানি করেন। তিনি অবশ্য সনেটের মূল যে ছন্দ, স্বরবৃত্ত, সেটি অনুসরণ না করে মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের রচিত অক্ষরবৃত্তের পয়ারকে ১৪ লাইনের কলেবরে বেঁধে দেন। এবং পরবর্তীতে ওয়াল্ট হুইটম্যানের ব্লাংক ভার্সের অনুকরণে অন্ত্যানুপ্রাস তুলে দিয়ে বলেন, এর নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মূলত মাইকেলের মৌলিক সৃষ্টির কোনো কৃতিত্ব নেই। তিনি মধ্যযুগের কবিদের কাছ থেকে (৮+৬) ১৪ মাত্রার পয়ার নিয়ে পশ্চিমের ব্লাংক ভার্সের সঙ্গে সমন্বয় ঘটান।

জীবনানন্দ দাশ ১৪ মাত্রার পয়ারকে টেনে বড়ো করেন, তিনি ১৮, ২২, ২৬ এমনকী ৩০ মাত্রায়ও পয়ার রচনা করেন, যেটিকে আমরা এখন মহাপয়ার বলি। পয়ারে বা অক্ষরবৃত্তেই বাংলা ভাষায় সনেট রচনার একটি পাকাপোক্ত ধারা তৈরি হয়। ত্রিশের দশকের জীবনানন্দ দাশ, সুফী মোতাহার হোসেন, পঞ্চাশের আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, ষাটের আবদুল মান্নান সৈয়দ, শামসুল ইসলাম, সত্তরের মোস্তফা মীর, আতাহার খান, আবিদ আজাদ, আশির নূরুল হক এবং আমিসহ অনেকেই এই ধারায় সনেট রচনা করেন। সুফী মোতাহার হোসেন তার সমস্ত জীবনে সনেট ছাড়া অন্য আর কোনো ফর্মে কবিতা লেখেননি। ফজল শাহাবুদ্দীনের এবং আমার শুধু সনেটেরই গ্রন্থ আছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আল মাহমুদের "সোনালী কাবিন" এবং সৈয়দ শামসুল হকের "পরাণের গহীন ভিতর" সনেট সিরিজ দুটি সবচেয়ে সফল কবিতা। যেহেতু সনেট আনন্দের কবিতা এবং মূল সনেট ধ্বনিভিত্তিক সিলেবলে রচিত হয়েছে, তাই সত্তরের দশকের কবি আতাহার খান, ষাটের মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং আশির দশকের আমি প্রায়শই মূলের কাছাকাছি যেতে চেয়েছি। আমরা সব সময়ই শুদ্ধ ছন্দে কবিতা রচনার বিশেষ তাগিদ অনুভব করেছি এবং এই বিষয়ে পারদর্শীও। মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রচুর সফল কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত আমাদের আছে।

সম্প্রতি কবি আতাহার খান আমার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন মাত্রবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনার একটি ধারা বাংলা কবিতায় তৈরি করবেন, যার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মূল সনেটের কাছাকাছি যাওয়া যাবে এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রান্তিরও একটা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। আমাদের এই নীরিক্ষাকর্মে যুক্ত হন নব্বইয়ের দশকের কবি জাকির আবু জাফর, আশির আব্দুল হাই শিকদার, ষাটের মুহম্মদ নূরুল হুদা, সত্তরের ফারুক মাহমুদ প্রমূখ। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দশকে ছন্দবোদ্ধা কবি হিসেবে

মোবাইল ফোনে জোরে কথা বলাকে কেন্দ্র করে

(শেষ পাতার পর)

শুরু হওয়া তর্কের জেরে এক যাত্রী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। গত সোমবার দুপুরে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে খুঁজছে পুলিশ। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র অনুযায়ী, নিহত ৪১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি একটি বিএক্স-৩৬ এমটিএ বাসে যাত্রা করছিলেন। বাসে থাকা এক কিশোর মোবাইল ফোনে উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এ সময় ওই ব্যক্তি তাকে শব্দ কমাতে বা শান্ত থাকতে বলেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্ বিতণ্ডা শুরু হয়। তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, তর্কের এক পর্যায়ে কিশোরটি একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ওই ব্যক্তির পেটে গুলি করে। ঘটনাটি ঘটে দুপুর আড়াইটার দিকে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ইস্ট ট্রেমন্ট অ্যাভিনিউ ও হোয়াইট প্লেইন্স রোডের কাছে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে দ্রুত জ্যাকোবি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন কিশোরটি সাদা টি-শার্ট পরা ছিল এবং হামলায় একটি কালো রঙের হ্যান্ডগান ব্যবহার করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর সে হোয়াইট প্লেইন্স রোড ধরে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর বাসের আশপাশের এলাকা পুলিশ ঘিরে ফেলে এবং তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলের ফুটপাতে রক্তের দাগ দেখা যায় এবং পুরো এলাকায় অপরাধস্থল টেপ দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়। ঘটনার পেছনের সুনির্দিষ্ট কারণ এবং সন্দেহভাজনের পরিচয় নিশ্চিত করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি)। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

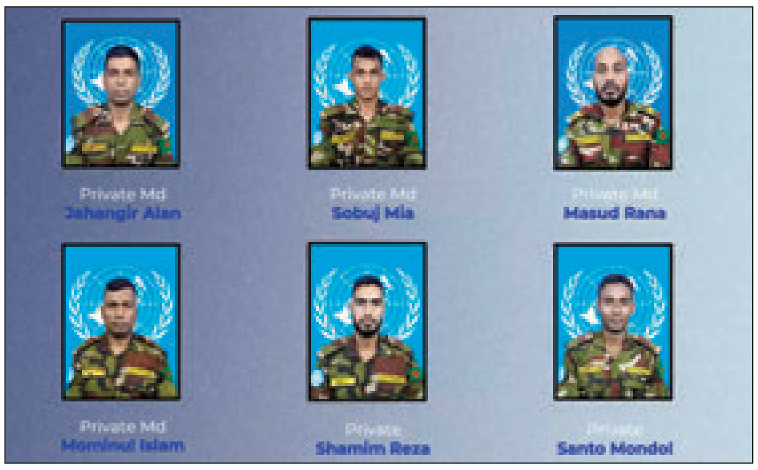

ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

(শেষ পাতার পর)

করা হয়েছে। ৫ জুন শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তথ্যবিবরণীতে জানানো হয়, জাতিসংঘ মহ-াসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস নিহত শান্তিরক্ষীদের পক্ষ থেকে পদকগুলো জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত শান্তিরক্ষীরা হলেন করপোরাল মো. মাসুদ রানা, প্রাইভেট মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রাইভেট মো. সবুজ মিয়া, প্রাইভেট মো. মোমিনুল ইসলাম, প্রাইভেট শামীম রেজা এবং প্রাইভেট সান্তো মণ্ডল। তারা ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের পতাকাতলে দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় নিহত হন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯৪৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালনকালে নিহত প্রায় ৪ হাজার ৫০০ শান্তিরক্ষীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত ৫০ হাজারেরও বেশি শান্তিরক্ষীর অবদানের কথাও তুলে ধরেন। চলতি বছর ৩৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ৬৮ জন সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী নিহত শান্তিরক্ষীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি মরণোত্তর সম্মাননা, যা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনকালে নিহত সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক সদস্যদের অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়।

আমরা যাব কোথায়!

(শেষ পাতার পর)

পড়ছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত বা চীনের চেয়েও বেশী। তাই সবাই যেন দেশ থেকে পালাতে ব্যস্ত। যারা পারছে ভিসা নিয়ে যাচ্ছে। যাদের ভিসা নেই তারা নৌপথে জীবনের ঝুকি নিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। শুধু ইটালী নয়, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্য জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। যাদের সেই সামর্থ্যটুকুও নেই তারা ভারত হয়ে আমাদের সাবেক রাস্ট্র পাকিস্তানে যাচ্ছে। করাচীতে যে এত বাঙালী থাকে পাকিস্তান যাওয়ার আগে আমার ধারনাই ছিল না। লক্ষ লক্ষ বাঙালী শুধু করাচীতেই থাকে। অন্যান্য জায়গায় কি পরিমান বাঙালী আছে তার হিসেব নেই। এইসব বাঙালীরা সবাই বাংলাদেশী। ওদের পাকিস্তানের জাতীয় পরিচয় পত্র আছে (শনাক্তি কার্ড)। পাকিস্তানে দালালের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় পত্র বানানো যায়। কিন্তু পাকিস্তানের পুলিশ সেটা গ্রাহ্য করে না। সুযোগ পেলেই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। টাকা খেয়ে আবার ছেড়েও দেয়। যারা ধনী তাদের গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ক্রান টাকা ওয়ালারা যখন গ্রেফতার হলে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে পারে। আপনার যে টাকা আছে পাকিস্তানের পুলিশ কি করে জানবে। আপনার স্বদেশী ভাইলোগ আছে না। ওরাই পুলিশকে জানিয়ে দেবে। উর্দুতে ওদেরকে বলা হয় মকবুর (ইনফর্মার)। করাচীতে প্রচুর বাঙালী আছে যারা মকবুরী করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে। পাকিস্তানে বাঙালীদের থাকার কোন আইনী বৈধতা নেই। তারা শুধু একটি কথাই জোড় দিয়ে বলতে চায় 'হাম একাত্তরসে পেহলেসে হে'। প্রকৃতপক্ষে একাত্তরসে পেহেলেসে নয়, বেশীর ভাগ ১৯৮০ সালের পর বাংলাদেশ থেকে অবৈধপথে পাকিস্তান গিয়েছে। ওই সময় তারা ভারতকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে বিএসএফের সহায়তা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজ্জনক বর্ড়ার পাড়ি দিয়ে পাকভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাঞ্জাব দিয়ে পাকিস্তান প্রবেশ করে ট্রেনে করে সোজা করাচী।

ভারত হয়ে পাকিস্তান প্রবেশ করাটা যেমন সহজ তেমনি কঠিন। মানব পাচারের সময় পাচারকারীদের দলে অবশ্যই কিছু মেয়ে থাকতে হবে বিএসএফকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য। নাহলে ওরা বর্ডার পার হতে দেবে না। পাক-ভারত সীমান্তে বিএসএফ দলের পুরুষ সদস্যদের রাতের অন্ধকারে উল্টো করে বসিয়ে ঠিক তাদের পেছনে তাদেরই পরিবারের মেয়েদের স্বাগত জানায়। সাবধান কেউ ঘাড় ফেরাতে পারবে না। এরপর পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়ার সময় বলে দেয় ওপাড়ে পাকিস্তানীরা মেরে ফেললেও ভারতে ফিরে আসতে পারবে না। ওপাড়ে গিয়ে রেঞ্জার্সের হাতে ধরা পড়লে ওরা আবার ভারতের দিকে ঠেলে দেবে (পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষীদের বলা হয় রেঞ্জার্স)। এপাড়ে এলে আবার বিএসএফ পাকিস্তানের দিকে ঠেলে দেবে। অর্থাৎ আপনি যদি প্রতিবারই রেঞ্জার্স ও বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন তাহলে আপনাকে অনন্তকাল ভারত ও পাকিস্তানের নো ম্যান্স ল্যান্ডে এপাড় ওপাড় করতে হবে। কোন দেশেই ঢুকতে পারবেন না। কিন্ত বাস্তবে এমনটা ঘটে না। এখানে যা বলেছি প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে শুনে বলেছি। এগুলি দুই দশক আগের কথা। এখন নিশ্চয় পরিস্থিতি ভিন্ন। এখন মনে হয় আগের মত সহজে পাকিস্তান ঢোকা যায় না। তাই হয়ত অনেকে ভারতেই থেকে যাচ্ছে।

দেশে জায়গার সংকুলান না হলে মানুষ দেশান্তরী হবেই। এটাই মানুষের সহজাত প্রবণতা। কিন্তু আমাদের মানুষ সেই সব দেশে যাওয়ার চেস্টা করছে যে সব দেশ আমরা আগেই ছেড়ে এসেছি। বাংলাদেশের মানুষ এখন অবৈধ পথে পাকিস্তান গিয়ে সব রকমের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সেখানে অমানবিক জীবন যাপন করছে। অথচ এই দেশটা এক সময় আমাদেরই ছিল। তখন পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে পাচ কোটি, আমাদের ছিল সাড়ে সাত কোটি। অথাৎ গনতন্ত্রের বিচারে সবসময় আমরা থাকতাম মেজরিটি। ওদের ছিল ভূমি, আমাদের ছিল জনসংখ্যা। শিক্ষার হারও ছিল আমাদের বেশী। একসাথে থাকলে ওই দেশটা আমাদেরই নিয়ন্ত্রনে থাকত। আামদের অভিযোগ শেখ মুজিব নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও পাকিস্তানের সামরিক সরকার তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। কিন্তু একসময়তো দিতেই হত। কতদিন আটকে রাখতে পারত। একটা সামরিক সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে। আমরা এতকিছু না ভেবে একটি অপরিনাশদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আমাদের রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠল। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে পুরো দেশকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিলেন। ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। বিশ্ববাসী দেখল একটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তৃতীয় আরেকটি দেশের সহযোগিতা নিয়ে।

শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের রাস্ট্রপতি হয়েছিলেন। এখনও দেশটা নিয়ন্ত্রন করছে তাদেরই বংশধররা। পাতি নেতারা মন্ত্রী হয়েছে, এমপি হয়েছে। জনগন কি পেয়েছে। দেশান্তরী হয়ে আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা ভারত ছেড়ে এসেছি ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তান ছেড়েছি ১৯৭১ সালে। এখন ভারত গেলে ওরা বলে তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছ এখন আবার এসেছ কেন। পাকিস্তানও বলে ১৯৭১ সালে চলে গিয়েছিলে আবার এখন কেন। আমরা যাব কোথায়। শেখ মুজিব, জিয়ার বংশধররা পালাক্রমে দেশ শাসন করছে। দেশটা লুটে পুটে খাচেছ। অবস্থা বেগতিক দেখলে ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। সেখানে বিলাসী জীবন যাপনের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে। অভিজাত বৃটিশরা তাই ভারত-পাকিস্তানীদের মত বলে না 'হোয়াই ইউ আর হিয়ার?'। সাধারন বাংলাদেশীরা যারা পারছে ইওরোপ আমেরিকা চলে যাচ্ছে। যাদের সে সামর্থ্য নেই তারা ভারত পাকিস্তান গিয়ে নানা রকমের লাঞ্ছনা সহ্য করছে।

এই যে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের ছেলেপুলেরা জনগনের টাকায় খেয়ে পরে নিজেদের মেদবৃদ্ধি করছে জনগনের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা আছে কি? দেশের জন্য, জনগনের জন্য তারা কি করেছে। অথচ তারা দেশের মালিক, জনগনের প্রভু। অর্ধ শিক্ষিত জনগন তাদের প্রভুত্ব মেনেও নিয়েছে। আর তারা জনগনের অজ্ঞতার সুযোগ নিয় জনগনকে আরও বেশী অজ্ঞ করে রেখেছে। দেশে কয়েক বছর পর পর গনঅভ্যুত্থান হয়, সেই অভ্যুত্থান বিপ্লবে পরিণত হয় না। ঘুরে ফিরে আসে সেই দুই পরিবার। জনগনের অধিকার কখনও অর্জিত হয় না। জনগনতো জানেই না তাদের অধিকার কি। জনগন শিক্ষিত হলে সমস্যা আছে। ওরা যেন ব্যালট পেপার পড়তে না পারে। চীরকাল যেন মার্কা দেখে সিল মারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশে আইনের শাসন নেই। থাকবে কি করে আইন সভার সদস্যরা আইন বোঝে না। বোঝার দরকারও পড়ে না। নেতার কথায় হাত তুলবে আর হাত নামাবে। দেশ নিয়ে কারও চিন্তা নেই। জাতীয় সংসদ তস্করদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। কথা বলার স্বাধীনতা নেই। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে বেচে থাকারও অধিকার নেই। তাইতো সবাই বিদেশে ছুটছে। যাদের সামর্থ্য আছে ইওরোপ আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে হয়ে ওঠছে সেই সব দেশের গর্বিত নাগরিক। যারা পারছে না তারা স্রোতের শেওলার মত ভাসছে। কেউ কেউ ডিপোর্ট হয়ে ফিরে আসছে। অনেকে আটকে আছে দুই দেশের মাঝখানে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'। আমরা যাব কোথায়? দেশটা যে চলে গেছে ক্ষমতালোভী তস্করদের নিয়ন্ত্রনে।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাবের সাধারন সম্পাদক।

নর্থ ক্যারোলিনার স্টেট সিনেটর হলেন বাংলাদেশি

(শেষ পাতার পর)

সিনেটর টেরেস ইভারিট পদত্যাগ করায় গত ২১ মে থেকে হাসিব ফাতমীকে তার জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া (শেখ রহমান ও নাবিলা ইসলাম), ভার্জিনিয়া (সাদ্দাম আজলান সেলিম), কানেকটিকাট (মাসুদুর রহমান) এবং নিউ হ্যামশায়ার স্টেট (আবুল খান)-এর পর সিনেটর/ রিপ্রেজেনটেটিভের তালিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হিসেবে স্থান লাভ করলেন হাসিব ফাতমী। হাসিব ফাতমীর জন্ম ১৯৮৮ সালে নর্থ ক্যারোলিনার ডুরহাম সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিল ক্যাম্পাস থেকে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশনের পর নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম ল' স্কুল থেকে আইনে উচ্চতর ডিগ্রি নেন ২০১২ সালে। এরপর থেকেই তিনি নর্থ ক্যারোলিনাতে অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করছেন। হাসিবের পিতা নোয়াখালীর সন্তান মোহাম্মদ বদরুল এহসান ফাতমী ১৯৭৩ সালে এইচএসসি পাসের পর যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জি-নয়ারিংয়ে বিএস এবং এমএস করেন। ফাতমীর মা সাইদা ফাতমী স্নিগ্ধা বৈবাহিক সূত্রে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। তিনিও নর্থ ক্যারোলিনা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বিবিএ করেন। হাসিবের পিতা-মাতার উভয়েই পেশাজীবী এবং র‌্যালি সিটিতেই বসবাস করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন আসন্ন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রকাশিত প্রাথমিক জনমত জরিপগুলোতে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি। একাধিক নির্ভরযোগ্য জাতীয় পর্যায়ের জনমত জরিপে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের চেয়ে স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে আছে। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসের এই ভাগ্যনির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দ্য নি-উইয়র্ক টাইমসের প্রকাশিত সাম্প্রতিক একাধিক জাতীয় 'জেনেরিক কংগ্রেশনাল ব্যালট' জরিপের সমন্বিত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটরা বেশির ভাগ জরিপে ১ থেকে ৬ শতাংশ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে আছে। একটি জরিপে তাদের লিড আরও বেশি। এদিকে সম্প্রতি প্রকাশিত এমারসন কলেজ পোলিংয়ের একটি জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, কংগ্রেসের সাধারণ ব্যালটে ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে ১০ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছে।

জরিপে অংশ নেওয়া সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থীকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন, যেখানে বর্তমান ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের পক্ষে সমর্থন এসেছে মাত্র ৪০ শতাংশের। ডেমোক্র্যাটদের এই বড় ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে মূলত নারী, হিস্পানিক এবং স্বতন্ত্র বা নির্দলীয় ভোটারদের ব্যাপক সমর্থন ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ম্যারিস্ট পোলের মতো অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় জরিপগুলোতেও ডেমোক্র্যাটদের এই অগ্রগতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণত মার্কিন রাজনীতিতে একটি প্রতিষ্ঠিত ধারা রয়েছে যে যিনি প্রেসিডেন্ট পদে থাকেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার দল কিছু আসন হারায়। তবে এবারের এই জনমত জরিপগুলোর পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ কাজ করছে। জরিপের তথ্য বলছে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের কিছু অভ্যন্তরীণ নীতি, বিশেষ করে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তার প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের একটি বড় অংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ট্রাম্পের কাজের প্রতি অসন্তুষ্টির হার প্রায় ৫৬ শতাংশে পৌঁছেছে, যার সরাসরি রাজনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা। কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভা বা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন থেকেই দেশজুড়ে তাদের প্রচারণা জোরদার করেছে। দলটির মুখপাত্ররা দাবি করছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার কারণেই ভোটাররা বিকল্প ভাবছেন।

এইচ-১বি ভিসার ১ লাখ ডলার ভিসা ফি অবৈধ

(শেষ পাতার পর)

১ লাখ ডলার ফি নির্ধারণকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিচারক লিও সোরোকিন এ রায় প্রদান করেন। আদালত অতিরিক্ত ফি নির্ধারণকে একটি 'অবৈধ কর' বর্ণনা করেছে, যে ফি আরোপের ওপর কংগ্রেসের কোনো অনুমোদন নেই। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাহী আদেশে ১ লাখ ডলারের ফি আরোপ করেছিলেন। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট নিয়ন্ত্রিত ২০টি স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেলরা একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই আদালত এই রায় প্রদান করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন গত সেপ্টেম্বর মাসে এইচ-১বি ভিসা ফি হঠাৎ বৃদ্ধি করে এক লাখ ডলারে উন্নীত করে করেছিল। এ বিপুল অংকের ফি দিয়ে খুব কম সংখ্যক বিদেশির পক্ষেই এইচ-১বি ভিসা সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সম্ভব। উল্লেখ্য, আমেরিকান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন খাতে আবশ্যক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য এইচ-১বি ভিসা নিয়েই আসতে হয়, অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রশাসনের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দিয়েছিল যে, এইচ-১বি ভিসার জন্য আরোপিত বর্ধিত ফি মূলত একটি বৈধ আর্থিক জরিমানা। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আইন অনু-যায়ী প্রেসিডেন্ট এই জরিমানা আরোপের ক্ষমতা রাখেন। কারণ এই আইন প্রেসিডেন্টকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদেশি নাগরিকের প্রবেশাধিকার সীমিত করার ক্ষমতা প্রদান করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বিচারক সোরোকিন এই যুক্তি নাকচ করে বলেন, এই অর্থ কোনো জরিমানা নয়, এটি একটি কর। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এমন কর আরোপের কোনো এখতিয়ার নেই। ফলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও আমেরিকন সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) বর্ধিত করারোপের আদেশ প্রয়োগ করতে পারে না। বিচারক তার রায়ে উল্লেখ করেছেন, 'এই এক লাখ ডলারের ধার্য ও আদায়ের ধরনই স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি কর, তা এটিকে যে নামেই বর্ণনা করা হোক না কেন।'

বিচারক তার রায়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। সেই রায়ে খানে জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য প্রণীত একটি আইনে অধীনে ট্রাম্পের আরোপিত ব্যাপক ট্যারিফ নীতি বাতিল করেছিল সর্বোচ্চ আদালত। সোরোকিন বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের যুক্তি অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন আইনের অধীনেও ট্রাম্পের এমন কর আদায়ের আইনি অধিকার নেই। হোয়াইট হাউসের মুখ-পাত্র টেইলর রজার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন আত্মবিশ্বাসী যে উচ্চ আদালতে আপিলের মাধ্যমে সোরোকিনের এই আদেশ বাতিল হয়ে যাবে। তার দাবি, 'আমেরিকার সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করা যেকোনো শ্রেণির বিদেশির প্রবেশাধিকার সীমিত করার সুস্পষ্ট আইনি ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের রয়েছে, এবং ট্রাম্প ঠিক তাই করেছেন।'

এইচ-১বি প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর ৬৫ হাজার এবং উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের জন্য আরও ২০ হাজার ভিসা দেওয়া দেয়, যা তিন থেকে ছয় বছরের জন্য অনুমোদিত। ট্রাম্পের এই ঘোষণার আগে নিয়োগকর্তারা সাধারণত বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার ডলার ফি দিতেন। ট্রাম্পের দাবি ছিল, কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়ে আমেরিকানদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতেই এই ফি বাড়ানো হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বিদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। উচ্চ ভিসা ফি নির্ধারণের পর থেকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইউএসসিআইএস মাত্র ৮৫টি এইচ-১বি ভিসাপ্রার্থীর কাছ থেকে বর্ধিত ভিসা ফি জমা পেয়েছে। এই জরিমানার বিরুদ্ধে ইউএস চেম্বার অব কমার্সের একটিসহ অন্তত তিনটি মামলা করা হয়েছিল। ্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট দলীয় অ্যাটর্নি জেনারেল রব বোন্টা আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই কর আমেরিকার দক্ষ ও মেধাবী প্রতিভা আকর্ষণ করার ক্ষমতার ওপর আঘাত ছিল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জ্যামাইকায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংয়ের মতবিনিময়

(৪০ পাতার পর)

ড. দিলীপ নাথ, মূলধারার রাজনীতিক চৌহান, এনআরবি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শেকিল চৌধুরী এবং নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩২ থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনের প্রার্থী মোহাম্মদ মোল্লা সানিসহ আরও অনেকে। বক্তারা গ্রেস মেংকে বাংলাদেশি কমিউনিটির দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ কারণে আগামী নির্বাচনেও তারা তার পক্ষে কাজ করবেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে গ্রেস মেংকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমদ, সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার, রিমি ভূঁইয়া প্রমুখ।

ব্রুকলিনে সিএমবিবিএ'র বর্ণাঢ্য পথমেলা

(৪০ পাতার পর)

মাধ্যমে তারা বাংলাদেশকে বহুজাতিক সমাজে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরছেন।

সিএমবিবিএ'র সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুল আলম বাপ্পির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ মেলার আহ্বায়ক মামুনুর রশিদ বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে পথমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেলা কমিটির সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজিম সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে সহযোগিতাকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ব্রুকলিনে বাংলাদেশিদের অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় আয়োজিত মেলাটি দিনভর ছিল দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর। শতাধিক স্টলের মধ্যে পোশাকের স্টলগুলোতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। খেলনা ও বিভিন্ন ইমিটেশন সামগ্রীর স্টলেও ছিল উল্লেখযোগ্য ভিড়। সন্ধ্যার দিকে আকস্মিক দমকা হাওয়ায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও ততক্ষণে মেলার অধিকাংশ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়। মেলার মূলমঞ্চে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। এ ছাড়া পাঁচ ডলারের র‍্যাফেল ড্রয়ের প্রথম পুরস্কার হিসেবে একটি গাড়ি এবং দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটের একটি বিমান টিকিট ঘোষণা করা হয়। পড়ন্ত বিকেলে কমিউনিটি সার্ভিসে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নার্গিস আহমেদ, মো. কাদের মিয়া, ফজলুল কাদেরসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। একই সময়ে অতিথি ও আয়োজকদের উপস্থিতিতে কমিউনিটি লিডার মো. জাফরউল্লাহ মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত দৃষ্টিনন্দন স্মরণিকা 'সওদাগর'-এর মোড়ক করেন।

জমজমাট আয়োজনে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল

(৪০ পাতার পর)

একপাশে স্থাপন করা হয়েছিল বিশাল মূল মঞ্চ। বাকি তিনপাশজুড়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল ১১৩টি স্টল। পোশাক, গহনা, দেশীয় খাবার এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনীতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করেন, পরিচিতজনদের সঙ্গে সময় কাটান এবং উপভোগ করেন খোলা আকাশের নিচে এক টুকরো বাংলাদেশের আবহ। বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা ছয় ঘণ্টা জমজমাট ছিল মূল মঞ্চ। ব্যান্ড সংগীত, ফ্যাশন শো এবং দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দর্শকরা মুগ্ধ হন। মঞ্চে গান পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, সুজন আরিফ, তৃণীয়া হাসান, রেশমী মির্জা, নাজু আখন্দ, প্রতীক হাসান, পারভেজ সাজ্জাদ এবং ব্যান্ড ইওগ। ডিজাইনার রোজিনা আহমেদ রুনীর পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত ফ্যাশন ওয়াকও দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন সময়ে মূলধারার রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে অংশ নেন নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোমা সৈয়দ, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, স্টেট সিনেটর জন লিউ, অ্যাসেম্বলিওম্যান অ্যালিসিয়া এল. হাইন্ডম্যান, কমিউনিটি ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাবের চেয়ারম্যান মিজান চৌধুরী, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের ডেপুটি চিফ বিজনেস ডাইভারসিটি অফিসার ও সিনিয়র অ্যাডভাইজার দিলীপ চৌহানসহ আরও অনেকে। উৎসব গ্রুপ প্রতি ঘণ্টায় র   ্যাফেল ড্র আয়োজন করে দর্শকদের মধ্যে বাড়তি উচ্ছ্বাস তৈরি করে। এছাড়া গ্র্যান্ড র‍্যাফেল ড্র'র পুরস্কার হিসেবে ছিল ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা বিমান টিকিট। সৌভাগ্যবান বিজয়ী হন তানিয়া রহমান। পুরো আয়োজনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিল পরিপাটি ছাপ। ডিজে রাহাতের পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানটি ছিল সুসংগঠিত ও গতিশীল। উপস্থাপক সাদিয়া খন্দকার তাঁর সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনায় দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হন। তার সঙ্গে উপস্থাপনায় ছিলেন মুক্তা হক।

হাদি হত্যাকাণ্ড : মমতার জালে অমিত শাহ

(৩৪ পাতার পর)

করে। গার্ডিয়ান পত্রিকা ভারতীয় ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিবেদনে জানায়, ভারত সরকার পাকিস্তানে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করে। পাকিস্তানি তদন্তকারীদের নথিপত্র ঘেঁটে গার্ডিয়ান জানতে পারে, ২০১৯ সালের পর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা আগ্রাসী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিদেশে গুপ্তহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানে এ ধরনের ২০টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যার সঙ্গে জড়িত ছিল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং বা 'র'। এই গোয়েন্দা সংস্থাটি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

গার্ডিয়ানের এই প্রতিবেদনে পাকিস্তানি তদন্তকারীদের দেওয়া নথিপত্রের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়, এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পরিচালিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'স্লিপার সেল' দ্বারা ঘটানো হয়। স্থানীয় অপরাধী বা দরিদ্র পাকিস্তানি নাগরিকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে এই গুপ্তহত্যাগুলো করাত। ভারতীয় এজেন্টরা গুলি করে হত্যার জন্য জিহাদিদেরও নিয়োগ করত বলে অভিযোগ রয়েছে । যাদের বিশ্বাস করানো হতো যে তারা আসলে 'কাফের' হত্যা করছে।

পাকিস্তানের সংগ্রহ করা প্রমাণ অনুযায়ী, এই হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়মিতভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সমন্বয় করা হতো, যেখানে 'র' স্লিপার সেল বা গোপন চক্র গড়ে তুলেছিল। এই সেলগুলো অভিযানের বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে পরিচালনা করত এবং খুনিদের ভাড়া করত। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানোর জন্য অপরাধী বা দরিদ্র স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায়ই লাখ লাখ রুপি দেওয়া হতো এবং নথিপত্রে দাবি করা হয়েছে যে এই লেনদেনগুলো মূলত দুবাইয়ের মাধ্যমে করা হতো। এই হত্যাকাণ্ডগুলো তদারকি করা 'র'-এর হ্যান্ডলারদের বৈঠকগুলো নেপাল, মালদ্বীপ এবং মরিশাসেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কানাডায় শিখ নেতা হত্যা ও যুক্তরাষ্ট্রে আরেক শিখ নেতাকে হত্যাচেষ্টা এবং পাকিস্তানে ধারাবাহিক গুপ্ত হত্যার ঘটনার সঙ্গে আমরা যদি ওসমান হাদি হত্যার ঘটনা বিশ্লেষণ করি, তাহলে এর কাছাকাছি চিত্র দেখত পাব। ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। মামলার অভিযোগপত্র ও বাংলাদেশের পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী, তিনিই মূলত ওসমান হাদিকে সরাসরি লক্ষ্য করে গুলি করেছিলেন। অন্য পলাতক আসামি আলমগীর হোসেন রাজধানীর আদাবর থানা যুবলীগের একজন কর্মী। ওসমান হাদিকে গুলি করার সময় এবং পরবর্তী সময়ে ফয়সালকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তার সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

আমরা জানি, আওয়ামী লীগের বহু প্রভাবশালী নেতা এখন কলকাতায় আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করেছেন। যারা দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাভাবিকভাবে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের গভীর সংযোগ আছে। কানাডার নিজ্জর হত্যার মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত দলের সন্ত্রাসী চক্রকে ওসমান হাদি হত্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কানাডায় শিখ নেতা হত্যাকাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে আরেক শিখ নেতাকে হত্যাচেষ্টা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি বড় কেলেঙ্কারি হিসেবে দেখা হয়। ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মুখ খুলছেন, তাতে বিদেশের মাটিতে বিজেপির রাজনৈতিক নেতৃত্বে গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তহত্যা কৌশলের আরেকটি কেলেঙ্কারি ফাঁস হিসেবে দেখা যেতে পারে। বলা যায়, মমতার জালে আটকা পড়েছেন অমিত শাহ। ভারতের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের এমন অভিযোগের পর নিঃসন্দেহে দেশে-বিদেশে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তহত্যার প্রবণতা নিয়ে আরো সতর্ক হবে। তবে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আমাদের জন্য বিপজ্জনক বার্তা দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের পর বাংলাদেশের উচিত এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের সাহায্য কামনা করা।

লেখক : সহযোগী সম্পাদক, আমার দেশ।

নিউইয়র্কে মুনার ঈদ পুনর্মিলনী ও দায়িত্বশীল সমাবেশ

(শেষ পাতার পর)

আয়োজন করে গত ৭ জুন রবিবার সিটির অভিজাত রেষ্টুরেন্ট সাগর চাইনিজে। নিউ-ইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এক্সিকিউ-টিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী সিপিএ, ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু উবাইদা, প্রফেসর ড. মো: রুহুল আমিন, আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নাহার এর চেয়ারম্যান ডা: আতাউল ওসমানী, ন্যাশনাল ফাইন্যান্স সহকারী শেখ জালাল উদ্দিন, সাবেক ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আনোয়ারুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক কাজী শামসুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, দাওয়াত মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মিশন। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন তাঁদের সকলেরই মিশন ছিল দাওয়াত। দাওয়াত দানের মাধ্যমেই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়নীতি আজ বিলুপ্তপ্রায়। যুলুম-নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ঘুষ-দুর্নীতি আর পাপাচারের বিষবাষ্পে জাতি আজ দিশেহারা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারের বিকল্প নেই। অতিথিবৃন্দ একজন দাঈদের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে দাওয়াতী কাজের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সাথে ঈদের কৌশল বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোনের কার্যকরী কমিটির সদস্য দিদারুল আলম, প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ।

বিদেশি কোম্পানির জন্য সম্পত্তির মালিকানায় সৌদিতে নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য সৌদি আরবে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম ও শর্তাবলি নির্ধারণ করেছে দেশটির বিনিয়োগ মন্ত্রণালয়। বিশেষ করে সৌদি আরবে কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করেও যেসব বিদেশি প্রতিষ্ঠান সম্পত্তির মালিক হতে চায়, তাদের জন্য বিস্তারিত নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইনভেস্টর গাইড ২০২৬'-এ এসব নতুন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষের মতে বিদেশি রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকে আরও সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ করার পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৌদি গণমাধ্যম সৌদি গেজেটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে প্রথমে নিজ দেশের বাণিজ্যিক নিবন্ধন (কমার্শিয়াল রেজিস্ট্রেশন) সনদ জমা দিতে হবে। নথিটি অনুমোদিত অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরবিতে অনুবাদ করে সংশ্লিষ্ট সৌদি দূতাবাস থেকে সত্যায়িত করতে হবে। এ ছাড়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র বা নিবন্ধনসংক্রান্ত দলিলও একইভাবে অনুবাদ ও সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি অনুমোদনপত্রের মাধ্যমে কোম্পানির প্রতিনিধিকে মনোনীত করতে হবে, যা সৌদি দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। একই সঙ্গে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে (ন্যাচারাল পারসন) ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে এবং তার জন্য আনুষ্ঠানিক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে হবে। ডিজিটাল পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক : নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো বিদেশি কোম্পানি বা তার প্রতিনিধি সৌদি আরবের স্বীকৃত পরিচয়পত্র না রাখে, তাহলে বিদেশে অবস্থিত সৌদি কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিচয় (ডিজিটাল আইডি) সংগ্রহ করতে হবে। এ পরিচয়পত্র নিবন্ধন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছে মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক হালনাগাদের শর্ত : বিদেশি কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন প্রতি বছর হালনাগাদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, বিনিয়োগ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনের পর কোম্পানির মালিকানা কাঠামো বা ব্যবস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। নিয়মিত হালনাগাদ না করলে নিবন্ধনসংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোস্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

হিলসাইড ‘এফ’ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন’স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবেঅ যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড ‘এফ’ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন’স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864**
বি-৫১-০১

ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটে ১৮৭ স্ট্রিট এবং ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসে ১ বেডরুম, বাথ, কিচেন ও লিভিংরুমসহ একটি ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক প্রবেশ পথ আছে। যোগাযোগ: **646-288-2834** বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড ‘এফ’ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং ‘ই’, ও ‘এফ’ ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু’জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

রুম ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে একটি রুম শুধু কর্মজীবী পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট ‘এফ’ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি রুম ১লা জুলাই থেকে ইউটিলিটিসহ ভাড়া হবে। পৃথক বাথরুম। কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **৬৪৬-২৪৬-১১৫৩ বি-৪৯-৫১**

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর “Broadnosh Bagel” এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: **716-600-0923** বি-৫২-০৩

STORE FOR SALE

Cross St. on `M’ Train Subway, Stop Important Hard Location. Lotto, Beer, Cigarettes, Zyn Tobacco, Candy, Cold Drinks, Medicine and Personal Care items, etc.

Cell: **347-933-7455**
(Hossain)
B-48-52

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

“APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. Queens village 4bd. 1.5 Bath, living, Dining.
2. Jamaica, 4bd, 2bath, living, Dining 172nd Street & 107th Ave. 2nd Floor.
3. Jamaica, 3bd, 2bath, living, Dining, 169-01 Highland Ave.
4. Richmond Hill 3bd, 2bath, living, Dining, 105-32, 130th Street.
5. Jackson Heights big 3bd, 1 bath, Balcony, living, dining 75th Street & Northern Blvd.
6. Jamaica, Semi basement 3bd, 1bath, Living, 197-05, 90th Ave.
7. Jamaica, Semi basement 2bd, 1bath, dining, 160-11 84th Ave. $1,600.
8. East Elmhurst 3bd, 1bath, living dining, $3,200.
9. Jamaica, 2bd, 1bath, living, dining 107-20 Waltham Street.
10. Jamaica, 2bd, 1bath, living, Dining 146th Street & Hillside Ave.3rd floor.
11. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 111-08 Farmers Blvd.2,800 +Bills.
12. Jamaica, 1bd, 1bath, living 143rd St. & hillside Ave.
13. 2bath, 1bath, living, dining 281Street & 87th Ave. 2nd floor.
14. Jamaica, Semi basement 2bd or 1bd, 1bath, parsons Blvd & Hillside Ave.
15. Jamaica, Empty house 3bd, 1bath, living, dining, 168th place & Liberty Ave. 2nd floor.
16. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 2nd floor177sth Street & 106ths Rd.
17. Jamaica, 3bd,1bath, living, dining, 136th Street & Hillside Ave.
18. Jackson Heights, 3bd, 2bath,—— 70th Street & 35th Ave.
19. 3room, 1bath, dinning
20. 2bd, 1bath, living, dining, Jackson Heights
21. Queens Village 2bd.1bath, living.
22. Studio ,1bd, 1bath, 1st floor, 170th street & 108th Ave., $1,700.
23. 2bd, 1bath, living Sutphin Blvd & 97th Ave.2nd floor
24. Queens Village 3bd, 2bath, living, dining, 94-86, 218 Street
25. Jamaica, Semi basement 1bd, 1bath, living, 160th Street & 85th Ave,
26. Jamaica, Basement 1bd, 1bath 90-37, 180th Street.
27. Jamaica, 3bd, 2bath, living, dining Sutphin Blvd. & 115th Ave.
28. Jamaica, 2 room, 1bath, 153rd Street & 109th Avenue.
29. 2bd, 1bath, living, dining 3rd floor 88-13, 146th St.
30. 3bd 1bath living, dining, 88-32 179 St 1st floor.
31. 3bd 1bath living, dining, 2nd floor 108-05,. 22nd street.
32.3bd 1bath living, dining 11108 former Blvd 2nd floor, 2800+bill.
33. basement 2bd 1bath living 169 St 84th Ave.
35. Elmhurst 1bd 1bath living coop 6th floor close to Elmhurst Hospital.
36. 1bd 1bath, living 139-11 70th Ave, 2nd floor.
37. 3bd 2bath living, dining close to Sutphin Blvd LIRR. 2500+bill.
38. East Elmhurst 2bd 1 bath, living 1st floor. 25-46, 100th St . $2200
39. Valley Stream 2bd & 3bd Apartment with car parking.
40. Briarwood 1bd 1bath living.
41. 3bd 1 bath living, dining 184th St. 89th Ave, $2700 including.
42. 2bd 1 bath living $2300 included. 85-91 Parsons Blvd.
43. Briarwood 3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor.
44. Jackson Heights 2bd, 1 bath, living, dining 3rd floor. Close to 74thth St & 34th Ave.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিক্স, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামাইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816

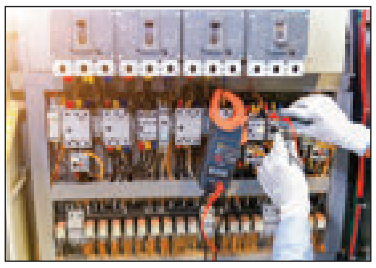

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

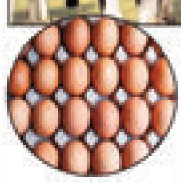

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street (169 Street & Hillside Ave.) Jamaica, NY-11432

Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke Bellerose, NY-11426

Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate **INSURED & WORK PERMIT**

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্‌ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

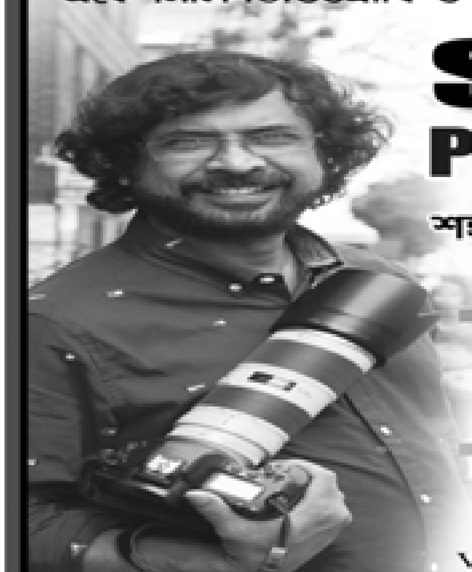

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
- জিনাজের সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

VOTE
KHORSHED KHANDAKER
FOR DEMOCRATIC COUNTY COMMITTEE MEMEBER
JUNE 23'2026
YOUR VOTE IS MATTER
NY STATE ASSEMBLY DISTRICT-29

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ, বিবাহ, এনগেজমেন্টস, সুইট সিক্সটিন, বেবি শাওয়ার, ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সাপ্তাহিক পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
11 June 2026

বৃহস্পতিবার
১১ জুন ২০২৬

জ্যামাইকায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-এর সাথে বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

জ্যামাইকায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংয়ের মতবিনিময়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং আবারও নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনকে সামনে রেখে আয়োজিত প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬ জুন শনিবার বিকেলে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

বাংলাদেশ ডেস্ক : সুদানের কাদুগলিতে জাতিসংঘের আবেই অঞ্চলের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনীতে দায়িত্ব পালনকালে নিহত ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

নর্থ ক্যারোলিনার স্টেট সিনেটর হলেন বাংলাদেশি হাসিব ফাতমী

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় স্টেট সিনেটর (ডিস্ট্রিক্ট-১৮) মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত টর্নি হাসিব ফাতমী (৩৮)।
(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন রায়হান জামান।

জমজমাট আয়োজনে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ব্যস্ত নগরজীবনের মাঝে একদিনের জন্য যেন তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের এক টুকরো সবুজ প্রান্তর। খোলা আকাশ, বিস্তীর্ণ ঘাসের মাঠ, ভেসে আসা বাংলা গানের সুর, প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা আর দেশীয় খাবারের সুবাস-সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল হয়ে উঠেছিল প্রবাসী *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হলেন আবু সাইদ আহমদ

নিউইয়র্ক : মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার সন্তান ও নিউইয়র্কপ্রবাসী রাজনীতিক আবু সাইদ আহমদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের (যুবদল) নবগঠিত
(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

মেলায় শিল্পী জিহান ওয়াজেদের হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন সিএমবিবি'র নেতৃবৃন্দ।

ব্রুকলিনে সিএমবিবিএ'র বর্ণাঢ্য পথমেলা

নিউইয়র্ক : অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারো বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো সিএমবিবিএ'র পথমেলা। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে উৎসবমুখর পরিবেশে গত গত ৬ জুন শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে 'চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন' (সিএমবিবিএ)-এর ১৬তম পথমেলা। *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে মুনার ঈদ পুনর্মিলনী ও দায়িত্বশীল সমাবেশ

নিউইয়র্ক: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোন দাওয়াতী পক্ষ উপলক্ষ্যে দায়িত্বশীল সমাবেশ ও ঈদ পুনর্মিলনী'র *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সনেটের ইতিহাস ও কাঠামো বদল

কাজী জহিরুল ইসলাম

নোবেল বিজয়ী আইরিশ কবি সিমুস হিনি বলেছেন, 'সনেট হচ্ছে কবিতার কাঠামোগত একটি আন্দোলন'। ৮০০ বছরেও এই আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। এখনো
(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

আমরা যাব কোথায়!

চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল

বাংলাদেশের উপচে পড়া জনসংখ্যা বাংলাদেশীদের বিদেশে যেতে বাধ্য করছে। ছোট্ট দেশ এত মানুষ। কর্মসংস্থান তো দূরের কথা বসবাস করাটাই অসম্ভব হয়ে
(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

ডা. ফারহাদ হালিমের সাথে নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির মতবিনিময়

নিউইয়র্ক : বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের বলেছেন সকল দ্বিধা
(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ডা. ফরহাদ হালিমকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ সোসাইটিকে নিউইয়র্ক স্টেটের ৪৫ হাজার ডলার অনুদান

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক স্টেট থেকে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

এইচ-১বি ভিসার ১ লাখ ডলার ভিসা ফি অবৈধ ঘোষণা আদালতের

বাংলাদেশ রিপোর্ট: বোস্টনের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট গত ৮ জুন এইচ-১ বি ভিসার জন্য আরোপিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

মোবাইল ফোনে জোরে কথা বলাকে কেন্দ্র করে ব্রঙ্কসে বাসে গুলি, নিহত ১

নিউইয়র্ক: সিটির ব্রঙ্কসে একটি বাসের ভেতরে মোবাইল ফোনে জোরে কথা বলাকে কেন্দ্র করে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

চিটাগাং এসোসিয়েশনকে ঘিরে অপপ্রচারের জবাব দিল বর্তমান কমিটি

নিউইয়র্ক : 'একটি অসৎ গোষ্ঠী কর্তৃক অব্যাহত মিথ্যাচার এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামবাসী *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

নিউইয়র্ক পুলিশে ৩ বাংলাদেশি আমেরিকানের পদোন্নতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে এনওয়াইপিডি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ২৮ মে বৃহস্পতিবার সকালে এক জমকালো অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com